গঙ্গা-মঙ্গল

দ্বিজ মাধববিরচিত

শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
সম্পাদিত

লালগোলাধিপতি
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা, ২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩২৩

মূল্য— সাধারণ পক্ষে ৸০
শাখা-সদস্য " ৷৵০
পরিষদের সদস্য " ৷৷০

কলিকাতা
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত মিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বার' মুদ্রিত ।

৩০।৪।২৩—৪০০

ভূমিকা

দেবদেবীর মাহাত্ম্য-ঘোষণা ব্যপদেশেই প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একাংশ গঠিত হইয়াছিল, এ কথা এখন অসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। যেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় প্রত্যেক দেবতারই মহিমা-প্রকাশক অসংখ্য ছড়া, কবিতা, পাঁচালী প্রভৃতি বর্ত্তমান, সেখানে গঙ্গার মত সর্ব্বজন-পূজ্যা দেবীর মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক গ্রন্থাদির অল্পতা দেখিলে হৃদয়ে কতকটা বিস্ময়ের সঞ্চার হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু একটা কথা ভাবিলে অচিরেই আমাদের হৃদয় হইতে সেই বিস্ময়ের ভাব তিরোহিত হইয়া যায়। হিন্দু মাত্রেরই হৃদয়ে গঙ্গা-ভক্তির একটা সুদৃঢ় সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অবস্থায় তদীয় মহিমা প্রকটন করিবার জন্য অন্য কোনরূপ লৌকিক চেষ্টার যে সার্থকতা নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। গঙ্গার মাহাত্ম্য দ্যোতনা করিবার জন্য বঙ্গসাহিত্যে এত অল্পসংখ্যক কবির লেখনী ধারণের কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যে যে দুই চারি-খানি গ্রন্থ আছে, তাহা আমাদের বিশেষ সমাদরযোগ্য ও উপরি লাভ বলিয়াই মনে করা উচিত।

ত্রিবেণীর গাজী দরাফকৃত 'গঙ্গা-বন্দনা' ও বিদ্যাপতি-বিরচিত 'গঙ্গা-বাক্যাবলী' সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত—সুতরাং আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। রামজয়কৃত 'গঙ্গা দেবীর চৌতিশা', কোন অজ্ঞাতনামা কবির রচিত 'গঙ্গাষ্টক শ্লোক', দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-কৃত 'গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী', জয়রাম প্রণীত 'গঙ্গামঙ্গল' এবং

মাধবাচার্য্য-বিরচিত 'গঙ্গামঙ্গল' ভিন্ন বঙ্গসাহিত্যে গঙ্গা-মাহাত্ম্য-বিষয়ক আর কোন সন্দর্ভ বা গ্রন্থ আছে কি না, এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। প্রথমোক্ত দুইখানি ক্ষুদ্র নিবন্ধও কতকটা আধুনিক জিনিষ বটে। জয়রাম কৃত 'গঙ্গামঙ্গল' আমরা দেখি নাই। উহা সন ১২৪৮ সনে লিখিত ও উহার শ্লোক-সংখ্যা ৩৫০ বলিয়া কথিত। *

দুর্গাপ্রসাদ কৃষ্ণনগরান্তর্গত উলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী। যে বৎসর রাজা রামমোহন রায় "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী" রচনা করেন, সম্ভবতঃ সেই বৎসর (১০০ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে) 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' বিরচিত হয়। †

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির নাম 'গঙ্গামঙ্গল'। ইহাতে ধরাতলে গঙ্গাবতরণ-কথা ও গঙ্গা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজ মাধব নামক কবি ইহার রচয়িতা। তিনি সাধারণতঃ 'মাধবাচার্য্য' নামে পরিচিত ও বঙ্গসাহিত্যে একজন অতি প্রসিদ্ধ কবি।

বঙ্গসাহিত্যে একাধিক মাধবাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। একজন এই "গঙ্গামঙ্গলে"র কবি মাধব, একজন চৈতন্য-দেবের শালার বংশে এবং আর একজন নিত্যানন্দের, কি তাঁহার ছেলের জামাই,—বাড়ী বলাগোড়। যেই কীর্ত্তনিয়া মাধবাচার্য্য খেতুড়ির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি উক্ত তিন জনের মধ্যে একজন কি না, জানি না। আর একজন 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল'-রচয়িতা মাধবাচার্য্য আছেন। 'প্রেমবিলাসের' মতে তাঁহার নিবাস নবদ্বীপ,

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পরিশিষ্টে হস্তলিখিত পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দ্রষ্টব্য।

† ঐ—৫৯১ পৃষ্ঠা।

পিতামহের নাম দুর্গাদাস মিশ্র, পিতার নাম কালিদাস ও মাতার নাম বিধুমুখী। এই মাধব অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন ও নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া 'আচার্য্য' উপাধি লাভ করেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের" সম্পাদক মহাশয় "প্রেমবিলাসের" বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া বলিয়াছেন,— "চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্র মিথিলা হইতে নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হন। এই বিখ্যাত বংশে পণ্ডিত-শিরোমণি জগদীশ তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। এই বংশের মাধব এবং 'প্রেম-রত্নাকর' ও 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের' রচয়িতা মাধবের সহিত 'ত্যাগী' মাধবের কোন সংস্রব নাই। মাধবাচার্য্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া চৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করেন। সেখানেই তাঁহার একখানি বৈষ্ণব-স্মৃতি রচনা করিব'র অভিলাষ জন্মে। এই মাধবাচার্য্যই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের' রচয়িতা। ইহাঁর বংশীয় গোস্বামিগণ অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলায় বাস করিতেছেন *।"

এই অবস্থায় 'গঙ্গামঙ্গলের' কবি মাধবাচার্য্যের স্বরূপ নির্ণয় কিছু দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। সকলেই জানেন, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য ভিন্ন বঙ্গসাহিত্যে আর একখানি চণ্ডীকাব্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। উহার প্রকৃত নাম 'দুর্গা-মাহাত্ম্য', কিন্তু সাধারণতঃ তাহা 'জাগরণ' নামেই পরিচিত। 'গঙ্গামঙ্গলের' মত উহার রচয়িতার নামও মাধবাচার্য্য। 'গঙ্গামঙ্গল' ও 'জাগরণে' যে গণেশ-বন্দনা আছে, তাহার ভাষার সৌসাদৃশ্য দেখিলে পাঠকগণ নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। পর পৃষ্ঠায় আমরা উক্ত বন্দনাটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

---

* বঙ্গভাষার লেখক—('বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত) ২৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ধানশী রাগ ।

প্রণমোহ গণপতি গৌরীর নন্দন ।
ভকতবৎসল দেব বিঘ্নবিনাশন ॥
খর্ব্ব স্থূলতর তনু লম্বিত উদর ।
কুঞ্জর সুন্দর মুখ অতি মনোহর ॥
সিন্দূরে মণ্ডিত চারু গণ্ড সুলক্ষণ ।
চারি ভুজে শোভা করে অঙ্গদ কঙ্কণ ॥
মদগন্ধ গণ্ডস্থল অলিকুল সাজে ।
দন্তে বিদারিত অরি গণপতি রাজে ॥
মণি বিরাজিত চারু নব হিমকর ।
সহিত মুকুট জটা শিরের উপর ॥
মদগন্ধ গণ্ডস্থল শুণ্ড ত্রিনয়ন ।
মূষিকবাহন পীত বস্ত্র পরিধান ॥
তপস্বীর বেশ দেব লম্বিত চারু ভুজে ।
আগে আবাহন যারে করে শুভ কাজে ॥
গণেশের চরণ-সরোজ-মধু লোভে ।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে ॥

(জাগরণ ।)

ধানশী রাগ

প্রণমহো গণপতি গৌরীর নন্দন ।
শুভ বুদ্ধিদায়ক বিঘ্ন বিনাশন ॥ ধ্রু ।
খর্ব্ব স্থূল তরল তনু লম্বিত উদর ।
কুঞ্জর-সুন্দর মুখ অতি মনোহর ॥

সিন্দূরে মণ্ডিত অঙ্গ অতি সুশোভন।
চারি ভুজে শোভা করে অঙ্গদ কঙ্কণ॥
মদগলে গণ্ডযুগে নীরদল সাজে।
দন্তে বিদারি অরি সেনাপতি রাজে॥
দেবগণের অধিপতি মূষিকবাহন।
শুভ কাজে আগে যারে করি আবাহন॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে করে পদসেবা।
বিনি ওহা আরাধনে নাহি কোন দেবা॥
ভকতি প্রণতি স্তুতি করি একমন।
দ্বিজ মাধবে কহে বন্দনা রচন॥

(গঙ্গামঙ্গল।)

এখন এই বন্দনা হইতে আমরা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি, এই উভয় গ্রন্থ একই মাধবাচার্য্যের রচিত। চণ্ডীকাব্যে কবি আত্ম-পরিচয়-স্থলে এরূপ লিখিয়াছেন,—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলি যুগে রাম তুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চ গৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর।
যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥

তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান।
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতি তালভঙ্গ অন্য দোষ না নিবা আমার।
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥
সারদার চরণ-সরোজ-মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায়, মাধবাচার্য্যের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে ছিল। তাঁহার পিতার নাম পরাশর। তিনি ১৫০১শকে বা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন।* এই চণ্ডীকাব্য ও 'গঙ্গামঙ্গল' ভিন্ন তাঁহার রচিত 'দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান' ও 'ভাগবতের বঙ্গানুবাদ'ও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মাননীয় দীনেশ বাবু প্রকাশ করিয়াছেন।

---

* মাননীয় দীনেশ বাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ৩৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"কথিত আছে, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর (স্থানপুর) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থান এখন গোঁসাইপুর বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ, পিতার নাম পরাশর ও একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী।" দীনেশ বাবু তাঁহার এরূপ কথার সমর্থনকল্পে কোনরূপ প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। কবির নিজের উক্তির বিরুদ্ধে এরূপ প্রমাণহীন কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি না, তাহা পাঠকগণেরই বিবেচ্য।

'গঙ্গামঙ্গলে' মাধবাচার্য্যের কোন আত্ম-পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। উহার স্থানে স্থানে ভণিতায় কেবল এই পদটি দৃষ্ট হয় ;—

"চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্রচরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥"

'মহাপ্রসাদবৈভব' ও 'মাধববংশতত্ত্ব' প্রভৃতি পুস্তকে জানা যায়, মাধবাচার্য্য চৈতন্যদেবের পড়ুয়া ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। প্রাগুদ্ধৃত ভণিতা হইতেও মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার একটা বিশেষ সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

মাধবাচার্য্য হুগলী জেলাবাসী হইলেও চট্টগ্রামের সহিত সম্ভবতঃ তাঁহার কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল; কিন্তু সে সম্পর্ক কিরূপ, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। চট্টগ্রামের অনেকের বিশ্বাস, মাধবাচার্য্য তাঁহাদের স্বদেশেরই লোক। বস্তুতঃ এ দেশে তাঁহার এতই পসার-প্রতিপত্তি যে, এখানে ঘরে ঘরে তাঁহার "জাগরণ" পাওয়া যায় এবং পূজার সময় আজও সাদরে গীত হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী এ দেশে সাধারণ্যে একরূপ অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"গঙ্গামঙ্গল" আগের রচনা, কি "চণ্ডীকাব্য" আগের রচনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। "গঙ্গামঙ্গলের" শেষাংশ পাওয়া গেলে হয় ত এ সমস্যার মীমাংসা হইতে পারিত। আমাদের মনে হয়, তাঁহার চণ্ডীকাব্যই আগে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্য রচনার সময় কবি সম্ভবতঃ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। তাই ইহাতে "গঙ্গামঙ্গলে" প্রদত্ত "চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র-চরণ-কমল" ইত্যাদির মত কোন ভণিতা বা চৈতন্যদেবের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। "গঙ্গামঙ্গল" রচনার সময় যে তিনি বৈষ্ণবমতাবলম্বী

হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত ভণিতা হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

মাধবাচার্য্য একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাবান্ কবি। 'জাগরণ' ও 'গঙ্গামঙ্গলে' তাঁহার ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারই তুলিকার উপর রঙ ফলাইয়া কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী স্বীয় কাব্যগত চিত্রটি মাধবাচার্য্যাঙ্কিত চিত্রাপেক্ষা বেশী সজীব ও সুন্দর করিয়া গিয়াছেন। 'গঙ্গামঙ্গল' রচনায় কবি একবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এ জন্য তিনি অনেক সময়ে আত্ম-সংযম রক্ষা করিতে না পারিয়া একই কথা বিভিন্ন ভাষা, ছন্দ ও রাগ-রাগিণীতে বার বার বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাহাতে শ্রোতা ও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে, ভাবের বিহ্বলতায় তিনি এ আশঙ্কা পর্য্যন্ত করিবার অবসর পান নাই। বিবিধ ছন্দ ও রাগ-রাগিণীর ঝঙ্কারে ও নানা তথ্যের অবতারণায় পুথিখানি যেমন মনোজ্ঞ, তেমনই কতকটা একঘেঁয়ে ভাবও ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও পুথিখানি যে সুন্দর ও উপাদেয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

মাবধাচার্য্য সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সে জন্য তাঁহার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনই পাণ্ডিত্য-ব্যঞ্জক ; সুতরাং অনেক স্থলে কিছু দুরূহও বটে। এই পুথিতে আলোচনা-যোগ্য অনেক শব্দ ও বিভক্তি আছে। পরিশিষ্টভাগে আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব, বাসনা রহিল।

অতীব দুঃখের বিষয়, ৮১ পত্রের পর পুথিখানি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তারপর আর কতটি পত্র ছিল, ঠিক বলিবার উপায় নাই। তবে বক্তব্য বিষয়ের দিকে দেখিয়া বুঝা যায়, পুথির দুই চারি পত্রের

বেশী বিনষ্ট হয় নাই। শেষ পত্রে গ্রন্থের রচনাকালজ্ঞাপক "ইন্দু বিন্দু বাণধাতার" মত কোন পদ ছিল কি না, সে কথা জানিবারও কোন উপায় দেখি না।

পুথিখানি উভয় পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। লেখাগুলি অতি প্রাচীন ও জটিল ধরণের। অনেকগুলি অক্ষরের রূপ বিচিত্র। পুথিখানি এখন অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এত প্রাচীন পুথি আমার নিকট বড় বেশী নাই। হস্তলিপির বয়স ২০০ বৎসরের বড় ন্যূন হইবে বোধ হয় না। কাগজ একবারে তাম্রকূটপত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। সুবিধা থাকিলে এখানে একটি পত্রের ফটোগ্রাফ করিয়া অক্ষরাদির নমুনা প্রদর্শন করিতে পারিতাম।

পুথিখানি শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তাহা উপরে বলিয়াছি। তথাপি এরূপ একখানি অসম্পূর্ণ পুথি প্রকাশ করিলাম কেন, তৎসম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমি বহু দিন পর্য্যন্ত পুথির অনুসন্ধান ও সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত আছি,—অসংখ্য পুথিও আমার নয়ন-গোচর হইয়াছে; কিন্তু কোথাও আর একখানি "গঙ্গামঙ্গল" পাই নাই। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়েও এই পুথি পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালার অন্য কাহারও নিকটেও ইহা আছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। যে আদর্শ অবলম্বন করিয়া পুথিখানি প্রকাশিত হইল, তাহা একান্ত জরাজীর্ণ ভাবে বর্ত্তমান। তাহার এ জীর্ণ দেহ আর বেশী দিন রক্ষা করা যাইবে না। এই অবস্থায় অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহা প্রকাশ না করিলে পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে অচিরে ইহার চির-বিলুপ্তি ধ্রুব নিশ্চিত। মানুষের মত পুথির পুনর্জন্ম নাই। সুতরাং একবার লয় প্রাপ্ত হইলে তাহার আর পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও নাই। বিশেষতঃ মাধবা-

চার্য্যের মত কবির কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইতে দেওয়া কোনমতেই আমাদের উচিত নহে। এ সকল কথা ভাবিয়াই আমরা পুঁথিখানির অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাহা প্রকাশ করিয়া রাখা সঙ্গত মনে করিয়াছি। ইহার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে শতমুখে ধন্যবাদ দিতে হয়। পরিষদের কৃপা ব্যতীত এ দীন সম্পাদকের পক্ষে এই দুর্লভ পুথির সদ্গতি বিধান সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। পুথিখানি বহু দিন পূর্ব্বে আমার জনৈক বন্ধু শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয় চট্টগ্রাম—রোসাঙ্গিরী গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

একখানি মাত্র প্রতিলিপি অবলম্বন করিয়া কোন প্রাচীন পুথিরই সুষ্ঠুরূপে প্রচার করিতে পারা যায় না, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই অবগত আছেন। এই দুরূহ পুথির সম্পাদনে যে সকল ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা প্রধানতঃ উক্ত কারণেই বটে। কোন কোন ত্রুটি সম্পাদকের বিদ্যা-বুদ্ধির অল্পতা-প্রযুক্তও ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। সেরূপ স্থলে লাচারি স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

চট্টগ্রাম
৭ই আশ্বিন, ১৩২৩ সন

আবদুল করিম

ওঁ নমো গণেশায়।

ধানশী রাগ।

প্রণমহো গণপতি গৌরীর নন্দন।
শুভবুদ্ধিদায়ক বিঘ্নবিনাশন॥ ধ্রু॥
খর্ব্ব স্থূল তরল তনু লম্বিত উদর।
কুঞ্জর-সুন্দর মুখ অতি মনোহর॥
সিন্দূরে মণ্ডিত অঙ্গ অতি সুশোভন।
চারি ভুজে শোভা করে অঙ্গদ কঙ্কণ॥
মদ-গন্ধে গণ্ডযুগে নীরদল সাজে।
দন্তে বিদারি অরি সেনাপতি রাজে॥
দেবগণের অধিপতি মুষিক-বাহন।
শুভ কাজে আগে যারে করি আবাহন॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে করে পদ-সেবা।
বিনি-ওহা আরাধনে নাহি কোন দেবা॥
ভকতি প্রণতি স্তুতি করি একমন।
দ্বিজ মাধবে কহে বন্দনা রচন॥

পয়ার ।

পূর্ব্বে শৌনক আদি মুনি এক স্থানে ।
গঙ্গার প্রসঙ্গ কৈল শুক বিদ্যমানে ॥
কহ কহ অএ সূত পূর্ব্ববিবরণ ।
কোনরূপে দ্রবরূপী হৈলা নারায়ণ ॥
কোন মতে ভরিল নীর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।
কোন মতে ব্রহ্মাণ্ড ভাগি (ভাঙ্গি) পড়িল শিখরে ॥ ১০
কোন মতে ভগীরথে আনিলা নারায়ণী ।
পৃথিবী পবিত্র কৈলা সেই মন্দাকিনী ॥
এ সব পাবন কথা কহ মহাশয় ।
গঙ্গার প্রসঙ্গ সুনি ভক্তি অতিশয় ॥
এথেক সুনিয়া সূত মুনির সাক্ষাতে ।
কহিতে লাগিলা পূর্ব্বকথা সাবহিতে ॥
সাধু প্রসঙ্গ কথা করিয়া মুনিগণ ।
জে কথা শ্রবণে পবিত্র হএ তিন জন ॥
জেবা বোলে জেবা সুনে হইয়া একচিত্তে ।
সকল পবিত্র হএ গঙ্গার চরিত্রে ॥ ১৫
সহস্র যোজন হোতে গঙ্গা আইলা শিব-জটে ।
সুনিলে আপদ নাশে বিঘ্ন তার খণ্ডে ॥
গঙ্গা জাইবার মনে করে অভিলাস ।
সেই ত কারণে তার হএ স্বর্গবাস ॥
গঙ্গা দেখিবারে শ্রদ্ধা করে জেই জন ।
পদে পদে অশ্বমেধ পাএ ততক্ষণ ॥

গঙ্গাএ মরিতে জদি ভাবে দৃঢ়চিত্তে।
পথেত মরএ জদি মুক্তি সহসাতে॥
অন্য দেশে মৈলে অস্থি গঙ্গাএ জার মর্জ্জে।
বিষ্ণুলোকে গিয়া সেই নানা সুখ ভুঞ্জে॥ ২০
দেখিলে মুকুতি গঙ্গা স্নানে কথ ফল।
কার শক্তি বলিবারে পারে এ সকল॥
এতেক কহিঞা সুত মুনির সাক্ষাতে।
বিশেষ করিয়া সুন সাবহিতে॥
সুনহ ভকত জন হইয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—o—

মল্লার রাগ।

সুনিয়া শিবের মুখে গান।
ভাবে আবেশ ভগবান্॥
দ্রবরূপে উনাইল শরীর।
সেইত কারুণ্য মহানীর॥ ২৫
ব্রহ্মাণ্ড ভরিলা প্রজাপতি।
তাতে গঙ্গা হৈলা উত্পতি (উৎপত্তি)॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছিলা ব্রহ্মলোকে।
দেখিতে না পাএ কোন লোকে॥
বলি রাজা ছলিলা বামন।
তিন পদে যুড়িলা ত্রিভুবন॥
এক পদ উঠিল আকাশে।
সেই পদ ব্রহ্মাণ্ড পরসে॥

ফুটিল ব্রহ্মাণ্ড সেই নখে।
সেই পথে আইলা ব্রহ্মলোকে॥
সুমেরু-শিখরে নারায়ণী
তথাএ গঙ্গা হৈলা মন্দাকিনী।
বলিব সগর নামে রাজা
সূর্য্যবংশে হৈল মহাতেজা।
বলি অশ্বমেধের কারণ
অশ্ব এড়ে করিয়া বরণ।
ষাটি সহস্র কুমার সংহতি
ব্রহ্মশাপে হৈল অধোগতি।
অশ্ব আনিল অংশুমানে
মুনি স্থানে পাইঞা বরদানে।
কপিল মুনি করিলা আদেসে
স্বর্গে জাইব গঙ্গার পরসে।
তথির কারণে ভগীরথ
তপ কৈলা ভরি মনোরথ।
হিমালয় দক্ষিণ শিখরে
তথাএ তিন দেব সেবা করে।
তিন দেবে দিলা তারে বর
সেই কথা কহিব সকল।
পাইল গঙ্গা সুমেরু-শিখরে
পড়িলা গঙ্গা মহেশের শিরে। ৪০
জট হোতে পড়িলা পর্ব্বতে
গড়িয়া আইলা পৃথিবীতে।

একে একে কহিব সকল
পৃথিবীর হইল মঙ্গল।
ভস্মশেষ সগর-তনয়
গঙ্গার পরসে বৈকুণ্ঠ-নিলয়।
পাঞ্চালী প্রবন্ধ অনুসারে
দ্বিজ মাধবে ভণে লোক তরিবারে।

—০—

পয়ার।

সুরলোক বিষ্ণুলোক শিবলোক পাশে।
তাহার উপরে দিব্য গৌরীলোক আছে॥ ৪৫
তাহার উপরে গোলোক নামে পুরী।
তথাএ আপনি প্রভু দেব শ্রীহরি॥
পরম আনন্দরূপ অতি অনুপাম।
সুবলী (যুবতী ?) মোহন প্রভু শুদ্ধ অনুধাম (?)॥
লাবণ্যগরিমা বেশ মদনমোহন।
ঈষৎ কটাক্ষে যার কাম্পে ত্রিভুবন॥
নিমেষেকে ত্রিভুবন অব্যাহত গতি।
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু আপনা শকতি॥
জথ স্ত্রী আছএ তথা লক্ষ্মী অবতার।
অপর পুরুষ সব বিষ্ণু অবতার॥ ৫০
জগ লোক তথা বৈসে প্রতি নারায়ণ।
অপূর্ব্ব গোলোক-সভা ন জাএ বর্ণন॥
জথ কথা কহে লোক সব তথা গান।
নাচিতে নাচিতে সব করেন পয়ান॥

জথ বৃক্ষ আছে তথা সব কল্পতরু।
সফলি ত সর্ব্বকাল বাঞ্ছা ফল চারু॥
চিন্তামণিময় ভূমি সেই ত ভুবন।
ডিঘি সরোবর জথ পূর্ণিত সঘন॥
নানা বাদ্য সঘন আনন্দ উত্তরোল।
রসের আবেস সব আন নাহি বোল॥ ৫৫
শতে শতে সুরভি গাভী তথা চরে।
যার দুগ্ধে ক্ষীরোদসাগর নদী ভরে॥
সেই শ্বেতদ্বীপ নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে।
গোলোক করিয়া খ্যাতি সকল সংসারে।
ত্রিভুবনে তাহার তুলনা দিতে নাই।
পরম আনন্দপুরী আছএ গোসাঞি॥
সর্ব্ব ঋতু এক কালে বহে নিরন্তর।
পুণ্য সুগন্ধি গন্ধ বহে মনোহর॥
বংশীশব্দ তথাত বাজএ নিরবধি।
সঘন আনন্দময় সুখ অবিরোধি॥ ৬০
দিবানিশি নাহি তাত সঘন প্রকাশ।
জ্যোতির্ম্ময় পুরীখান জলন্ত হুতাশ॥
মুর্ত্তিমন্ত হইয়া সব পক্ষিগণ আছে।
পরম পাবন স্তুতি করে চারি পাসে॥
মৃণাল পঙ্কজ আদি পুষ্প নিত্য ফুটে।
বিনি সুতে পুষ্পমালা আপনে হি উঠে॥
ভুবন-পাবন কথা পরম-কারণ।
দ্বিজ মাধবে কহে গোবিন্দ শরণ॥

পটমঞ্জরি রাগ।

জাতি তাল।

গোলোকের কথা সুন জথা প্রভু ভগবান
আদি পুরুষ নিরঞ্জন।
চিন্তামণি পাথর বিচিত্র প্রাসাদ ঘর
জেন সোভে সূর্য্যের কিরণ ॥ ধ্রু ॥ ৬৫
চারি ভিতে লক্ষ লক্ষ শোভিছে কলস বৃক্ষ
বিচিত্র নির্ম্মাণ সেই পুরী।
বিচিত্র আওয়াস পাশে হেম-মণি পরকাশে
অপূর্ব্ব অমর-মনোহারী ॥
এক লক্ষ লক্ষ্মী যারে সম্ভ্রমে সেবন করে
পারিষদ সঙ্কেত অপার।
কোটী কোটী কাম-ভুপ জিনিয়া মোহন রূপ
আপনি সুরভি রাখোআল ॥
নীল উৎপল-দল জিনি শ্যাম মনোহর
রতন-ভূষণ অনুপাম।
কমল-যুগল কান্তি ভ্রু ভ্রমর-পাতি
বহু অবতংশ গুঞ্জদাম ॥
আলোল কুন্তল হার সুশোভিত বনমাল
অঙ্গদ বলয়া মণিময়।
কেলি-কলা-রস রভস বিলাস
অভিনব ভাব উদয় ॥
জ্ঞান আনন্দময় সর্ব্ব জীব আশ্রয়
সবের মনেত অভিলাসী।

লীলাএ ভুবন জন সেই করে বাঞ্ছন
অনুক্ষণ বিপদবিনাশী ॥
এই মতে গোলোক-বাসে পরম পুরুষ আছে
গোবিন্দ তিন লোকের পতি ।
ব্রহ্মা মহেশ্বর ইন্দ্র আদি অনুচর
দেখিবারে গেলেন সংহতি ॥
অপূর্ব্ব সে সব কথা দেখিল গোলোক তথা
সাক্ষাতে সে সব দেবগণ ।
প্রভুর সে সব রূপ দেখিয়া পরম সুখ
করজোড়ে করেন স্তবন ॥
প্রভুর নিকটে গিয়া মনে সাবহিত হৈয়া
সমুখে রহিলা একমনে ।
দেখিয়া দেবতাগণ হরসিত হৈয়া মন
মাধবে এহ রস গানে ॥

—০—

পয়ার ।

সমুখে রহিয়া ব্রহ্মা করেন স্তবন ।
করজোড়ে চতুর্ম্মুখে পরম পাবন ॥
নির্গুণ নির্লেপ তুহ্মি আদি নিরঞ্জন ।
সৃজন পালন ক্ষয় তুহ্মি সে কারণ ॥
তিন গুণে তিন দেব কৈলা নিযোজন ।
সত্ত্ব রজ তম গুণ এই তিন ভুবন ॥
তোমার লোচনরূপ চন্দ্র সূর্য্য তারা ।
শ্রবণ অনিল দশ দিগ বাহু শিরা ॥

পদতল পৃথিবী নাভি বক্ষস্থল।
গর্ব্ভোদক নদী সপ্ত সাগরের জল॥
অনন্ত মূরতি তোহ্মার মহিমা অপার।
অক্ষয় অব্যয় তুহ্মি পুরুষ আকার॥
প্রকৃতি তোহ্মার নারী তাহাতে সংহার।
পুরুষ প্রকৃতি হইয়া করসি বিহার॥ ৮০
নিত্য নূতন তুহ্মি সভার প্রধান।
দৃশ্য অদৃশ্য সেহ দেখি বিদ্যমান॥
অতি স্থূলতনু তুমি সূক্ষ্ম অতিশয়।
সর্ব্বব্যাপক তুহ্মি সিদ্ধি যোগময়॥
অনন্ত-শয়নে গোসাই শয়ন তোহ্মার।
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডেত তোহ্মার বিহার॥
গোলোক সুরলোক সব তোহ্মার লীলাএ।
নানা বর্ণে আছ তুহ্মি আপনা ইচ্ছাএ॥
নানা রঙ্গে ক্রীড়া কর শুদ্ধ সত্ত্বধাম।
প্রলয় উৎপত্তি সব তুহ্মি পরিণাম॥ ৮৫
উপমাযোগ্য কিছু নাহিক সংসারে।
তোহ্মার তুলনা প্রভু তোহ্মার শরীরে॥
এথেক স্তবনা ব্রহ্মা করিলা তখন।
সদয় হইলা তবে প্রভু নিরঞ্জন॥
হাসিআ ত ভগবান ব্রহ্মারে ত রাখি।
তার পাশে মহাপ্রভু মহেশেরে দেখি॥
তার তরে আদেশ করিলা ভগবান।
আহ্মার সাক্ষাতে তুহ্মি কর কিছু গান॥

শুনিয়া প্রভুর বাণী সবিস্মিত মন ।
প্রভুর সে সব আজ্ঞা ন জাএ খণ্ডন ॥ ৯০
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল ।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল ॥

পয়ার ।

ব্রহ্মার সহিতে শিব করহে যুকতি ।
মহামায়া আদি তথা জথেক শকতি ॥
কেহ্মতে করিব গান প্রভুর সাক্ষাতে ।
বড় পরমাদ হেতু বোল সাবহিতে ॥
শুনিয়া শিবের কথা তখনে বিধাতা ।
ভাবিয়া বোলেন কিছু জগতের পিতা ॥
শুদ্ধ সত্ত্বধাম প্রভু নির্লেপ শরীর ।
তোহ্মা (তোহ্মার) গায়নে প্রভু হইবেন অস্থির ॥ ৯৫
ননীর পোতলি তনু কোমল অতিশয় ।
আপনার ভাবে প্রভু হইবেন দ্রবময় ॥
ওঁকার পুরিয়া শিব করিলা আলাপ ।
অল্পে অল্পে আলাপিয়া রাখিলা কলাপ ॥
শুনহ ভকত জন হইয়া একচিত ।
চৈতন্য-চরণে দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

—০—

মহামায়া সহিতে ব্রহ্মা করেন যুকতি ।
প্রভুর বক্ষেত গিয়া কর তুহ্মি স্থিতি

আপনার ভাবে প্রভু হইবেন বিভোল।
তখনে রাখিলা প্রভুর অঙ্গে দিয়া কোল॥ ১০০
হেন মত যুকতি করিয়া নিশ্চয়।
প্রভুর সাক্ষাতে আইলা নির্ভয়॥
পুনরপি আজ্ঞা প্রভু করিলা বিশেষে।
আহ্মার সাক্ষ্যাতে গায়ন কর উচ্চস্বরে॥
আর সবের গায়নে আহ্মাতে নাহি ভাসে।
তোহ্মার গায়ন স্থনিবারে বড় ইচ্ছা আছে॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা দেব ত্রিলোচন।
পঞ্চ ওঁকার পুরিলা তত ক্ষণ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥ ১০৫

—o—

পঞ্চম রাগ।

গ্রঅতি (?) তাল।

শিবে যদি ওঁকার পুরিলা পঞ্চমুখে।
পরম আনন্দে প্রভু শুনিলেক স্থখে।
পুরিল আলাপ পঞ্চস্বরে।
প্রভুর গুণ গাএন মনোহরে॥
শিঙ্গা ডমুরু ঘন তাল।
বহু বিধি যন্ত্র বিশাল॥ ধ্রু॥
গোলোক পুরিলেন্ত গানে
শব্দ ব্রহ্ম সাক্ষাতে সেখানে।

শুনিয়া শিবের মুখে গান
তবে আবেস ভগবান। ১১০
আপনা ভাবে আপনে বিভোল
আনন্দে বহিছে হিল্লোল।
পরম শুদ্ধ তনু নির্ম্মল
অন্তরে পুরিল প্রেমজল।
ধারা বহে প্রতি লোমকূপে
প্রভুর শরীর নীররূপে।
ঘৃত জেন করিল আকার
উনাইল দ্রব মাত্র সার।
দশ দিগে বহি জাএ ধারা
অক্ষয় অব্যয় অবিকারা। ১১৫
উর্দ্ধে অধে ধাএ দশ দিশে
দ্বিজ মাধবে রস ভাসে।

—০—

গুঞ্জরী রাগ।

জতিতা (?) তাল।

সাক্ষাতে হইলা মহামায়া
পরস করিলা নিজ কায়া।
আপনি প্রভু নিজ পতি
প্রভুর অঙ্গে করেন বিভক্তি।
ভাব সম্বর জগদীশ
গুণ গাএন আপনে মহেশ।

প্রেম ভাব কর অবকাস
* * * । ১২০
প্রভুর অঙ্গ তেজিয়া অভআ
অবিরত বোলে ডাকিয়া ।
ভাব সম্বর প্রভু হরি
হের দেখ তোহ্মার নিঁজ পুরী ।
এক লক্ষ লক্ষ্মী তোহ্মার
নানা রঙ্গে করসি বিহার ।
তুহ্মি ত সকল রসময়
সুখ ভাব তোহ্মাতে আশ্রয় ।
অশেষ প্রকারে ভগবতী
করজোড়ে করেন মিনতি । ১২৫
কি কৈলা নানা প্রকারে
দ্বিজ মাধব পরিহারে ।

—০—

শ্রীগান্ধার ।

একতালি ।

প্রভুর ভাবেতে সর্ব্ব জীবেতে ভাব হৈল ।
পরম আনন্দ সুখে প্রেম উথলিল ॥ ধ্রু ॥
যার প্রেমভাবে শিব ভাবেতে বিভোল ।
আনন্দ-সাগরে জেন বহিছে হিল্লোল ॥
তবে দেব প্রজাপতি প্রভুর আদেশে ।
পারিষদগণ কান্দে করুণাবিশেষে ॥

সুরভি সকল কান্দে বৎস সহিতে।
একদৃষ্টি হইয়া চাহে প্রভুর সাক্ষাতে ॥ ১৩০
লক্ষ্মী সকল কান্দে প্রেমে আকুলী।
সর্ব্বজীব হৈল জেন ননীর পোতলি ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি কান্দিছে সকল।
সরস হইল সব কাষ্ঠ পাথর ॥
প্রেম-আনন্দ-রসে ভাসিল সংসারে।
দেবলোকে এক ধ্বনি জয় জয়কারে ॥
প্রভুর এমন ভাব দেখিয়া শঙ্কর।
অল্পে পরিচ্ছেদ করে স্নান মনোহর ॥
বুঝহ রসিক সব প্রেমের সম্ভব।
দ্বিজ মাধবে কহে এই ধন লাভ ॥ ১৩৫

—০—

বরাড়ি রাগ।

দশকুসি তাল।

পারিষদ চারি ভিতে স্তুতি করে জোড়হাতে
এ রূপ সম্বর ভগবান।
আপনার প্রেম-ভাবে আপনি ভোলহ তবে
কে আর করিব অবধান ॥
সকল তোহ্মার সৃষ্টি আপনি ত দেয় দৃষ্টি
তিন গুণে তুহ্মি সে ঈশ্বর।
এ সব তোমার মায়া বিমোহিত নিজ কায়া
নিজ গুণে কর তুহ্মি ভর ॥

লক্ষ্মী সকল পাশে বিকলি হইতে আছে
আপনি প্রভু কর অবগতি।
আত্মদৃষ্টি কর মন প্রেমে আনন্দ ঘন
ভাব সম্বর শ্রীঅপতি॥
শুনিয়া এ সব বাণী শ্রীনিবাস আপনি
বিরক্ত হইলা নিজ গানে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে চমকিত হৈলা মনে
দ্রবরূপ দেখিআ তখনে॥
সেইত কারুণ্য-জল ভরিল গোলোক স্থল
রহিলেক নাহি অবকাশ।
কমণ্ডলু করি হাতে ভরিল সকল তাতে
প্রজাপতি মনে অভিলাস॥ ১৪০
কমণ্ডলু ছিল হাতে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিল তাতে
উপর ব্রহ্মাণ্ড সেই হইলা।
দেখিলা প্রভুর রীত সবে হৈলা হরসিত
রাখিবারে উপায় সৃজিলা॥
পাইয়া ত দ্রবনিধি প্রভুরে বোলেন বিধি
কি করিমু আজ্ঞা কর মোরে।
পরম জতনে জল রাখিলেন্ত সকল
মুদিয়া আপনা নিজ পুরে॥
বিদায় করিয়া হর পাইয়া ত সেই জল
ব্রহ্মা আদি সে সব দেবতা।
শুনহ ভকত সব গাএ দ্বিজ মাধব
গঙ্গামঙ্গল রস-গাথা॥

পয়ার।

সেই কারুণ্যনিধি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
লইয়া আইলা ব্রহ্মা আপনার পুরে॥
বিষ্ণুর শরীর কারুণ্য-জলনিধি।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হস্তে লইলেক বিধি॥
শুভ ক্ষণে শুভ দিন হৈল শুভ তিথি।
শুভ সংযোগ-কাল শুভ যোগ স্থিতি॥
হেন কালে দেবরূপ হৈলা নিরঞ্জন।
ব্রহ্মস্বরূপ নীর পরম কারণ॥
বিশ্বম্ভর হৈলা নীর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
রহিতে না পারেন ব্রহ্মা অতিশয় ভরে॥
তাহা হোতে খসিয়া পড়িল সেইখানে।
মহাভয় পাইয়া ব্রহ্মা স্তবিলা তখনে॥
প্রকৃতিস্বরূপা দেবী তুহ্মি নারায়ণী।
দ্রবরূপে বিষ্ণু-দেহে সংসার-তারিণী॥
প্রভুর আজ্ঞাএ তোমা নিব নিজ পুরী।
বিলম্ব না কর মাতা চল সুরেশ্বরি॥
অনন্ত-মুরতি তোহ্মার মহিমা অপার।
বিশ্বম্ভরারূপী মাতা হও নির্ব্বিকার॥
এবেক ব্রহ্মার স্তুতি শুনিয়া তখন।
সাম্যরূপা হইয়া চলিলা তখন॥
শিরেত করিয়া ব্রহ্মা লইলা সেই জল।
তখনে মানিলা দেহ হৈল সাফল॥

অন্তরীক্ষে গতি ব্রহ্মা জাএন অলক্ষিতে।
চারি মুখে স্তুতিপাঠ করেন সাবহিতে॥ ১৫৫
সত্যলোকে গেলা ব্রহ্মা অব্যাহতগতি।
অশেষ বিশেষ পূজা করএ প্রণতি॥
দেব ঋষি ব্রহ্ম ঋষি আইলা সকল।
জয় জয় ধ্বনি উচ্চারিয়া পঠন্তি মঙ্গল॥
আনন্দ-হিল্লোল হৈল ব্রহ্মার ভুবনে।
পরম কারণ ব্রহ্মাণ্ড দরশনে॥
ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া সবে করেন প্রণাম।
উদ্দেশে করেন স্তুতি অতি অনুপাম॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥ ১৬০

—০—

পয়ার।

এই মতে কারুণ্য-নীর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
লইয়া আইলা ব্রহ্মা আপনার ঘরে॥
বিষ্ণুর শরীর কারুণ্য-মহানীর।
ব্রহ্মাণ্ডেতে নীর বাড়িছে গম্ভীর॥
জেন মতে বাড়ে নীর শত শত গুণে।
তেন মতে ব্রহ্মাণ্ড বাড়িছে পরিমাণে॥
ব্রহ্মলোক উপরেত সুমেরু-শিখরে।
তথাএ রাখিলা ব্রহ্মা আপনার পুরে॥
তথাএ সকল লোক নিতি করে স্তুতি।
দেখিতে ন পাএ কেহো পরম ভকতি॥ ১৬৫

সেই ত কারুণ্য-নীর সম্ভার বন্দিত।
জানিয়া দেবতাগণ হইলা আনন্দিত॥
এই মতে ব্রহ্মনীর রৈল ব্রহ্মলোকে।
ব্রহ্মার সদন হৈল পরম কৌতুকে॥
ভুবনপাবন কথা পরম নির্ম্মল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

মল্লার রাগ।

ব্রহ্মার সদন অপূর্ব্ব ভুবন
সুমেরু-শিখর উপরি।
চারি বেদ-ধ্বনি চৌদিগ ভরি শুনি
পরম ব্রহ্মময় পুরী॥ ধ্রু॥
হংস-বাহন অপূর্ব্ব বিমান
সকল দেবের জোগান।
ব্রহ্মার চারি পাশে ব্রহ্মরূপ বেশে
করিছন্ত বেদ বাখান॥ ১৭০
দিব্য ভূষণ উত্তম বসন
দিব্য যজ্ঞসূত্রধারী।
নির্ম্মল আসন নির্ম্মল দরশন
পুরী সব ব্রহ্মচারী॥
নির্ম্মল জল জল স্থল নির্ম্মল
(নির্ম্মল ?) কমল প্রকাশে।
রাজহংসগণ অপূর্ব্ব গমন
মৃণাল খাএ অভিলাসে॥

নাহি দিবা রাতি পরম সুখে অতি
পরম ব্রহ্ম অনুধ্যান।
স্বধর্ম্ম ব্রাহ্মণ মন্ত্র করে অনুক্ষণ
সে পুরীত হরিস পয়ান॥
একে সে ব্রহ্মলোক নাহি যার দুঃখ শোক
সর্ব্বদাএ আনন্দ-মঙ্গল।
বিষ্ণুর স্রবরূপ
পরসিলে হোস্ত উঝল॥
জয় জয় ধ্বনি অনিবার শুনি
আনন্দ ব্রহ্মার ভুবনে।
পরম অভিলাসে ব্রহ্মলোকে বৈসে
মাধবে এহ রস গানে॥ ১৭৫

—০—

পয়ার।

পূর্ব্বে ব্রহ্মার মরীচি মহামুনি।
তার পুত্র প্রধান জে কশ্যপ মহামুনি॥
দিতি অদিতি আর প্রধান দুই নারী।
দিতির উদরে দৈত্য হৈল সুর অরি॥
আদিত্য ইন্দ্র আদি অদিতি-উদরে।
হিরণ্যকশিপু পুত্র দিতির কুমারে॥
হিরণ্যকশিপু পুত্র হইল পরাদ (প্রহ্লাদ)।
তার পুত্র বিরোচন বড়হি প্রমাদ॥
তার পুত্র বলি নামে হৈল মহাবলী।
ইন্দ্র আদি দেবগণ লজ্জিল সকলি॥ ১৮০

জিনিল দেবতাগণ হরিল বিষয়।
আপনি ত ইন্দ্র হইলা পরম বিস্ময় ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ বড় ভয়ঙ্কর।
প্রমত্ত হইয়া বলি লঙ্ঘিল সকল ॥
অদিতির কুণ্ডল আদি নিলেক হরিয়া।
দেবতারে হিংসা করে প্রমত্ত হইয়া ॥
ইন্দ্র মাএর কুণ্ডল লাগি অনেক মনদুঃখী।
কশ্যপের স্থানে গেলা সভার দুঃখ দেখি ॥
কহিল সকল কথা বাপ বিদ্যমানে।
জানেন সে সব কথা কশ্যপে আপনে ॥ ১৮৫
জথ দুঃখ পাএ ইন্দ্র বলির কারণে।
দ্বিজ মাধবে কহে মুনির সম্ভাষণে ॥

—০—

পয়ার।

ইন্দ্রের সে সব কথা শুনিয়া মুনিবর।
মনদুঃখী হইয়া কিছু দিলেন্ত উত্তর ॥
যার জেই অধিকার দিলেন্ত ঈশ্বর।
সেই সব অধিকারে কর গিয়া ঘর ॥
বলির শকতি তোহ্মা কি করিতে পারে।
প্রবল হইয়া তুহ্মি রহ গিয়া ঘরে ॥
এথেক মুনির কথা শুনিয়া সাক্ষাতে।
যুদ্ধ করিবারে জাএ বলির সহিতে ॥ ১৯০
সাজ সাজ দেবগণ পড়িল ঘোষণা।
হইল তুমুল শব্দ অশেষ বাজনা ॥

রথ রথী সারথি সাজিল দেবগণ।
সুরপুরে বলি সঙ্গে করিবারে রণ॥
এথেক শুনিয়া তবে কাম্পে বলিরাজ।
সাজিয়া চলিয়া জাএ সুরপুর মাজ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

ধানশী রাগ।

বড় বড় লস্কর সাজিল ধরে ঘর
রথ অশ্ব করিয়া জোগান।
অমর-সমর-মাঝে সুর-বল-দল রাজে
সবে চলে করিয়া পয়ান॥ ১৯৫
পাইকের চোয়রি তাল শতে শতে উরে মাল
দোসর নূপুর বাজে পাএ।
সিংহের বিক্রমে চলে খাণ্ডাএ ঝকমক করে
বিদ্যাধর সবে আগে ধাএ॥
সাজিলেক বলি রাজা সংগ্রামেত মহাতেজা
সুরপুরে পরম হরিসে।
হস্তী ঘোড়া রথ বল রহিবারে নাহি স্থল
নিজগণ ধাএ চারি পাসে॥
তর কচ অস্ত্র জত তাহা বা কহিব কথ
দিব্য ভূষণ শোভে অঙ্গে।
চড়িয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে ঘন ঘন কোপদৃষ্টে
ধাএ আসোয়ার সব সঙ্গে॥

হাতীর উপর মাহুত চড়ে অঙ্কুশ বিশাল করে
হলকা হলকা স্থানে স্থানে।
ঘঠাউর মাল বাজে দার মসা দামা সাজে
ইন্দুভিত রণ বিশাল॥
সৈন্য চলে কোটী কোটী তোরপার করে মাটি
ধ্বজ উড়ে আকাশমণ্ডল।
চলিলেক মহাভাগে দেখিয়া চমক লাগে
প্রতাপেত পলাএ সকল॥ ২০০
সর্ব্ব সৈন্য তোলাইয়া বলি রাজাএ ধাইআ
সুরপুরী বেড়িল সকল।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা দেবীর মঙ্গল॥

—০—

পয়ার।

এই মতে দুই সৈন্য হৈল হুলস্থুল।
দেবতা অসুরে যুদ্ধ বড়হি নিঠুর॥
ঐরাবতে চড়ি আইলা দেব সুরেশ্বর।
দিব্য বিমানে চড়ি বলি নৃপবর॥
আর সব দেবতা অসুর দুই জন।
সাজন করিয়া জাএ করিবারে রণ॥
এই মতে দুই সৈন্য হৈল দেখাদেখি।
বলি ইন্দ্র দুই জনে করে ডাকাডাকি॥ ২০৫
বলি বোলে ইন্দ্র তোর কিসর (কিসের) অধিকার।
ছাড়ি জাও অমরাপুরী না পাইবা আর॥

ইন্দ্র বোলে বলি রাজা তোর নাহি দায়।
দেব-অধিকার সব আমার বিষয়॥
অসুরের রাজাএ ন পাএ দেব অধিকার।
কেমতে নিবারে পার বিষয় আমার॥
এই মতে ডাকাডাকি করি দুই জন।
অস্ত্র হাতে দুই জনে করিতে আইলা রণ॥
চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥ ২১০

—০—

পয়ার।

দুই (সৈন্য) অমরা পুরে করে মহারণ।
যুগল মুদ্গার হাতে করে বরিষণ॥
বলি রাজাএ অস্ত্র মারে দারুণ প্রহারে।
ইন্দ্র অঙ্গে ঠেকি অস্ত্র উফরিয়া পড়ে॥
ইন্দ্রে মারিলা অস্ত্র বলির হৃদয়।
সহিয়া ত জুঝে বলি পরম নির্ভয়॥
ঐরাবত মাথে ছেল মারে বলিরাজা।
বড় কোপে জলে ইন্দ্র অতি মহাতেজা॥
ছেল শক্তি জাঠি মারে মুষল মুদ্গার।
কুলিশ কুঠার অস্ত্র করই প্রহার॥ ২১৫
মহাকাল ভিন্দিপাল অঙ্কুশ বিশাল।
ডাঙ্গ-ডাবুস অস্ত্র পরিঘ বিশাল॥
চক্র পাশ ধুমকেতু বরিষে পর্ব্বত।
বায়ুবেগে এড়িলেক অস্ত্র পাশুপত॥

মাহেন্দ্র গরুড় অস্ত্র অসি জ্বালামুখী ।
পাশুপত রাক্ষস অস্ত্রে কিছু নাহি দেখি ॥
দেবতা অসুরে যুদ্ধ হইল বিশাল ।
অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি করে মহামাল ॥
অর্দ্ধচন্দ্র শিলীমুখ ক্ষুর অস্ত্র আর ।
দুর্জ্জয় বিজয় অস্ত্রে করে চুরমার ॥ ২২০
এই মতে দুই সৈন্য করে মহারণ ।
প্রলয়-কালেত যেন ঘোর দরশন ॥
অশেষে বিশেষে ইন্দ্র করিয়া সংগ্রাম ।
পলাইআ দেবগণ গেলা নানা স্থান ॥
একাকী হইআ ইন্দ্র ভাবেন তখন ।
জিনিতে নারিল বলি বড়ই দুর্জ্জন ॥
হারিআ ত দেবরাজ ছাড়ে সুরপুরী ।
আপনার বলে বলি হইলা অধিকারী ॥
বলেত হারিয়া ইন্দ্র হৈলা (হইলা) বিকল ।
পলাইয়া গেলা জথা কশ্যপের স্থল ॥ ২২৫
মুনির চরণে দুঃখ কৈলা বিজ্ঞাপন ।
জেন মতে কৈল যুদ্ধ বলি দুষ্ট জন ॥
চৈতন্য-চরণযুগ ভাবিয়া নির্ম্মল ।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল ॥

—০—

কর্ণাট রাগ।

দশকুসি তাল।

করিয়া প্রণতি স্তুতি বোলেন অমরাপতি
শুন গোসাঞি দেব-অধিকারী।
তোমার আদেশ পাইয়া আছিলুম ইন্দ্র হইয়া
বলি রাজা লভিবলসেই পুরী॥
করিয়া বিষম কাজ দেবতাকে দেহি লাজ
ইন্দ্র হইয়া আছে সুরপুর।
ছাড়াই অমরাপুরী দেবতারে করে ধারী
পলাইআ জাই অতি দূরে॥
রথ ছাড়ি দেবগণ ভূমিপদ গমন
হৃদে শোক বাড়ে নিরন্তরে।
মহাবল পরাক্রম নাহিক তাহার সম
সমরে না পারি জিনিবারে॥ ২৩০
মাএর কুণ্ডল হরে জাতি বুদ্ধি হিংসা করে
দেবতারে তৃণ হেন মানে।
তোহ্মার তনয় হইয়া দুঃখ শোক পাইয়া
স্বর্গ ছাড়ি থাকিব কেমনে॥
সকল তোমার সৃষ্টি জাকে কর শুভদৃষ্টি
সেই সে সকল বল ধরে।
অসুরেরে দিলা বল হরিল অমরাস্থল
আম্মারা রহিব কোন পুরে॥
ইন্দ্রের করুণা শুনি কশ্যপ পরম মুনি
মনে মনে ভাবেন কারণ।

অসুর-বংশেত বৈরী কেমতে বধিতে পারি
ধ্যান করি জানিলা তখন ॥
ধ্যানে জানিলা হেতু আপনি ত ধর্ম্মসেতু
অবতার হইব নিশ্চয় ।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গামঙ্গল রসময় ॥

—০—

ইন্দ্রের করুণাএ কশ্যপ মহামুনি ।
ভাবিয়া বোলেন মুনি প্রবোধ কিছু বাণী ॥ ২৩৫
দৈত্য হইয়া জন্মিল পুত্র অদিতি-উদরে ।
তার বংশে জন্মিল সেই বলি মহাসুরে ॥
আপনার সৃষ্টি আপনে কি করিব ।
তোমার বিষয় কার্য্য কেমনে রাখিব ॥
পূর্ব্বে আরাধনা দুহে করিলা ঈশ্বরে ।
দেবতা হইব সব পুত্র-পরিকরে ॥
ইন্দ্র আদি (দেব) গণ হইল তনয় ।
সুরপুর আদি করি দিলা ত বিষয় ॥
এখনে বলি রাজা হৈল তোমার বৈরী ।
বিনি প্রভু আরাধনে না ঘুচিব অরি ॥ ২৪০
অদিতি করউক তপ হইয়া একমন ।
প্রভুরে করেন স্তুতি তপ আরাধন ॥
পূর্ব্ব তপস্যা হেতু জানিয়া ঈশ্বর ।
বিদ্যমান হইয়া প্রভু তারে দিলা বর ॥

কোন বর মাগিবেক প্রভুর গোচর।
পুত্র বর দিব (দিল ?) প্রভু দেব গদাধর॥
বলির সে সব কথা কৈল মহামুনি।
অদিতির দুঃখ প্রভু জানিব (জানিলু ?) আপনি॥
চৈতন্য-চরণযুগ ভাবি একমনে।
দ্বিজ মাধবে কহে মুনি-সম্বাদনে॥ ২৪৫

—o—

পয়ার।

মুনির এথেক বাক্য শুনি দেবরাজ।
মাএর নিকটে গিয়া কহিলেন্ত কাজ॥
সে সব কারণ কথা কহি(ল) সকল।
শুনিয়া অদিতি তপে চলিলা সত্বর॥
তপোবনে গিয়া দেবী তপ আরাধন।
নিরাহারে করে তপ পরম কারণ॥
বর্ষা বাত সঘর্ম্ম শীত তাপিত।
সহিয়া ত তপ করে পরম পিরীত॥
শ্বাস শোধন প্রাণায়াম নিরন্তর।
অঙ্গন্যাস করিয়া শুধিলা কলেবর॥ ২৫০
ধ্যান ধারণা করি সমাধি দিলা মন।
নিরবধি ভাবে সেই প্রভুর চরণ॥
এই মতে তপ করেন অদিতি।
তপের প্রসাদে হৈল বড়ই শকতি॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে গাএ গঙ্গা-মঙ্গল॥

মল্লার রাগ।

জতি তাল।

হইয়া দেবগণ করহ মোহন
অদিতির তপ কর ভঙ্গ।
সকল দেবের পুরী আপনি অধিকারী
তবে সে হইল নিশঙ্ক॥
শুনিয়া ত উত্তরো চলিলা অসুর সব
গেলেন্ত জে তপ ভাঙ্গিবারে।
করিয়া নানান মায়া পুত্র-বন্ধু সব হইয়া
সমুখে করে পরিহারে॥ ২৫
শুনহ জননি তপ তুহ্মি কর কেনি
আইস মাতা আপনার পুরে।
এইত তপোবনে এখলা (একলা) আছএ কেনে
ছাড়ি গেল বলি মহাসুরে॥
অশেষ প্রকারে নানান জে মায়া ধরে
অসুরে নারে করিতে মোহন।
পরম তপের তরে হরিস অন্তরে
সমাধিতে লাগিয়াছে মন॥
জন্মিয়া মহা কোপ বুদ্ধি হইল লোপ
অসুর হইব বিনাশ।
দ্বিজ মাধব এই সে সাধব
ভকত প্রতি অভিলাস॥
হইয়া দেবগণ করিয়া মোহন
নারিল তপ চালিবারে।

ব্রহ্মে রৈল্য (কৈল ?) মন না হইল বিসরণ (বিস্মরণ)
প্রভুর ধ্যান নিরন্তরে ॥

—০—

পয়ার ।

মরিব অসুরগণ অদিতির শাপে ।
নানা মায়া করে তপ ভাঙ্গিবার আশে ॥ ২৬০
ইন্দ্র আদিগণ হইয়া অসুর ।
ডাক দিয়া বলিলেক বচন মধুর ॥
তপ ছাড়ি ঘরে মাতা চলহ সত্বর ।
এথানে থাকিলে দুঃখ পাইবা বিস্তর ॥
দুষ্ট অসুর সব আসিব এখন ।
তাহার প্রহারে তুহ্মি ছাড়িবা জীবন ॥
এথেক বলিয়া দৈত্য জ্বলে কোপানলে ।
কাট কাট হান হান ডাকে উচ্চস্বরে ॥
চারি দিগে অসুরে বেড়ি অদিতি পাশে ।
নানা ভয় দেখাএ তপ ভাঙ্গিবার আশে ॥ ২৬৫
দৈত্য দানব হইয়া দেখাএ নানা ভয় ।
কোন মতে না হএ ভঙ্গ তপ অতিশয় ॥
আপনার কোপে তারা আপনে বিভোল ।
আপনে আপনি তারা করে উতরোল ॥
অন্য অন্য কোপ দৃষ্টি চাহে ঘন ঘন ।
দন্তে কিরিমিরি কোপে উঠিল আগুন ॥
আপনা আপনি যুদ্ধ করিল বিস্তর ।
মায়াএ না চিনে কেহো পর আপনার ॥

হানাহানি কাটাকাটি করিআ সকল।
বিনাশ হইল দুষ্ট মহা মহা বল॥ ২৭০
এই মতে মায়া-যুদ্ধে অসুর সকল।
নিজ কোপানলে ভস্ম হইল কলেবর॥
অদিতির তপ প্রভু করিয়া প্রকাশ।
তপের প্রভাবে অসুর হইল বিনাশ॥
চৈতন্য-চরণযুগ ভাবিয়া নির্ম্মল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

পটমঞ্জরী রাগ।

দশকুসি তাল।

অদিতির তপ প্রভু জানিয়া নিশ্চয়।
দরশন দিতে প্রভু হইলা সদয়॥
ভকত লাগিয়া প্রভু হৈলা অধিষ্ঠান।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ রূপে আইলা অধিষ্ঠান॥ ২৭৫
নব জলধর জিনি শ্যাম মনোহর।
কিরীট শোভিয়া আছে মস্তক উপর॥
নানা বর্ণে বান্ধি ঝোটা অবতংস সাজে।
অলকা তিলক ভাল সঘন বিরাজে॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি বয়ানমণ্ডল।
শ্রবণে মকর দোলে রতন-কুণ্ডল॥
রতন-জড়িত গাড় বলয়া চারি করে।
বিচিত্র রত্ন-মণি অঙ্গুরি অঙ্গুলে॥

হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি শ্রীবৎস দীপতি।
পীত বস্ত্র পরিধান তড়িতের গতি॥ ২৮০
কটিতে শোভিয়া আছে রতন-বসনা।
লম্বিত বৈজয়ন্তী-মালা অরুণ-কিরণা॥
রতন-জড়িত নুপুর দুইখানি পাএ।
উপরে মগর খাঁরু দোসর শোভে তাএ॥
পদতল করতল শোভে অরবিন্দ।
ভুখিল ভকত ভৃঙ্গ পিএ মকরন্দ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি ভুজে সাজে।
গরুড় বাহনে দেখা দিলা দেবরাজে॥
এইরূপে অধিষ্ঠান হৈলা ভগবান।
অদিতি পরম সতী দেখে বিদ্যমান॥ ২৮৫
পরম ভকতি স্তুতি করে একমন।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণ॥

—o—

বড়ারি রাগ।

ছোটকি তাল।

তুহ্মি সর্ব্ব দেবভূপ আদি কারণরূপ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আধার।
এ তিন গুণ ধরি অখিল ভুবন ভরি
বীর হেতু করসি বিহার॥
আএ প্রভু ভগবান দেবতারে কর অবধান

* * * *

অবলা দক্ষের সুতা কশ্যপের বনিতা
তোহ্মারে করম পরণাম ধ্রু ॥
বলি নামে মহাসুর বিষম দনুজ সুর
লঙ্ঘিল ইন্দ্রের নিজ পুরী।
হরিয়া বিষয় ভোগ সকল দেবতা লোক
আপনি হইল অধিকারী ॥
হারিয়া সকল দেবা কেহো তার করে সেবা
পলাইয়া জাএ কেহো ভয়ে।
দেখিয়া পুত্রের দুঃখ অন্তরে বিদরে বুক
তোহ্মা বিনে না দেখি উফাএ (উপায়)॥ ২৯০
তুহ্মি তিন গুণনাথ পারিষদ গণ সাত (সাথ)
সৃজন পালন ক্ষয়কারী।
সকল তোহ্মার সৃষ্টি আপনিত দেহ দৃষ্টি
রণেত অসুর দুষ্ট মারি ॥
দুষ্ট দৈত্য মারিবারে অবতার বারে বারে
শিষ্ট জন করিতে পালন।
স্থাপিতে যুগের ধর্ম্ম লভসি আপনি জর্ম্ম
নিজ গুণে পরম কারণ ॥
অদিতির স্তব শুনি হরসিত চক্রপাণি
বোলেন প্রভু হইয়া সদয়।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গামঙ্গল রসময় ॥

—০—

পয়ার।

প্রণতি ভকতি স্তুতি করিল বিস্তর।
তুষ্ট হইয়া ভগবান দিলেন উত্তর॥
বর মাগ বলিয়া করিলা সম্বিধান।
জেই বর চাহ তাহা দিব বিদ্যমান॥ ২৯৫
প্রভুর আদেশ পাইয়া হরসিত মন।
মনোরথ বর মাগ পরম কারণ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ লজ্জিল সকলি।
অমরা জিনিয়া ইন্দ্র হৈল রাজা বলি॥
তাহার বধের হেতু দেয় মোরে বর।
আপনি জন্মিয়া বৈরী বিনাশ সকল॥
এই বর মাগো প্রভু তোহ্মার চরণে।
জেন মতে বলি রাজা না থাকে ভুবনে॥
হাসিয়া বোলেন প্রভু ত্রিদশ-ঈশ্বর।
পূর্ব্বে পরাদেরে আহ্মি দিয়া আছি বর॥ ৩০০
তার বংশে জথ অসুর আহ্মি ন বধিব।
সেই ত প্রতিজ্ঞা বর অবশ্য পালিব॥
দান ছলে বলি রাজা না থুইমু সংসারে।
বামন রূপ অবতার তোহ্মার উদরে॥
পূর্ব্বজন্মে হৈআছি আর জন্মান্তরে।
দ্বিতীয় জনম এই তোহ্মার উদরে॥
চল ঘরে জাও মাতা হরসিত মন।
আপনা জন্মের কথা কহিলু কারণ॥

এথেক শুনিয়া অদিতি হৃষ্ট হৈল মন।
দ্বিজ মাধবে কহে তপের সাধন॥ ৩০৫

—০—

পয়ার।

প্রভুরে প্রণতি স্তুতি করিল বিস্তর।
অন্তর্দ্ধান হৈলা তবে প্রভু গদাধর॥
তপ ছাড়ি অদিতি চলিল নিজ বাসে।
পরম তপস্যা হেতু ফল অভিলাসে॥
তপস্যা অন্তরে নানা সুখ উপভোগ।
কথ কালে কশ্যপ মুনি অদিতি সংযোগ॥
হৃদয় প্রকাশ প্রভু করিলা দুহার।
অদিতির গর্ভে আইলা বিশ্ব-আধার॥
সহজে অদিতি পরম স্বরূপা।
তপস্যার ফলে আসি প্রভু হৈলা কৃপা॥ ৩১০
পরম দুসহ (দুঃসহ) তেজ সহন ন জাএ।
দেখিয়া অসুর সব মনে ভয় পাএ॥
হরসিত ইন্দ্র আদি সর্ব্ব দেবগণ।
পরম আনন্দ সব সুরপুর জন॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি জানিল সকলে।
বলির কারণে কেহো প্রকাশ না করে॥
দিনে দিনে অদিতির রূপ অনুপাম।
জগত-মঙ্গল গর্ভে করিয়া বিশ্রাম॥
প্রভুর প্রকাশ এবে করিল বিদিত।
চৈতন্ত-চরণে দ্বিজ মাধব-রচিত॥ ৩১৫

মল্লার রাগ।

সকল শুভ গতি হইল গ্রহ তিথি
প্রসন্ন হইল আকাশ।
স্বচ্ছন্দ হইল মন সকল দেবগণ
অদিতির গর্ব্ভে কীর্ত্তিবাস॥
দিনে দিনে জ্যোতি পরম মূরুতি
হইল অমর-জননী।
অখিল ভুবন জাহার কারণ
গর্ব্ভে রহিলা আপনি॥
সৃজন-পালক অসুরনাশ (তরে)
ধর্ম্ম রাখিবার তরে।
তিন লোকের গতি জানিয়া উতপতি
হইলা অদিতি-উদরে॥
অমর-রমণীগণ আসিয়া ততক্ষণ
ভকতি করি পরিহারে।
জানিয়া কারণ লইলাম স্মরণ
হরিসে মঙ্গল উৎসবে॥
এক দুই তিন মাস গণন
হইল প্রসব সময়।
জে দিন শ্রীনিবাস হইব পরকাশ
জগতে মঙ্গল উদয়॥ ৩২০
পুণ্যপরিমল হইল উজ্জ্বল
সমীর বহে মন্দ মন্দ।

ফুটিল পুষ্পগণ পারিজাত বন
ভ্রমরাএ পিএ মকরন্দ ॥
ঘুচিল রোগ শোক পরম কৌতুক
ভুবনে জয় জয় করে।
অসুর জথ জন হইল মোহন
জে দিন প্রভু অবতরে ॥
সত্ব গুণময় কশ্যপ-নিলয়
হইল সকল প্রকাশ।
দ্বিজ মাধব ওই সে সাধব
জন্ম রস অভিলাস ॥

—০—

মল্লার রাগ।

শুভক্ষণ জন্ম দিন হইল সকল।
বিষ্ণু অবতার কাল পরম নির্ম্মল ॥
শুভ রাশি শুভ ক্ষণ হইল শুভ তিথি।
বিষ্ণু অংশে পুত্র প্রসব হইলা অদিতি ॥ ৩২৫
জয় জয় ত্রিবিক্রম কৈলা পরকাশ।
কোটী কোটী চান্দ জেন উদয় প্রকাশ ॥ ধ্রু ॥
নদ নদী প্রসন্ন হইল জল স্থল।
প্রসন্ন সলিলে সব ফুটিল কমল ॥
প্রসন্ন হৈল দশ দিগ প্রসন্ন আকাশ।
সাধু জনের মনে অধিক উল্লাস ॥
নব জলধর জিনি শ্যাম মনোহর।
অপরূপ রূপ দেখিতে সুন্দর ॥

সরস পূর্ণিমা-চান্দ জিনিয়া বয়ান।
বিকসিত সরসিজ বলিত নয়ান॥ ৩৩০
অলকা-রঞ্জিত ভাল রাজিত কপোল।
বিম্ব অধর জ্যোতি অপাঙ্গ বিলোল॥
পীবর ভুজযুগ বলিত অঙ্গ।
দরশনে কামদেব লাজে দেহি ভঙ্গ॥
ক্ষীণ মধ্যম দেশ উরু গুরুভার।
বিপুল নিতম্ব কটি ডমুরু আকার॥

এই মতে অধিষ্ঠান হইলা ঈশ্বর।
অদিতি পরম সতী দেখেন গোচর॥
কশ্যপে আসিয়া দেখিলা বিদ্যমান।
নিশ্চয় জানিলা পুত্র হইলা ভগবান॥ ৩৩৫
পরম হরিসে পুত্র করএ পালন।
অতি অপরূপ রূপ জগত মোহন॥
সূতিকা অন্তরে কৈলা পোষ্য মঙ্গল।
অভিষেক করাইলা দিয়া তীর্থজল॥
বেদ বিচিত্র স্বস্তিবাচন পূর্ব্বকে।
জন্ম-তিথি পূজন করিলা একে একে॥
এই মতে বাড়েন বামন নিজ বাসে।
দ্বিজ মাধবে কহে ভক্তি অভিলাসে॥

—০—

পয়ার।

তিন মাস হৈল যদি অদিতি-নন্দন।
বাল্য-চরিত্র দেখি ভোলে ত্রিভুবন॥ ৩৪০
লীলাএ মধুর হাসি অমিয়া প্রকাসি।
অঙ্গের ছটাএ ঘোর তিমির বিনাসি॥
দেব ঋষি অমলা (অমর ?) সকল।
জয় জয় ধ্বনি উচ্চারিয়া পঠন্তি মঙ্গল॥
নাম-করণ কর্ম্ম করিলা সকল।
সঙ্কল্প করিয়া কশ্যপ মহাবল॥
ইন্দ্রের অনুজ হৈল সেই ত কুমার।
উপেন্দ্র করিআ নাম থুইল তাহার॥
বামন দেখিয়া নাম থুইল বামন।
আর কত নাম তার থুইল কারণ॥ ৩৪৫
গুণ অনুরূপ নাম হইল অধিক।
ভুবন ভরিয়া জস জাইব দশ দিগ॥
আনন্দিত সুরপুরী হৈল দেবতার।
বামন হইল নাম বিদিত সংসার॥
এই মতে নামকর্ম্ম করিয়া মঙ্গল।
পুত্রের সে সব কর্ম্ম বিহিত সকল॥
শুনহ ভকত মন করিআ নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

বরাড়ি রাগ।

রূপ অপরূপ অতি লাবণ্য গরিমা ভাতি
মুখানি নিরক্ষে মুরছাএ।
বাল্য-চরিত্র বেশ চাচর মাথার কেশ
লীলা রঙ্গে অঙ্গ দোলাএ॥ ৩৫০
সে অঙ্গে আকুল সকল জন
প্রেমে ধরিতে নারে হিয়া।
পরম আনন্দময় নাহি চিন পরিচয়
কেবা ন চাহে ও রূপ দেখিআ॥
বড় অপরূপ বামন অবতার।
সুর নর মুনিবর হরসিত অন্তর
জানিয়া না করে প্রচার॥ ধ্রু॥
অতি সুললিত তনু জিনিয়া কুসুম-ধনু
জেন চান্দ জিনিআ বয়ান।
অধর বান্ধুলি ফুল দশন মুকুতা তুল
নিরমল কমল-বয়ান॥
সুললিত দধি খণ্ড বদন সোনার ভাণ্ড
দক্ষিণ করেত ধরি আছে।
অমৃত-পুর্ণিত কুম্ভ বাম করে অম্বুরম্ভ
মুনির বালক সব পাছে॥
খেলেন বালক সঙ্গে পরম আনন্দ রঙ্গে
সমান বয়স নিজগণে।
নানা যজ্ঞ তপ দান মন্ত্র বিধি ঋষি গান
চারি বেদ করন্তি বাখান॥ ৩৫৫

আগম নিগম জত পড়াইলা গুরু মহন্ত
সব শাস্ত্র পড়েন একে একে।
পরম আনন্দ রূপ অখিল অমর ভূপ
নয়ান সাফল কি না দেখে॥
বাল্য-চরিত্র খেলা সেই রসে বিভোলা
হৈলা প্রভু পঞ্চম বৎসর।
কৌমার কাল গেলে পৌগণ্ড আসিয়া মিলে
দিনে দিনে আন রূপ ধরে॥
এরূপ বামন বেশে কশ্যপ মুনির বাসে
আছেন প্রভু আপনা ইচ্ছাএ।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গামঙ্গল রসময়॥

—০—

পয়ার।

দিনে দিনে বাড়ে প্রভু অদিতি-নন্দন।
বাল্য-চরিত্র দেখি ভোলে সর্ব্ব জন॥
নানা অভরণ শোভিয়াছে প্রতি অঙ্গে।
ঝলমল করে মণি মুকুতার সঙ্গে॥ ৩৬৫
অরুণ দিঘল আখি চাহে যার ভিতে।
মুনির মানস ভঙ্গ হএ নিরক্ষিতে॥
চলিতে নপুর পাএ করে রুনুঝুনু।
লীলাএ মন্থর গতি দেখতে শোভন॥
পীত বসন কটি শোভে অনুপাম।
কৈলাস জিনিয়া সেই রূপ গুণধাম॥

কুটিল কুন্তল শিরে আউদল বেশ।
মধুর মোহন বেশ আনন্দ বিশেষ॥
অদিতির আনন্দ বাড়এ দিনে দিনে।
পরম হরিসে পুত্র করেন পালনে॥ ৩৬৫
কশ্যপ মুনির মনে অধিক উল্লাস।
দিনে (দিলে ?) অনুমানি প্রভুর প্রকাশ॥
চূড়াকরণ কর্ম্ম করিলা মঙ্গল।
সঙ্কল্প করিআ তবে কশ্যপ মুনিবর॥
জথাকার সুখ কর্ম্ম করিলা সকল।
যজ্ঞসূত্র দিলা কশ্যপ মুনিবর॥
করি তবে বেদধ্বনি জতেক লক্ষণ।
যজ্ঞসূত্র ধরিআ জে হইল ব্রাহ্মণ॥
এই মতে আছে বামন নিজ বাসে।
দ্বিজ মাধবে কহে ভক্তি অভিলাসে॥ ৩৭০

—০—

পয়ার।

আছিল জে বলি রাজা বড়হি বিষম।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নাহি তার সম॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল তাহার অধিকার।
বিষয়ী হইয়া ভোগ ভুঞ্জে অপার॥
ত্রিভুবনে জথ দেব হইয়াছে কুর্পর।
কার অধিকার নাহি ভুবন ভিতর॥
এই মতে বলিরাজা আছে নিজ লোকে।
দেব দানব কেহো না হএ সমুখে॥

বিষ্ণুর প্রসাদে রাজার সত্ব গুণবান।
মুনি ঋষিগণ আনি করে যজ্ঞদান॥ ৩৭৫
জে জেই দান চাহে দেয়ই তাহারে।
বেদবিহিত কর্ম্ম করে বারে বারে॥
পরম সাত্বিক মন হএ দিনে দিনে।
টুটিয়া কলুষ পুণ্য বাড়ে অনুক্ষণে॥
পরম সচ্ছন্দ হৈল বাসে নরপতি।
ব্রাহ্মণ দেখিআ করে একমনে স্তুতি॥
অযাচিত দেহি অর্থ দুঃখিত দেখিআ।
অনাথ দুর্ব্বল পোষে অন্ন জল দিয়া॥
এই মতে আছেন বলি লইয়া অধিকারে।
এথাএ বামন গোঁসাঞি আপনার ঘরে॥ ৩৮০
দান দিবার কালে বোলেন বামন।
আহ্মারে প্রথম ভিক্ষা দিব কোন জন॥
বলি নামে মহারাজা কৈল যজ্ঞদান।
আহ্মারে পাঠাইয়া দেয় তান বিদ্যমান॥
সেই কথা শুনি মুনি পাঠাইলা সত্বর।
বামন ব্রাহ্মণ জাএ রাজার গোচর॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা হৈছে শুদ্ধমন।
হেন কালে উপস্থিত হইলা বামন॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥ ৩৮৫

—০—

মল্লার রাগ।

পরিধান ধৌত বসন দুইখানি।
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে জেন সুর-মুনি॥
নির্ম্মল নবীন যজ্ঞসূত্র ধরে গলে।
রূপ দেখি সুর-মুনি নরগণ ভোলে॥
গমন মন্থর গতি পরম আনন্দে।
চলিয়া জাইতে পথে সুর নরে বন্দে॥
অপূর্ব্ব মোহন রূপ পরমানন্দ বেশ।
লাবণ্য গরিমা আর নাহিক বিশেষ॥
কুশ কুসুরি সোভিয়াছে দুই করে।
পরম তপস্বী জেন চলিছে ভিক্ষারে॥ ৩৯০
রাজার নগরে গিআ দিলা দরশন।
দেখিলা সকল লোকে অদ্ভুত বামন॥
কেহো বোলে হেন রূপ কভো নহি দেখি।
দেখিতে দেখিতে লোক অনিমেখ আখি॥
কেহো বোলে কোন দেব আইল এই বেশে।
এমত সুন্দর রূপ ছিল কোন দেশে॥
কেহো বোলে এই কামদেব হেন বাসি।
ছাড়িআ সকল কিবা হইছে সন্ন্যাসী॥
রাজার পুরীত হৈল বড় উতরোল।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দে বিভোল॥ ৩৯৫
জেবা জেই অঙ্গে দৃষ্টি হইল জাগর।
তাতে মজ্জি গেল মন না ফিরিল আর॥

প্রেমে আনন্দ লোক প্রাণ হেন বাসে।
বিষ্ণুর উল্লাসে সব মন অভিলাসে ॥
দেখিয়া ত গিয়া লোক জানাইলা সত্বর।
বামন ব্রাহ্মণ গেলা রাজার গোচর ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল ॥

—o—

পাহি (?) রাগ।

দেখিয়া বামন রূপ বলি অসুর-ভূপ
পরম হরিস হৈলা মনে।
অতি সুচরিত বেশে * * * *
বিধি আসি মিলিলা আপনে॥ ধ্রু॥ ৪০০
একে সে ব্রাহ্মণ গুরু সুন্দর বামন বরু (বড়ু)
পূজিয়া রাখিলা নিজ পুরে।
কথাএ তোহ্মার ঘর কেন তুহ্মি একশ্বর
নাম গোত্র কহত আহ্মারে॥
কাহার তনয় তুহ্মি কিবা দেব ঋষি মুনি
আপনার দেয় পরিচয়।
আসিয়াছ কোন কাজে এই ত পুরীর মাঝে
সকলি কহ কিছু নাহি ভয়॥
শুনিয়া রাজার বাণী বোলেন বামন মুনি
হই আহ্মি ব্রাহ্মণকুমার।
দেবাস্থ করি ঘর বেড়াই আমি স্বস্তর (স্বতন্তর ?)
বামন বরু (বড়) নাম আহ্মার॥

ভ্রমি আহ্মি দেশে দেশে ভিক্ষার উপদেশে
সহজে ব্রাহ্মণ এই ধর্ম্ম।
আইলাম তোহ্মা স্থানে দেয় ত আহ্মারে দানে
আপনি করিলা বড় কর্ম্ম॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণকথা দনুজে নোয়াএ মাথা
দিব দান জেই তুহ্মি চাহ।
তোহ্মা জেই মনোনীত করি দিমু বিদিত
সেই দান আপনি দরায় (দড়াও)॥ ৪০৫
বোলেন বামন হরি কভো নহি ভিক্ষা করি
প্রথম দান তোহ্মার জে ঠাঁই।
দিবা ত আহ্মারে দান কভো না করিয় আন
সত্য দরান (দড়ান) মাত্র চাই॥
এই মতে বিপ্র স্থানে রাজা করে অনুমানে
কোন জন আইল ছলিবারে।
কিবা দেব ঋষি মুনি এই ত নহি জানি
মনে মনে করিছে বিচারে॥
জে হউক সে হউক মনে অবশ্য ত দিব দানে
এমন দড়াইলা নিশ্চয়।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গামঙ্গল রসময়॥

পয়ার।

এমত রাজার কথা শুনিয়া কারণ
সেই মতে হরসিত হইলা বামন॥

বামন দেখিয়া রাজা বোলে পুনঃপুনঃ।
কি কার্য্যে আসিছ গোঁসাঞি কহত কারণ॥ ৪১০
খর্ব্ব ব্রাহ্মণ তুহ্মি দেখি সুচরিত।
কোন কার্য্যে আসিয়াছ করহ বিদিত॥
শুনিয়া রাজার বাক্য বোলেন বামন।
তোহ্মার যজ্ঞের কথা শুনিয়া কারণ॥
আহ্মি ত বামন বড় হই ত ব্রাহ্মণ।
দান কিছু চাহি দেয় করিএ যাজন॥
সেই কথা শুনিয়া নৃপতি হরসিত।
জেই দান চাহ বিপ্র দিব সমুচিত॥
রাজার প্রতিজ্ঞা শুনি বামন ব্রাহ্মণ।
পুনরপি বোলেন প্রভু মধুর বচন॥ ৪১৫
আহ্মার তরে দান যদি দিবা নরপতি।
সত্য বাক্য দড়াও হইয়া একমতি॥
সত্য দড়াও (দড়াএ ?) রাজা করিয়া নিশ্চয়।
জেই দান চাহো তুহ্মি দিব সুনিশ্চয়॥
স্বর্ণ রজত আদি চাহ জেই দান।
অবিলম্বে দিব কিছু না করিব আন॥
সুবর্ণ রজত ধন আহ্মাতে নহি বাসে।
ক্ষুদ্র বামন আহ্মি হই শিশু বসে॥
সুবর্ণ রজত ধন আহ্মি কি করিব।
আপনা ইচ্ছাএ জথা তথাতে থাকিব॥ ৪২০
এথেক শুনিয়া ত্রাসে বোলে বলিরাজা।
কোন ধন দিয়া তোমার করিমু জে পূজা॥

তবে ত বামন হরি বোলেন নিশ্চয়।
তিন (পদ) ভূমি দান দেয় মহাশয়॥
এথেক শুনিয়া রাজা বোলে সবিস্মিত।
তিন পদ ভূমি দান নহে সমুচিত॥
খুদ্র ব্রাহ্মণ আমি বিস্তরে কিবা কাজ।
তিন পদ ভূমি দান দেয় মহারাজ॥
এই দান দড়াইআ রহিলা বামন।
বিস্মিত হইআ রাজা ভাবে মনে মন॥ ৪২৫
চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—o—

পয়ার।

হেন কালে শুক্র আইলা পুরোহিত।
রাজারে বোলেন কিছু করিয়া বিদিত॥
ব্রাহ্মণ ন চিনি রাজা দান কর কেনি।
বামন রূপেত বিষ্ণু মাগেন আপনি॥
সকল দেবতা তুমি করিলা লঙ্ঘন।
ইন্দ্র হইআছ তুহ্মি এই তিন ভুবন॥
এই তিন স্থান তোমার নিব দানের ছলে।
সংসারে রহিতে স্থল না হইল তোমারে॥ ৪৩০
এথেক কহিলা শুক্রে হিত উপদেশে।
দ্বিজ মাধবে কহে ভক্তি অভিলাসে॥

—o—

না বোল না বোল গুরু এমত বচন।
জেই দান চাহে গোসাঞি দিমু্ত এখন॥
সুবর্ণ রজত ধন আদি জথ আছে।
সে সকল দান দিমু মনের হরিসে॥
এই রাজ্য ভূমি ধন জথেক আছএ।
সকল দিবাম তানে হেন মনে লএ॥
সুত পুত্র দারা জথ চাহেন ভগবান।
এ সকল দিব আহ্মি না করিয়া আন॥ ৪৩৫
না কর বিরোধ গুরু সবগুণ দানে।
সব সমর্পিব আহ্মি প্রভুর চরণে॥
বিষ্ণুর প্রসাদে রাজা সত্ব গুণধর।
সর্ব্ব আত্মা দানে রাজা না হইএ কাতর॥
কুশ কুসুম জল চাহে নরপতি।
শোষিল সেখানের জল শুক্রের শকতি॥
জলপাত্রের ভিতরে শুক্র শুথাইলা জল।
এক অংশ হইআ রৈলা তাহার ভিতর॥
ত্রিপত্র লইলা রাজা করিবারে দান।
জল ন পাইয়া হৈলা মনে অভিমান॥ ৪৪০
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

পয়ার।

ডাকিয়া বোলেন প্রভু ত্রিদশ ব্রাহ্মণ।
জলপাত্রে কুশ দিআ করহ শোধন॥

তবে ত প'ড়িব জল কভো নহে আন।
সেই জল লইয়া রাজা কর মহাদান॥
এথেক আদেশ যদি শুনিয়া তাহার।
জলপাত্রে কুশ দিয়া করিলা বিচার॥
সেই ত কুশের অগ্র শূল হেন লাগে।
শুক্রের চক্ষু কাণা হৈল কুশ অগ্রভাগে॥ ৪৪৫
মুর্চ্ছিত হৈআ শুক্র পড়ে সেইখানে।
জল ত্রিপত্র রাজা লইআ আপনে॥
মহাবাক্য বুলি কুশ দিলা বিপ্র-হাতে।
স্বস্তি বলিয়া দান লৈলা জগন্নাথে॥
দান লইয়া প্রভু হইলা ত্রিবিক্রম।
তিন পাদ হইয়া জুড়িলা ত্রিভুবন॥
এক পদ পাতালে আর পদ ক্ষিতি।
আর এক পদ উঠে আকাশের প্রতি॥
এই মতে দান তার লইলা নারায়ণ।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণ॥ ৪৫০

—০—

সুহি রাগ।

চরণ-কমল-ভরে মহী টলমল করে
কম্পিত ত্রয়োদশ আসা।
বিলমিত ফণিপতি কমঠ নিকট অতি
ফলভরে বহুল ভরসা॥
কনক অচল-বর কম্পই অম্বর
ক্ষোভিত জলধি অপারা।

দিগ্‌গজপতি-ভরে পলাইয়া অন্তরে
ধরণীধর ন বহুভারা ॥
প্রভুর বিক্রমরূপ চমকিত তিন লোক
পরম হরিস হৈলা মনে।
কিরীট কুণ্ডল হার মণি মুকুতা-মাল
অপরূপ দেখিল তখনে ॥
কি ভাই আরে।
তাথৈ তাগাথে তাতা তাক টাথে খিতিকটা
থোগাথে থাঙ্গা ॥ ধ্রু ॥
দুন্দুভি ঘন ঘন বীর মৃদঙ্গ ঝাঝরি
মোহরি বীণা বংশী।
উম্পদ গতকাল ঘণ্টা শঙ্খ উরু মাল
সাজন বাজন ভেরী কাঁসি ॥ ৪৫
দৈত্য দানববর অন্তরে থর থর
ত্রিবিক্রম-বিক্রম দেখিয়া।
স্তুতি করে দেবগণ সঙ্কোচ হইয়া মন
চরণ-কমল-রস পাইয়া ॥
বজ্র অধিক সার পদ-নখের ভার
ব্রহ্মাণ্ড অণ্ড-কটাহে।
শব্দ পূরিল দিগ চন্দ্র তারা লোকালোক
গ্রহপতি পথ নহি বহে ॥
কাল চক্রগতি নহি ফেরে দিন রাতি
বরুণ গমন আকাশে।
ব্রহ্মলোকে স্থিতি অবধি চরণ গতি
নিজরূপ করিলা প্রকাশে ॥

ফুটিল ব্রহ্মাণ্ডতল সেই পদে গড়ে জল
পদ বাহি পড়িছে অবধি।
স্বর্গে না সহে ভর নিবির দল পর
প্রেমধারা ধাইছে বিলাসে॥
এই মতে ত্রিবিক্রম ত্রিভুবনে অনুপাম
পরস করেন রূপসারে।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গামঙ্গল অবতারে॥ ৪৬০

—o—

পয়ার।

দান লইয়া প্রভু হইলা ত্রিবিক্রম।
এ তিন ভুবনে নাহি তান রূপ সম॥
কোটি কোটি চান্দ জেন করিল প্রকাশ।
দেবলোকে গন্ধর্ব্বলোকে বড়হি উল্লাস॥
দেব ঋষি মুনিগণ আইলা সকল।
পরম অদ্ভুতরূপ দেখি মনোহর॥
বীররূপ অবতার আনন্দ বিশেষ।
বলি রাজা প্রতি প্রভু করিলা আদেশ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জে এই তিন ভুবনে।
এই তিন স্থান হেতু এ তিন চরণে॥ ৪৬৫
এই তিন স্থান আহ্মি পাইল দানে।
তোমার অধিকার নাহি এ তিন ভুবনে॥
স্বর্গ পৃথিবী দুই পদে কৈল ভর।
আর পদ থুইব আহ্মি কাহার উপর॥

এথেক শুনিয়া তবে বলি মহাসুর।
প্রভুর চরণে বোলে হইআ আকুল॥
মোর মাথাএ প্রভু দেয় পদতল।
পরসে জীবন মোর হউক সাফল॥
এই নিবেদন তার শুনিয়া নিশ্চয়।
চরণ তুলিয়া দিলা বলির মাথায়। ৪৭।
চরণ কমল দল তর (ভর ?) পাই শিরে।
পুলকে আকুল হইআ কান্দে নৃপবরে॥
আজি সে সাফল মোর হইল জীবন।
ধন্য ভারত ভূমি ল ভিলুম জনম॥
এই মতে দান লইআ নারায়ণে।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণে॥

—০—

পাহি রাগ।

ত্রিবিক্রম রূপ ধরি আপনি বামন হরি
বলি রাজা করিলা মোহন।
অখিল ভুবন পতি ভকত পরম গতি
অদিতি গর্ভে কশ্যপ নন্দন॥
প্রভুর বিক্রম দেখি দেবগণ কৌতুকী
সব আইলা হরসিত মনে।
পুষ্পবৃষ্টি জয় জয় সকল ভুবনে হয়
নির্ভয় হইলা সর্ব্বজনে॥ ৪৭
তিন পদ তিন স্থানে আরোপিয়া তিন গুণে
হৈলা প্রভু বিশ্ব আকার।

আছিলা অতিশয় ছোট জুড়িলা ব্রহ্মাণ্ড ঘঠ
তিনরূপ করি অবতার ॥
এক পদ পাতালে আর পদ পৃথিবীতলে
আর পদ উঠিল আকাশে।
সপ্ত স্বর্গ উপরে সুমেরু অগ্র শিখরে
পদনখে ব্রহ্মাণ্ড পরসে ॥
সেই পদ-নখঘাতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল তাতে
দ্রব ব্রহ্ম করিলা প্রকাশে।
সেই ত কারুণ্য জল পাখালিয়া পদতল
পদ বাহি পড়িছে আকাশে ॥
ব্রহ্মাণ্ড হইতে জল বিষ্ণুপদে করি ভর
মহাবেগে স্বর্গপথে ধাএ।
জথেক গড়িয়া পড়ে তথেক ব্রহ্মাণ্ড ভরে
অক্ষয় অব্যয় হৈলা তাএ ॥
এই মতে দ্রবনিধি প্রকাশ করিলা বিধি
তিন লোক তারণ কারণ।
গঙ্গা-মঙ্গল গীত শুনি লোক হরসিত
দ্বিজ মাধব বিরচন ॥ ৪৮০

—০—

পয়ার।

জয় জয় জয় গঙ্গা জয় সুরধুনী।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া দেবী আইলা নারায়ণী ॥
ত্রিবিক্রম পদঘাতে ব্রহ্মাণ্ড ফুটিল।
সে পথে কারুণ্য-নীর বাহির হৈল (হইল)॥

দ্রবরূপে ছিলা সেই প্রভুর শরীরে।
বিষ্ণুপদ পরসিয়া বড়হি গম্ভীরে॥
বড় মহাবেগে পড়িলা সেই পদে।
চরণ বাহিয়া ধারা পড়িছে আমোদে॥
নির্ম্মল সকল দিগ নির্ম্মল আকাশ।
পরম আনন্দে গঙ্গা করিলা প্রকাশ॥
বিষ্ণুর বিক্রমে গঙ্গা প্রকাশ কারণ।
এক কালে দুহার প্রভাব সংঘঠন॥
অমর আনন্দে ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে বৈসে।
প্রভুর চরণে পূজা করএ বিশেষে॥
পাদ্য অর্ঘ দিল গন্ধ পুষ্প চন্দন।
নানান সুগন্ধি দ্রব্য করয়ে পূজন॥
অশেষে বিশেষে স্তুতি প্রভুর চরণে।
পর পরম ভকতি শ্রদ্ধা একমনে॥
চরণে পড়িআ গঙ্গা হইলা বহু ধারা।
অক্ষয় অব্যয় সেই বড়হি গম্ভীরা॥
চরণ বাহিআ ধারা ধাইছে আকাশে।
হইয়া বিবিধ রূপ তথাই বিলাসে॥
ব্রহ্মলোক হোতে ধারা আইলা তপলোকে।
ধ্রুবলোক দেখিয়া ত পরম কৌতুকে॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

মল্লার রাগ।

গঙ্গা ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া পড়েন পদ বাহিআ
দেখিল কমলাসন।
পরম আনন্দ সুখে চারি বেদ মুখে
সম্ভ্রমে করন্ত স্তবন॥
তুহ্মি ধর্ম্ম শরীর কারুণ্য মহানীর
তুহ্মি সে ত্রিদশ ঈশ্বরী।
এ তিন ভুবন করিয়ে পাবন
আপনি তিনরূপ ধারী॥ ৪৯৫
গঙ্গা পরম হরিসে পড়েন আকাশে
নিবিড় বায়ুর উপরে।
হইয়া মূর্ত্তিবতী পরম রূপবতী
পসিয়া জলের ভিতরে॥ ধ্রু॥
বড়হি গভীর আকাশে বহে নীর
দেখিল ধ্রুবলোক আগে।
পাইয়া ধ্রুবলোক পরম কৌতুক
দিব্য রথে ভাল লাগে॥
ধ্রুব গঙ্গা দেখিয়া সাবহিত হইয়া
করিছে ভকতি প্রণতি।
আজু শুভ ফল হইল সকল
দেখিলু তোহ্মা ভগবতি॥
দিব্য গন্ধ ফুল পাদ্য অর্ঘ জল
দিয়া পুজিছে সদাএ।

ধ্রুবের পূজা লৈয়া * * *
সপ্ত ঋষির আলয় ॥
দেখিআ সপ্ত মুনি পরম ভাগ্য মানি
গঙ্গারে করিছেন প্রণতি ।
ধন্য ধন্য মনে মানিল তখনে
ধন্য কৈলা ত্রিজগতী ॥ ৫০০
চন্দ্র তারক নক্ষত্র সূর্য্যলোক
দেখিল গঙ্গা সুরেশ্বরী ।
এই তিন ভুবন বিজয় কারণ
জয় মালা সুরপুরী ॥
এই মতে সুরধুনী আকাশ-গামিনী
হইলা আপনা ইচ্ছায় ।
শুনহ ভকত (সব) গায়ই মাধব
বিরচিত গঙ্গা দেবীর বিজয় ॥

—০—

পয়ার ।

এই মতে পড়িলা আকাশে ।
শূন্যে ব্যাপিত হইয়া ধাএ দশ দিশে ॥
নিবিড় দবার (?) * রহিছে অম্বরে ।
তাহার উপরে গঙ্গা পড়ে ঘন ধারে ॥
আকাশ ভরিয়া নীর স্বর্গলোকে ধাএ ।
দেব ঋষি মুনিগণ করে জয় জয় ॥ ৫০৫

* দবার না হইয়া দল বায়ু হইবে কি ? ৫১২ পদ ।

ব্রহ্মলোক হৈতে ধারা আইল তপলোকে।
তপলোক বাসে সব ফিরে পাকে পাকে ॥
ধ্রুব লোকে আইলা গঙ্গা শূন্যের উপরে।
সাধিলা ধ্রুবের মান জাইছে অম্বরে ॥
জনলোকে আইলা গঙ্গা আকাশগামিনী।
জনলোকে থাকিয়া দেখিছে ঋষি মুনি ॥
সানন্দিত হইয়া সবে করে পরিহার।
গঙ্গা দরশনে আজি পাইল নিস্তার॥
সপ্ত ঋষি আদি তথা অথ মুনিগণ।
ধন্য ধন্য হৈল দেহে মানিল তখন ॥ ৫১০
জনলোক তপলোক সত্যলোক জানে।
গঙ্গার মহিমা গাএ সানন্দিত মনে ॥
সুরলোকে আইলা গঙ্গা শূন্যের উপরে।
নিবিড় দল বায়ু উপরে খর ধারে ॥
মহীলোকে আইলা গঙ্গা আকাশগামিনী।
হিল্লোল কল্লোল ঘন কোলাহল শুনি ॥
ব্রহ্মাণ্ড হইতে ধারা বহে নারায়ণী।
দেবলোকে আইলা গঙ্গা হইলা মন্দাকিনী ॥
শত তরঙ্গে গঙ্গা আছেন শিখরে।
দুই কূলে দেবের পুরী দেখিতে সুন্দরে ॥ ৫১৫
তিন লোকে বিজই পতাকা ভগবতী।
সুরলোকে রৈলা গঙ্গা দেবের সংহতি ॥
এই মতে গো দেবী আইলা দেবলোকে।
দেবের সদন ভেল পরম কৌতুকে ॥

শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

বসন্ত রাগ।

কুন্দ ইন্দু হেম কর্পূর চন্দন
শঙ্খ ধবল তনু আভা।
মুকুট রত্ন মণি সির সির বরি বেণী
শোভিত মালতী গাথা॥
অলকা রঞ্জিত ভাল সিন্দূর উজ্জ্বল
স্বর্ণ শিখী তথি রাজে (বাজে ?)।
শ্রবণ বিলম্বিত কুণ্ডল মণ্ডিত
কর্ণ তার বলি সাজে॥ ৫২০
ভগবতি গঙ্গে অপরূপ রঙ্গে
সুরগণ পরিজন সঙ্গে।
চকিত বিলোকিত ত্রিভুবন মোহিত
প্রকৃতি স্বরূপা নিজ রঙ্গে॥ ধ্রু॥
সরদ ইন্দুবর জিনি মুখমণ্ডল
খগপতি চঞ্চু সুনাসা।
অধর বিম্ব জ্যোতি দশন মুকুতা-পাতি
হাসিত মুকুতা প্রকাশা॥
পীন উন্নত বর সুবলিত পয়োধর
বিরচিত কুঞ্চক দেহা।
রতন হার উর গিম পাতি মনোহর
শোভিত ত্রিবলিত লেহা॥

ক্ষীণ মধ্য দেশ নিবিড় স্বরূপ বেশ
বিচিত্র বসন পরিধান।
বসন ঘোটত কটি মনসিজ পরিপাটি
বিপুল নিতম্ব বলনা॥
মৃণাল বলিত ভুজে চারু চতুর স্মভ
কঙ্কণ শঙ্খ বিচিত্রা।
কনক আরম্ভ উরু গমন মন্থর চারু
সমোদয় অভয় চরিত্রা॥ ৫২৫
সেত মকরবর বাহন সুন্দর
সঘন পবন বাহি সারা।
সুর মুনি ঋষিগণ স্তুতি করে অনুদিন
পরম ভকতি পরিহারা॥
অমল কমল দল সোভই পদতল
মঞ্জির তনু পরিজুতা।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা-মঙ্গল রস-গাথা॥

—০—

কামোদ রাগ।

দেবনারী সবে গঙ্গার জে দেখি।
সানন্দে চলিয়া জাএ খঞ্জন আখি॥
সকল দেবের নারী করিয়া মেলি।
জয় জয় গঙ্গা বলি করে সবে কেলি॥
নিছনি পোছনি করে গঙ্গার পাএ।
সানন্দে পূজিয়া গঙ্গামঙ্গল গাএ॥ ৫৩০

পয়ার।

এই মতে গঙ্গা দেবী রহিলা তথাএ।
দেবের সমাজে দেবী আপনা ইচ্ছাএ॥
কনক-নির্ম্মিত পুরী মাণিক্য খিচনি।
রতন উজ্জ্বল দিবা রাত্রি নাহি জানি॥
গহন গম্ভীরা গঙ্গা তরঙ্গ বিশালে।
দেবনারী সবে ক্রীড়া করে কুতূহলে॥
সিন্ধু অমর-বধূ কুচযুগবাসে।
কুঙ্কুম কস্তুরী নানা সুগন্ধি বিলাসে॥
স্নান করএ সবে হিল্লোল কল্লোলে।
নিরবধি সুগন্ধি রহিছে মনোহরে॥ ৫৩৫
ঐরাবত আদি মত্ত হস্তিগণে।
মর্জ্জিয়া ত সেই জলে করে জলপানে॥
মদগল গণ্ডযুগ সুশোভিত ভৃঙ্গ।
জলে অভিষেক করে গম্ভীর তরঙ্গ॥
প্রভাতে উঠিয়া সিন্ধু মুনি স্নান করে।
কুশ কুঙ্কুম দূর্ব্বা দুই কূল ভরে॥
করিবর মকর হইল জেই জলে।
তরঙ্গ রাখিয়া ক্রীড়া করে নিজ বলে॥
হংস সারস আদি জথ বিহঙ্গম।
গঙ্গাএ মর্জ্জিয়া তারা নহি জানে শ্রম॥ ৫৪০
দুই কূলে তরঙ্গ শীতল বায়ু বহে।
মৎস্য কচ্ছপ আদি জলজন্তু রহে॥

সুরপতি করে স্তুতি সঙ্গে দেবগণ।
পরম আনন্দ হইলা সুরপতি জন॥
শত শত বঙ্ক হইয়া মন্দাকিনী।
হিল্লোল কল্লোল ঘন কোলাহল শুনি॥
রহিছে নির্ম্মল ধারা সকল সিখরে।
দুই কূলে নিজগণ ধায়ই সত্বরে॥
দুই কূলে দেবের আওয়াস শোভে সারি।
বিচিত্র পতাকা উড়ে সুবর্ণের বারি॥ ৫৪৫
দিব্য বিমান শোভে মাণিক্য খিচনি।
রতনে উজ্জ্বল দিবা রাত্রি নহি জানি॥
শতে শতে বঙ্কে গঙ্গা বহি তথাএ।
দেবের সমাজে দেবী আপনা ইচ্ছাএ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

মল্লার রাগ।

কনয়া গিরিবর সহস্র সিখর
শোভিছে বিমল অম্বরে।
রতন দিব্য পুরী বিচিত্র আওয়ারি
দেবের সদনে উপরে॥
তথা রৈলা সুরধুনী হইয়া মন্দাকিনী
শিখরে দেবের সমাজে।
মঙ্গল জয়ধ্বনি চৌদিগে ভরি শুনি
দুন্দুভি তুমুল বাজে॥ ৫৫০

বিজই সুরধুনী হইয়া মন্দাকিনী
সিখরে দেবের সমাজে।
মঙ্গল জয়ধ্বনি চৌদিগে ভরিয়া শুনি
ডুন্দুভি তুমুল বাজে॥
বিজই সুরধুনী অমর-শিরোমণি
বিমল তরুণ তরঙ্গে।
হিল্লোল (কল্লোল ?) সুগন্ধি পরিমল
আগুত শত শত বঙ্গে (রঙ্গে ?)॥ধ্রু॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরী নাচে অপছরি
গাএ পরম বিলাসে।
আনন্দ হিল্লোল সঘন উতরোল
সতত মধুর বিকাসে॥
ব্রহ্মাণ্ড হোত্তে জল পড়িছে নিরমল
আকাশ গমন উপরে।
সুমেরু গিরিবর বড়হি পরিসর
চৌদিগে মঙ্গল আকারে॥
এক লক্ষ যোজন উপরে পরিমাণ
সুমেরু-শিখরে আধার।
তাহাতে দেবের পুরী রহিলা সুরেশ্বরী
হইয়া পরম আকার॥
নাহিক দুঃখ শোক পরম কৌতুক
অজয় অমর সর্ব্বজন।
যুবক যুবতী নাহি বৃদ্ধ তথি
সঘন আনন্দ-ভুবন॥

পারিজাত আদি কুসুম নিরবধি
ফুটিছে মোহন কাননে।

* * * * *

তাহাতে ষড় ঋতু শোভিছে সুখ হেতু
সকল সুখময় কাল।
গঙ্গার চরণ ভাবিয়া একমন
মাধব গান রসাল॥

—o—

এই মতে গঙ্গাদেবী রহিলা তথাএ।
দেবের সমাজে দেবী আপনা ইচ্ছাএ॥
সকল লোকের উপরে ব্রহ্মলোক।
তথাএ আছিলা গঙ্গা পরম কৌতুক॥ ৫৬০
তাহার উপরে সুমেরু অগ্রভাগে।
কালচক্র ফিরে তথা সুমেরুর আগে॥
কালচক্ররূপে আছেন আপনে ঈশ্বর।
সুমেরুর অগ্রভাগে দিয়া নাভিস্থল॥
আকাশ জুড়িয়া তনু করুণাস্বরূপ।
দক্ষিণ আবর্ত্তে ফিরে আনন্দ স্বরূপ॥
অধোমুখী হইয়া গোসাঞি আছেন উপরে।
সুমেরুর অগ্রে দিয়া নাভি-বিবরে॥
সহস্র যোজন তান নাভি বিবর।
সুমেরুর অগ্র বাহু তাহার ভিতর॥ ৫৬৫
তাহার অঙ্গের লোক জটা সারি সারি।
মণিকাঞ্চনে সব নামিছে সিয়লি॥

সেশে বসিক সে জথা আছএ অন্তর। (?)

*　　*　　*　　*

তাহার উপরে ধ্রুব আছেন পুচ্ছদেশে।
তার তলে সপ্তঋষি ভ্রমি আকাশে॥
আর সব মুনিগণ আছে স্থানে স্থানে।
নক্ষত্র তারক জথ উদয় গগনে॥
জথেক নক্ষত্র সব উদয় আকাশে।
তথেক প্রমাণ তার শরীর প্রকাশে॥　　৫৭০
চন্দ্র শূর্য্য আদি জথ সঙ্গের সিকলে।
রাত্রি দিন হেতু তারা ফিরে নিরন্তরে॥
এই মতে কালচক্রে দেব ঋষিগণ।
নিরবধি ফিরে তারা সৃষ্টির কারণ॥
সংসার কারণে ভ্রমে আপনে ঈশ্বর।
যন্ত্র আরুঢ় মায়াএ ভ্রমান সকল॥
এই মতে মেধিভূত হেম-গিরিবর।
ফিরেন আপনি গোসাঞি তাহার উপর॥
ভুবনপাবন কথা পরম নির্ম্মল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥　　৫৭৫

—০—

জয় জয় ত্রিবিক্রম পরম মঙ্গল।
ভুবন ভরিয়া যশ ঘোসএ নির্ম্মল॥
তিন পদ হইয়া জুড়িলা ত্রিভুবন।
দেবতা দানব জথ লইল শরণ॥

অতি অপরূপ (পরম ?) কারণ।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে বীর অদ্ভুত বামন ॥
দিবি ভুবি রসাতল হৈল উতরোল।
সকল ভুবনে এক আনন্দ-হিল্লোল ॥
শঙ্খ দুন্দুভি ভেরী বাজে ঘন ঘন।
দেবলোকে ব্রহ্মলোকে আনন্দ বাজন ॥ ৫৮০
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি আইলা মুনিবর।
প্রভুরে করেন স্তুতি প্রণতি বিস্তর ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে করিছে প্রণতি।
পরম হরিস মনে অনেক ভকতি ॥
হরসিত সর্ব্ব লোক দেহি জয়কার।
আনন্দ-সাগরে জেন ভাসিল সংসার ॥
দৈত্য দানব দুঃখী হৈলা অতিশয়।
পলাইয়া জাএ কেহো মনে পাইয়া ভয় ॥
কেহো না রহিল প্রভুর শরণ লইয়া।
বলি মহারাজা কান্দে ধরণী পড়িয়া ॥ ৫৮৫
সৃজন পালন রূপ তোহ্মার অবতার।
পরিণামে আপনি ত করহ সংহার ॥
মুই ত অসুরবুদ্ধি কি জানিমু সীমা।
সুর মুনিগণে যার ন জানে মহিমা ॥
দুষ্ট অসুর বধে তুহ্মি দণ্ডধর।
অপরাধ হৈলে শাস্তি কর গদাধর ॥
কৃত অপরাধী মুই তুমি কৃপাময়।
শীতল চরণে মোরে দেয়ত অভয় ॥

চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥ ৫৯০

—o—

গুঞ্জরি রাগ।

অএ প্রভু ত্রিবিক্রম অনাথ দেখিয়া মোরে
অপরাধ ক্ষেম।
অএ ঠাকুর লাগহু চরণ॥ ধ্রু॥
জন্মিলু অসুর-বংশে হৈয়া দুষ্টমন।
তেকারণে না লইলু তোহ্মার শরণ॥
তোহ্মার (সেবক সনে) * করিলু বিবাদ।
তেই সে হইল মোর এত পরমাদ॥
কোন কর্ম্ম করিলু লঙ্ঘিআ দেবগণ।
না শুনিলু দ্বিজ গুরুর নিষেধ-বচন॥
কোন বিধি কৈল মোরে এথ পরমাদ।
কান্দে বলি রাজা মনে পাইয়া বিষাদ॥ ৫৯৫
কিরূপে প্রভুর ঠাই লইমু উপদেশ।
এই ত চরণ বিনে না জানি বিশেষ॥
ক্ষেমিবা কেমনে দোষ না লইলু শরণ।
প্রভুর ও রূপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন॥
প্রেমে পুলক রাজা পুলক শরীরে।
নয়ান হরিসে জল বহে কথ ধারে॥
সঘন কম্পিত অঙ্গ গদ গদ বাণী।
কি কহিব কি বলিব এক নহি জানি॥

---

* মূলে 'সেবক সনে' স্থলে কেবল 'সেব' আছে।

ধরণী পড়িয়া রাজা কান্দে উচ্চস্বরে।
প্রভুর বিক্রম দেখি কম্পিত অন্তরে॥ ৬০০
কর জোড় করি স্তুতি করিয়া বিস্তর।
প্রভুর চরণে বোলে হইয়া কাতর॥
করিলু ত উগ্র কর্ম্ম না গণিয়া পাছে।
বড়হি বিষম পাপ মৈলেহ না ঘুচে॥
না করিলু জপ তপ এমত বিচারে।
প্রমত্ত হইআ মুই কৈলু অধিকারে॥
ক্ষেমা কর জথ দোষ কৈলু এথ কাল।
তোহ্মার চরণে এই মাগোঁ পরিহার॥
ঘুচাও বিষম দুঃখ আপনার মায়া।
শীতল চরণে মোরে দেয় পদছায়া॥ ৬০৫
কোন গতি হৈব মোর কি হইব উপায়।
তোহ্মা না ভজিয়া দুঃখ আপনা ইচ্ছাএ॥
আপনা স্বকর্ম্ম মুই ভুঞ্জিমু আপনে।
না ভজিলু তোহ্মা এই মায়ার কারণে॥
এই মতে বলি স্তুতি করিল বিস্তর।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

পাহি রাগ।

শুনিয়া রাজার বাণী প্রভু বোলেন আপনি
শুন রাজা শুন তোহ্মারে বুঝাই।
জথ জথ অপরাধ করিলা পরমাদ
পূর্ব্ব কারণে ইহা সহি॥

হিরণ্য-কশিপু রাজা আছিলা জে মহাতেজা
দৈত্যবংশে হৈয়া অধিপতি।

* * * * * ৬:০

হরিয়া বিষয়-ভোগ সকল দেবতা লোক
আপনি করিল অধিকার।
নরসিংহ রূপ ধরি হিরণ্য-কশিপু মারি
তিন লোক করিলা উদ্ধার॥
পরাদ তাহার সুত পরম ভকতিযুত
তারে বর দিলা ত আপনি।
তোর বংশে জথ হএ কভো না বধিব তাহে
সেই বাক্য পালিল এখনে॥
তুহ্মি করিলে সে সব কর্ম্ম না গণিলে কিছু ধর্ম্ম
দেবগণ করিল লঙ্ঘন।
ন মারিলু তোহ্মা প্রাণে তপের প্রভাব গুণে
দান ছলে করিয়া মোহন॥
যারে দিব অধিকার এই সব সংসার
সেই সে থাকিব নিজ পুরে।
বলে কৈলে উপভোগ না পাইবে কোন লোক
স্বর্গপুরী ছাড়হ সত্বরে॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী বলি প্রমাদ গুণি
ভাবিয়া বুলিছে নরপতি।
করিলু অপরাধ সেই সব পরমাদ
ক্ষেম দোষ মোর শ্রীপতি॥ ৬১৫

হওত অসুর জাতি দুষ্ট সঙ্গে কুমতি
তার শাস্তি দিলে দণ্ডধর।
কর মোরে আদেশ থাকিমু কেমন দেশ
নিজগণ সঙ্গে পরিবার॥
এথেক বচন শুনি হরসিত চক্রপাণি
বোলেন প্রভু হইয়া সদয়।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা-মঙ্গল রসময়॥

—০—

পয়ার।

এ তিন লোক আহ্মার অধিকার।
ইহা ছাড়ি চল তুহ্মি সপ্ত পাতাল॥
এথেক আদেশ পাইয়া বলি মহাসুর।
প্রভুর চরণে বোলে হইয়া আকুল॥
জেথানে (সেথানে) থাকম সুজন সংহতি।
তোহ্মার মহিমা গুণ শুনম অবিরতি॥ ৬২০
কিবা স্বর্গ কিবা পাতাল করহ (হু) গমন।
উত্তম সঙ্গেতে জেন থাকো অনুক্ষণ॥
এই নিবেদন প্রভু শুনিয়া রাজার।
আজ্ঞা কৈলা ভগবান জগত আধার॥
স্বর্গে জাইবা যদি অসুর সংহতি।
কুসঙ্গ থাকিতে নিত্য জন্মিব কুমতি॥
পাতালে জাইতে সঙ্গে পঞ্চ পণ্ডিত।
থাকিবে উত্তম সঙ্গে পরম পিরীত॥

এই দুই স্থানে তোর করিল নিশ্চয়।
জেথানে তোহ্মার ইচ্ছা থাকহ নির্ভয়॥ ৬২৫
অশ্রদ্ধাএ করে কর্ম্ম যজ্ঞ তপ দান।
মন্ত্রহীন জেবা কর্ম্ম করে অবজ্ঞান॥
দক্ষিণাবিহীন জেবা কর্ম্ম ধর্ম্ম জথ।
বিধিহীন করে জেবা কার্য্য অসতত॥
এই সব অংশে ভোগ ভোগিবে সকল।
পৃথিবীর পূজা এ পাইবে অর্ঘ জল॥
চলহ সত্বরে বলি না কর বিলম্ব।
এথানে দেবতা সবে করিব আরম্ভ॥
এথা ছাড়ি চল তুহ্মি সপ্ত পাতাল।
নহেত এথাএ তোহ্মার না দেখিএ ভাল॥* ৬৩০
আহ্মার ভকত তুহ্মি হও সত্ববান।
ভজিয়া আহ্মারে সব আত্মা কৈলা দান॥
পরম ভকত লোক তুহ্মি সে আহ্মার।
এমত একান্ত ভাব নাহিক সংসার॥
সত্বরে চলহ বলি আপনা আলয়।
তোহ্মার সঙ্গেত আহ্মি থাকিব নিশ্চয়॥
চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

* এই পদের পর "এথেক আদেশ পাইয়া বলি মহাসুর" হইতে আরম্ভ করিয়া "এথানে দেবতা সবে করিব আরম্ভ"—(৬১১ হইতে ৬২৯ পদ) পর্য্যন্ত পুনরায় লিখিত দেখা যায়। অনাবশ্যক বোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

কর্ণাট রাগ।

বলির জথেক নারী কর জোড় শিরে করি
স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
তুহ্মি ব্রহ্মা হরি হর সৃষ্টি-স্থিতি-ক্ষয়-কর
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণে॥ ৬৩৫
কর সৃষ্টি রজোগুণে সত্ত্ব গুণে পালনে
তম গুণে কর তুহ্মি ক্ষয়।
এই তিন গুণ ধরি অখিল ভুবন ভরি
জথ জীব হইছে ইচ্ছাএ॥
সত্ত্ব গুণে শুদ্ধ মন হএ সেই সাধু জন
নাহি করে হিংসা অভিমান।
তম গুণে অহঙ্কার না করএ বিচার
দেবতারে করে অবজ্ঞান॥
আহ্মারা অসুর জাতি দুষ্ট সঙ্গে কুমতি
অনুক্ষণ বাড়ে অহঙ্কার।
জথ অপরাধ করি আছিল তোহ্মার পুরী
তাহা সব ক্ষেমিবা আহ্মার॥
অশেষ প্রকারে স্তুতি করে সব যুবতী
প্রভুর চরণে একমনে।
পুত্র পরিবার সঙ্গে প্রণাম করিয়া অঙ্গে
লোটাইয়া লোটাইয়া পদতলে॥
প্রভুর চরণ ভরে বিদারিলা মহীতলে
হৈল সেই পাতাল দুয়ারে।

প্রভুর আদেশ পাইয়া সেই পথে প্রবেশিয়া

চলি জাএ বন্ধু পরিবারে ॥ ৬৪০

প্রবেশিলা বলি তথি হইয়া দুঃখমতি

তমময় পুরী মহাঘোর।

দেখিতে ন পাই পথ উদ্দেশে গতাগত

নাগলোকে মণির উঝল ॥

এই ত পাতাল পুরে চলে বলি মহাসুরে

দৈত্যগণ সঙ্গে নিজালয়।

শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব

গঙ্গা-মঙ্গল রসময় ॥

—০—

পয়ার।

প্রভুর আদেশে বলি চলিল পাতাল।

আপনার নিজ সঙ্গে শত পরিবার ॥

স্বর্গ ছাড়ি গেলা (বলি) পাতাল ভুবনে।

পরম দুঃখিত সব হৈলা দৈত্যগণে ॥

নানা রত্ন মহাধন ভাণ্ডার অচল।

অশ্ব রথ গজ ভূমি ছাড়িলা সকল ॥ ৬৪৫

পরম সানন্দে বলি হইয়া অকিঞ্চন।

চলিল পাতালপুরে ছাড়ি মহাধন ॥

অতল বিতল আদি সপ্ত পাতাল।

তথাএ রহিলা বলি হইআ অধিকার ॥

নাগের লক্ষণ নানা মণি উত্তম অঙ্গে ।
নাগ অভরণ সব ধরে নিজ রঙ্গে ॥
সকল দৈত্যগণে পাইল নাগলোক ।
সেই লোকে হৈলা বলি আনন্দ বিশোক ॥
এইরূপে বলি রাজা রহিলা পাতালে ।
এথাএ দেবতা সব পৃথিবীমণ্ডলে ॥ ৬৫০
প্রভুরে করেন স্তুতি অশেষ প্রকারে ।
ভকতি প্রণতি স্তুতি করি সবিহারে ॥
তুহ্মি দেব নিরঞ্জন পরম কারণ ।
তোহ্মার মায়াএ এই হইল ত্রিভুবন ॥
সত্ত্ব রজ তম তুহ্মি হোয় তিন গুণে ।
আপনে করহ সৃষ্টি পালহ আপনে ॥
আপনি করহ নষ্ট এ সব সংসার ।
তোহ্মা বিনে তিন লোকে কেহো নাহি আর ॥
ধর্ম্ম রাখিতে তুহ্মি অসুর নাশিতে ।
বামন রূপ অবতার হৈলা পৃথিবীতে ॥ ৬৫৫
রাখিলা আপনা সৃষ্টি আপনা সৃজন ।
অসুর মোহিয়া লোক করিলা পালন ॥
তোহ্মা বিনে দেবলোক রাখে হেন নাই ।
অবতারি ত্রিবিক্রম তুহ্মি সে গোঁসাঞি ॥
তিন (পদ) হইয়া জুড়িলা ত্রিভুবন ।
তোহ্মার তুলনা দিতে নাহি কোন জন ॥
হরিয়া নিলেক বলি দেব অধিকার ।
তেকারণে পাঠাইলা সপ্ত পাতাল ॥

এই মতে স্তুতি তারা করিল বিস্তর।
তুষ্ট হইআ ভগবান্ দিলেন উত্তর ॥ ৬৬০
যার জেই অধিকার কর নিজ সুখে।
কার অনধিকার আর নাহি দেবলোকে ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ চলহ সত্বর।
আপনার রাজ্যে সব কর গিয়া ঘর ॥
পরম সানন্দে চল আপনার বাসে।
সুরপুরী শূন্য আছে কর সুবিলাসে ॥
প্রভুর আদেশ পাইয়া হরসিত মন।
যার জেই নিজ বাসে করিলা গমন ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ চলিলা সকল।
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মনোহর ॥ ৬৬৫
অদ্ভুত বামন রূপ বীর অবতার।
আপনেহি মহাপ্রভু সংসারের সার ॥
পরম অদ্ভুত দেখি সর্ব্বদেবগণ।
বিস্মিত হৃদয় হইয়া বোলেন তখন ॥
প্রভুর বিষম মায়া বুঝন ন জাএ।
সর্ব্ব আত্মা দিয়া বলি রসাতলে জাএ ॥
একান্ত করিয়া ভক্তি প্রভু আরাধনে।
তমু ত পরম পদ না দিলা নারায়ণে ॥
প্রভুরে করিল ভক্তি সেবক লজ্ঝিয়া।
ইন্দ্র আদি দেবের বিষয় নিলেক হরিয়া ॥ ৬৭০
সেইত কারণে বলির হৈল অবসাদ।
প্রভু হৈয়া ঘুচাইলা সেই অপরাধ ॥

আপনি বিষ্ণু অবতার।
তাহার চরণ ভজিয়া অনুক্ষণ
করিছে ভকতি বিচার॥
এই মতে বলি রাজা রহিলা মহাতেজা
প্রভুর ভাবে অতিশয়।
শুনহ ভকত মাধব-রচিত
গঙ্গামঙ্গল রসময়॥

—০—

পয়ার।

বাহু নামে মহারাজা সূর্য্যবংশে হৈল।
দিগ বিদিগ রাজা সকল জিনিল॥
সকল রাজ্যেতে একছত্র নবদণ্ড।
জিনিয়া সকল দেশ বড়হি প্রচণ্ড॥ ৬৭৫
আপনারে বড় জ্ঞান হৈল রাজার মনে।
হইল বিষম পাপ সেই অভিমানে॥
এই মতে আছে রাজ্য (সকল) জিনিয়া।
আপনার নিজগণ নিগ্রহ করিয়া॥
বড়হি বিষম বৈরী হইল তাহার।
সকল অমাত্য জিনি জুঝিল অপার॥
মহারণে হারি রাজা গেলা বনবাস।
রমণী সহিতে বনে করিলা প্রবেশ॥
তা হোতে বনবাসে রৈলা অলক্ষিতে।
মনদুঃখী হইয়া রাজা লাগিলা চিন্তিতে॥ ৬৮০

রাজপত্নী গর্ভ হইল ছয় মাস।
দেশ হারাইয়া রাজা এড়ন্তি নিশ্বাস ॥
সূর্য্যবংশেত হেন রহিল খেয়াতি।
রাজ্যভূমি ছাড়ি মোর হৈল হেন গতি ॥
মন দুঃখে ভ্রমি রাজা মুনিরে দেখিআ।
আপনার পরিকর তাহে সমর্পিয়া ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল ॥
রাজার মরণে রাণী মরি জাএ।
অনুমৃতা হইতে চাহে আপনা ইচ্ছাএ ॥ ৬৮৫
দেখিআ ঔর্ব্ব মুনি রাখিলা তাহারে।
না মরিয় পুত্র তোমার জন্মিছে উদরে ॥
বালিকা প্রথা জেবা হএ ঋতুবতী।
তিন জনের অনুমরণ হৈবে শুভগতি ॥
এই গর্ভে পুত্র তোহ্মার হৈব মহাবল।
সেইত হইব রাজা পৃথিবীমণ্ডল ॥
এথেক জানিয়া রাণী না মরিল সাথে।
মুনির সে সব কথা শুনিয়া সাক্ষাতে ॥
কান্দিয়া বিকল (রাণী) স্বামীর লাগিয়া।
কন দেশে গেলা প্রভু আহ্মারে এড়িআ ॥ ৬৯০
অগ্নি-দাহন কার্য্য করিল সকল।
মহা মুনিগণ তার হৈল অনুবল ॥
ঔর্ব্ব দেহীর কর্ম্ম করাইল মুনি।
পালন করিলা জেন আপনা কন্যাখানি ॥

বৈরী সবে শুনিলা জে রাজার মরণ।
প্রকারে জানিল সেই গর্ভের লক্ষণ॥
এই মতে পুত্র তার হইব নিশ্চয়।
বিষ দিয়া মারিলে সেই হইব নির্ভয়॥
সন্দেশ সংযোগে বিষ দিলা খাইবারে।
এক বৈরী আসিয়া কুটুম্ব ব্যবহারে॥ ৬৯৫
সেই বিষ খাওয়াইল হইতে গর্ভপাত।
শুনিয়া ঔর্ব মুনি দিলা আশীর্ব্বাদ॥
মুনির আশীর্ব্বাদে জল খাইল ত্বরিত।
রহিল তাহার গর্ভ গরল সহিত॥
গরল সহিতে প্রসব হইল কুমার।
সগর করিয়া নাম হইল তাহার॥
মুনির ঠাই পড়িয়া হইল বিচক্ষণ।
পুত্রবত স্নেহ তারে করে তপোধন॥
মুনির কুমার হেন মনে নাহি বাসে।
মাএরে বোলেন কিছু করিয়া প্রকাশে॥ ৭০০
কাহার তনয় আমি হই কোন জাতি।
কিবা কারণ কথা কহ উতপতি॥
ব্রাহ্মণের পুত্রে নিত্য শাস্ত্রে হএ মন।
জথ কিছু পড়ি সব হই বিস্মরণ॥
অনুক্ষণ যুদ্ধ করিতে মোর আশ।
অশ্ব রথ গজ পৃষ্ঠে করিএ প্রয়াস॥
নিশ্চয় করিয়া মাতা কহত আহ্মারে।
তবে সে মনের দুঃখ ঘুচিব সংসারে॥

এ কথা শুনিয়া রাণী বোলে ধীরে ধীরে।
মুনির পুত্র না হোয় তুহ্মি রাজার কুমারে॥ ৭০৫
সে সব পূর্ব্বকথা কহিল কারণ।
শুনিয়া মাএর কথা বাহুর নন্দন॥
মুনির স'হিতে তথা করিলা যুক্তি।
জেন মতে মৈল বাপ হৈয়া দুঃখমতি॥
বিষের সহিতে আহ্মা রাখিল তপোধন।
তেঁই সে হৈল রক্ষা বংশের কারণ॥
আজ্ঞা কর পিতামহ শাসি নিজ দেশ।
তোহ্মার প্রসাদে বৈরী ঘুচউক অশেষ॥
মুনি স্থানে আজ্ঞা পাইয়া বাহুর কুমার।
মহাধনুর্দ্ধর হৈয়া জুঝিল অপার॥ ৭১০
নানা দেশের রাজা আইল শুনিয়া।
শরণ লইল সব মনে ভয় পাইয়া॥
এই মতে সগর রাজা জিনিল সকল।
সৈন্য সামন্ত সঙ্গে হৈলা দণ্ডধর॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—o—

মল্লার রাগ।

সগর নামে নরপতি সকল পৃথিবীপতি
পরম ধার্ম্মিক মহামতি।
জিনিয়া সকল দেশ নিজ পুরে পরবেশ
বাহুবলে ধরিয়া শকতি॥ ধ্রু॥

হস্তী ঘোড়া রথবল হইল অপার দল
রিপুগণ করিল নির্ম্মূল। *

* এ স্থলে মূল পুথির ২৯শ পত্র শেষ হইয়াছে। এই পত্রের পর যে ৩০শ পত্রটি আছে, তাহাতে দেখা যায়, উহা গোবিন্দ দাসকৃত "কালিকামঙ্গল" নামক পুথির পত্র, "গঙ্গামঙ্গলে"র পত্র নহে। "গঙ্গামঙ্গল" যেই হাতের লেখা, উক্ত ৩০শ পত্রটিও ঠিক সেই হাতের লেখা। এক সময়ে "কালিকামঙ্গল" পুথিখানি আমার নিকট ছিল। সেই সময়ে কোন গোলযোগে উভয় পুথির হস্তলিপির সাদৃশ্যবশতঃ অনবধান হেতু এক পুথির পাতা আর এক পুথিতে গিয়াছে কি না, জানি না। চট্টগ্রাম সাধনপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ছাপাইবার উদ্দেশ্যে ঐ পুথিখানি প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তার পর উহার আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

অথবা এরূপও হইতে পারে যে, প্রতিলিপিকারকের সম্মুখে 'কালিকামঙ্গল' ও 'গঙ্গামঙ্গল'—এই উভয় পুথিই ছিল। তিনি 'গঙ্গামঙ্গলের' ২৯শ পত্র শেষ করিয়া হয় ত ভ্রমক্রমে 'কালিকামঙ্গল' হইতে ৩০শ পত্রটি লিখিয়া ফেলেন এবং উহা শেষ হওয়ার পর আবার "গঙ্গামঙ্গল" হইতে ৩১শ পত্রটি লইয়া তাহা লিখেন। তাহাতেই এরূপ গোলযোগ হইয়া থাকিবে।

বুঝিতে পারিতেছি. এই পত্রে সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজনের কথা ছিল। তিনি ক্রমে নবনবতি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শত সংখ্যা পূরণের নিমিত্ত আর একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। দেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ-সভায় গমন করিতেছেন। যজ্ঞের ঘোড়া রক্ষার নিমিত্ত সগর রাজার ষষ্টি সহস্র তনয় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা অশেষ চেষ্টা করিয়াও ঘোড়া রাখিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে দেবরাজ আসিয়া অশ্ব অপহরণ করিলেন। প্রাগুক্ত ৩০শ পত্রের শেষাংশে আবার "গঙ্গামঙ্গলের" কতেক অংশ দেখা যায়। "চলিলা দেবতাগণ, দিব্যরথ আরোহণ" হইতে চম্পক অপরাজিতা, দমনা তুলসী পাতা" পর্য্যন্ত পদে ঐ পত্রটি শেষ হইয়াছে।

* * * ৭১৫

চলিলা দেবতাগণ দিব্য রথ আরোহণ
রত্নময় অপূর্ব্ব গঠন।
নানাবিধি রঙ্গ তথি কনক বিচিত্র অতি
দেখিআ মোহিত সুরগণ॥
দুই দিগে তরুকুল সুবর্ণের ফল ফুল
সৌরভে আমোদ দশ দিগ।
পারিজাত কল্পলতা মাধবী কুসুমযুতা
মালতীর আমোদ অধিক॥
জথ সব কুল ফুল নানা রত্নে বকুল
বক চম্পক নাগেশ্বর।
শিরিষ কুটজ শোভা স্থলপদ্ম রক্ত আভা
মধু পিএ গুঞ্জরে ভ্রমর॥
কাঞ্চন মালতী তথি মল্লিকা মালতী যুথি
সতরঙ্গ ওরগত।
চম্পক অপরাজিতা দলনা তুলসী পাত।

* * * *

অশেষ প্রকারে ঘোড়া নারিল রাখিতে।
জয়পত্র দিয়া তারা রহিল তেমতে॥ ৭২০

যে অংশ "কালিকামঙ্গলের" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহার শেষে এরূপ ভণিতা আছে ;—

কালিকা চরণ সার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দ দাসে কালিকামঙ্গল॥

তবে ত চলিল অশ্ব পুর্ব্বমুখী হইয়া।
পুর্ব্বদেশের রাজা আইলা শুনিয়া॥
ষাটি সহস্র কুমার রক্ষক মহাবল।
দিগ জিনিয়া বুলে বিক্রমে বিকল॥
সেই দেশেত সব জিনিয়া সকল।
সে সব দেশের রাজা হইল বিকল॥
দক্ষিণ দেশেত ঘোড়া করিল পয়ান।
সেই দেশের রাজা সব না হইল আগুয়ান॥
এই মতে আছে তারা রাজ্য জিনিয়া।
আপনার নিজগণ সংহতি করিয়া॥ ১২৫
হেনকালে ইন্দ্র রথে জাএ অলক্ষিতে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ ঘোড়া দেখিল সাক্ষাতে॥
সগর রাজা অশ্বমেধ করে হেন দেখি।
ষাটি সহস্র কুমার রক্ষক সংহতি॥
এই অশ্বমেধ কৈলে পাইব মোর পুরী।
কোনমতে এই ঘোড়া আজি করি চুরি॥
এমন ভাবিয়া ইন্দ্র আইলা সেই স্থানে।
মায়া কুহুরি করে ঘোড়ার কারণে॥
আচম্বিত অন্ধকার হৈল সেই দিনে।
কেহো কারে নাহি দেখে বড়হি গহনে॥ ১৩০
অশ্ব লইয়া গেলা ইন্দ্র পাতাল ভিতরে।
তথাএ কপিলে স্তব করে নিরাহারে॥
তাহান সমুখে ঘোড়া বন্ধন করিয়া।
আপনার পুরে ইন্দ্র গেলেন চলিয়া॥

ষাটি সহস্র বীরে ঘোড়া রাখে নিজবলে।
আচম্বিতে ইন্দ্রে আসি ঘোড়া নিল বুলে॥
এই ঘোড়া তথা হারাইয়া ছাওয়ালে।
চাহিয়া বেড়াএ সব পৃথিবীমণ্ডলে॥
এইখানে ছিল ঘোড়া নিল কোন জনে।
ষাটি সহস্র ভাই এই রক্ষক সজ্ঞানে॥ ৭৩৫
মনুষ্য শকতি ঘোড়া নিতে নহি পারি।
কোন দেবে মায়া করি ঘোড়া কৈল চুরি॥
কোনখানে গেলে ঘোড়া পাইব সন্ধান।
মিলিয়া সকল জনে কর অনুমান॥
চিন্তিয়া চৈতন্ত-চন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

কর্ণাট রাগ।

রাজার আরতি পাইয়া আইলাম রক্ষক হৈআ
দেশে দেশে ঘোড়ার সংহতি।
পৃথিবীর জথ রাজা সেই ত আহ্মার প্রজা
চুরি কৈল কাহার শকতি॥
রচিল যজ্ঞের বেদ করিবারে অশ্বমেধ
ঘোড়া এড়ে বরণ করিয়া।
হেন ত যজ্ঞের বিধি হরিআ নিলেক বিধি
আজি সবে জাইব কি না লইয়া॥ ৭৪০
ঘোড়ার সন্ধান জান হইয়া ত একপ্রাণ
অস্ত্র হাতে মহামল্ল-বেশে।

ধাইয়া সকল বল বিচারিয়া নানা স্থল
অন্তরে কোপিছে মহারোষে ॥
ঘোড়ার খুরচিহ্ন পাইআ সব জাও পন্থ চাহিয়া
তেন মতে করিল পয়ান ।
চলিল দক্ষিণ দেশে অশ্ব পথ উদ্দেশে
সুরুঙ্গ দ্বার জেইখান ॥
এহার মাঝে ঘোড়া আছে খনিলে পাইব পাছে
সবে মিলি খন এই স্থান ।
এহা বলি সর্ব্ব জন হইআ ত একমন
ধনু লৈয়া খনে সর্ব্ব জন ॥
কোদণ্ড করিয়া হাতে পৃথিবী মাপিল তাতে
যার জেই বিভাগ করিল ।
একজনে এক যোজন করিআ জে পরিমাণ
মেদিনী সবে খনিতে লাগিল ॥
এই মতে কুমার জথ হইয়া ত উন্মত
পৃথিবী খনিলা তথাএ ।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গামঙ্গল রসময় ॥ ৭৪৫

—০—

পয়ার ।

ষাটি সহস্র কুমার হইয়া একবল ।
হাতে ধনু করি খনে পৃথিবীমণ্ডল ॥
ধনু হাতে সর্ব্বজন খনিলা মেদিনী ।
মহাবলী পরাক্রম কিছু নহি জানি ॥

বড় বড় চাকে মাটি ভাঙ্গিয়া ত পেলে।
উফারিআ বৃক্ষ সব পেলে দিগান্তরে॥
সুরগজ জেন মেঘে খান খান করে।
তেনমতে মেদিনী ভাঙ্গিছে মহাবলে ॥
ষাটি সহস্র যোজন করিয়া পরিমিত।
খনিলা পৃথিবী তারা হইআ কোপিত॥ ৭৫০
খনিয়া ত সেই স্থান করিলা সাগর।
ঠেকিল পাতালপুরী তাহার ভিতর॥
সাগরের মাঝে তারা অশ্ব না দেখিল।
একত্র হইয়া সব বড় দুঃখ পাইল॥
সেই স্থান ছাড়ি সব পড়িলা পাতাল।
তথাএ দেখিলা পুরী কপিল দুয়ার॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

ধানশ্রী রাগ।

এমতে কুমার-বল খনিয়া পৃথিবীতল
কোপানলে মহাধনুর্দ্ধর।
ঘোড়ার উদ্দেশ নাই সেখানে সকল ভাই
মন দুঃখে হইলা বিকল॥ ৭৫৫
ধনুর টঙ্কার ঘাতে মেদিনী খনিল তাতে
হৈল সেই খনিত সাগর।
তাহার ভিতরে পশি দেখিল কপিল ঋষি
জ্যোতির্ম্ময় জেন দিবাকর॥

সগরের কুমার হইল আসন্ন কাল
মুনি নহে বিষ্ণু অবতার ॥ ধ্রু ॥
মহামুনি তেজবলে অন্ধকার নাহি স্থলে
সূর্য্যের প্রকাশ হেন বাসে।
ষাটি সহস্র কুমার দেখিলা নির্ম্মল স্থল
বিচিত্র আওয়াস চারি পাশে ॥
মুনি ধ্যানে বসি আছে পরমপুরুষ-বেশে
বাক্য কিছুই নহি জানি।
সমুখেতে অশ্ববর রহিআছে অভ্যন্তর
বরুণ সহিত সেইখানে ॥
মুনির তেজ বল দেখিয়া ত সকল
না করিলা ভয় কিছু মনে।
মুনির চারি পাশে চাহে ধাইয়া ধাইয়া জাএ
মহাকোপে অশ্বের কারণে ॥
চিহ্নিলেন্ত সেই ঘোড়া আনি আছে এই চোরা
গুপ্ত তপস্বী মুনি-বেশে।
এহা বলি সর্ব্বজন বেড়িলেন্ত তত ক্ষণ
মাধবে এহ রস ভাষে ॥ ৭৬০

—০—

পয়ার।

প্রকোপিত হইয়া ষাটি সহস্র কুমার।
মুনির চারি দিগে বেড়িল দুর্ব্বার ॥
কেহো লাথি ঘাও মারে কেহো ধরে চুলে।
ঘোড়া বুলি কেহো ধরিলেন্ত গলে ॥

ডাকাডাকি হুরাহুরি করি গণ্ডগোল শুনি।
সমাধি লাগিয়া আছে কপিল মহামুনি ॥
জন্মিলেক মহাকোপ মুনির হৃদয়।
চক্ষু মেলিয়া মুনি কোপদৃষ্টি চাহে ॥
প্রলয়ের অগ্নি জেন করিলা প্রকাশি।
ক্রোধানলে সব বীর হৈল ভস্মরাশি ॥ ৭৬৫
সগর রাজার ষাটি সহস্র কুমার।
মুনি কোপদৃষ্টি ভস্ম হইল তৎকাল ॥
তবে ত কপিল মুনি মনে মনে গুণি।
কে আনিল ঘোড়া এথা পরমাদ কেনি ॥
ধ্যানে জানিলা মুনি সে সব কারণ।
অকারণে ভস্ম হইল সগর-নন্দন ॥
ক্রোধ সম্বরিয়া মুনি হইলা সদয়।
পুনরপি ধ্যানেত বসিলা মহাশয় ॥
এথাতে রাজার স্থানে চরে বার্ত্তা কহে।
ষাটি সহস্র পুত্র তোহ্মার হইল ভস্মময় ॥ ৭৭০
অপবার্ত্তা পাইয়া রাজা হইলা বিস্মিত।
পাত্র অমাত্যগণ হইলা চিন্তিত ॥
করুণা করিয়া রাজা কান্দে মনদুঃখে।
ষাটি সহস্র পুত্র ভস্ম হইল অলক্ষে ॥
চিন্তিআ চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল ॥

—০—

ভাটিয়াল রাগ।

ষাটি সহস্র পুত্র হইল এক কালে।
পরমায়ু গণাই পুত্র বাড়াইলু বলে॥
দৈত্য শিক্ষাএ পুত্র মহাধনুর্দ্ধর।
নিজ বাহুবলে জিনে দিগ্‌দিগান্তর॥ ১৭৫
কান্দএ সগর রাজা করিয়া বিষাদ।
কোন বিধি কৈল মোরে এথ পরমাদ॥ ধ্রু॥
হেন পুত্র পাঠাইলু কোন দেশে।
কোন দেশে গেল ঘোড়ার উদ্দেশে॥
পৃথিবী খনিয়া গেল পাতাল ভুবনে।
ব্রহ্মশাপে ভস্ম হৈল কপিলের স্থানে॥
কেনে বা পাঠাইলু পুত্র ঘোড়ার সংহতি।
হেলাএ হারাইলু মুই এ সব সন্ততি॥
রাণী সবে কান্দএ জে পুত্রশোক পাইয়া।
একবারে এথ পুত্র কে নিল হরিয়া॥ ১৮০
ভাই অসমঞ্জা কান্দে হইয়া মনদুঃখে।
আজি ভাই শূন্য সব হৈল ইহলোকে॥
পুরীখণ্ড সমে রাজা কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

পয়ার।

যজ্ঞ সাঙ্গ না হৈল মোর ঘোড়ার কারণে।
পুত্র সবের অধোগতি কপিলের স্থানে॥

এথেক ভাবিয়া রাজা বিষাদিত মন।
ডাক দিয়া আনি বোলে পাত্র-মিত্রগণ॥
কি করিব কি হইব বোলহ আহ্মারে।
কোন কর্ম্ম করিব আর থাকিআ সংসারে॥ ১৮৫
এক পুত্র আছে সবে অসঞ্জস।
তার পুত্র অংশুমান শিশুর বয়স॥
পিতামহ স্থানে ত আসিয়া অংশুমান।
শিশুবুদ্ধি বোলে কিছু করিয়া প্রণাম॥
আজ্ঞা কর পিতামহ মুই পৌত্র তরে।
পাঠাইয়া দেয় মোরে ঘোড়া আনিবারে॥
তোহ্মা পুত্রশোক সব ঘুচাইমু শরীরে।
বংশ থাকিতে দুঃখ ভাবহ কাতরে॥
সে সকল পুত্র গেল ন পাইবা আর।
যজ্ঞ করিয়া ধর্ম্ম রাখ আপনার॥ ১৯০
এ কথা শুনিয়া রাজা বোলে সবিস্মিত।
ষাটি সহস্র পুত্র মৈল ঘোড়ার নিবিত॥
কেমনে আনিবা ঘোড়া সেই মুনি ঠাই।
বংশ রক্ষা আছ মাত্র তোহ্মাহো হারাই॥
শুনিয়া রাজার কথা বোলে অংশুমান।
স্তুতি করি আনিব ঘোড়া মুনি বিদ্যমান॥
আজ্ঞা পাই মুনি স্থানে জাএ অংশুমান।
দূরে থাকি স্তুতি করে সঘন প্রণাম॥
নিকটে হইয়া স্তুতি করিলা বিস্তরে।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈআ বোলে ধীরে ধীরে॥ ১৯৫

পরম ব্রহ্ম তুহ্মি তুহ্মি জ্যোতির্ম্ময়।
তুহ্মি ত পরম জ্ঞানী সত্য মহাশয়॥
তপের বিধান তুহ্মি তপস্বী আপনি।
তোহ্মার তপস্যা সম নহে কোন মুনি॥
নানা মতে স্তুতি তার শুনিয়া তখন।
সদয় হইআ মুনি বুলিলা বচন॥
কোন বর চাহ শিশু কহত কারণ।
আহ্মারে এথেক স্তুতি কর কি কারণ॥
আজ্ঞা পাইয়া অংশুমান বোলে ধীরে ধীরে।
ঘোড়া পাইলে যজ্ঞ সাঙ্গ করে নরবরে॥ ৮০৩
এ কথা শুনিয়া মুনি বড়হি সদয়।
অশ্ব নিবারে আজ্ঞা কৈলা মহাশয়॥
অশ্ব লৈয়া জাএ শিশু নাহি কোন ভয়।
ইন্দ্রে হরিয়া অশ্ব আনিল এথাএ॥
অশ্ব পাইয়া অংশুমান বোলে আরবার।
ষাটি সহস্র পুরুষের কেমতে উদ্ধার॥
তোহ্মা শাপে ভস্ম হৈআ গেলেন অধপাতে।
পরলোক নিস্তার তারা হএ কোন মতে॥
শুনিয়া ত মহামুনি বোলে সকরুণে।
উদ্ধার হইব সব গঙ্গা দরশনে॥ ৮০৫
তিন পুরুষে গঙ্গা সেবিবা একচিত্তে।
ভগীরথ হোতে গঙ্গা আসিবেন পৃথিবীতে॥
সেই গঙ্গাজলবিন্দু পরশ পাইয়া।
ষাটি সহস্র রথে জাইব দেবরূপী হৈয়া॥

এই বর পাইয়া চলিলা অংশুমান।
অশ্ব আনিয়া দিলা রাজা বিদ্যমান॥
অশ্ব পাইয়া রাজা হৈলা আনন্দিত।
গঙ্গার প্রসঙ্গ শুনি হৈলা চমকিত॥
সেইত ঘোটকে যজ্ঞ করিলা বিধানে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ করিলা ব্রাহ্মণে॥ ৮১০
যথাবিধি দান কর্ম্ম কৈলা নৃপবর।
অসমঞ্জে রাজ্য দিয়া ছাড়ে কলেবর॥
অসমঞ্জা মহারাজা সাজে রাজ্যখণ্ড।
সকল রাজ্যেতে একছত্র নব দণ্ড॥
তেনমতে রাজ্য সব সাজে নিজ বলে।
অংশুমান গঙ্গা হেতু তপস্যারে চলে॥
অংশুমান রাজ্যভোগ করি কথ কালে।
গঙ্গা আরাধন হেতু তপস্যারে চলে॥
চিরকাল তপ করিলা অংশুমান।
পূর্ব্ব পুরুষ মোর উদ্ধার ভগবান্॥ ৮১৫
বর পাইল অংশুমানে গঙ্গার কারণে।
তোর পৌত্র ভগীরথে গঙ্গা নিব নিজ গুণে॥
এই বর পাইয়া তপ করিয়া চলিল।
দিব্য শরীর ধরি পরলোকে গেল॥
অংশুমানের পুত্র দিলীপ নামে রাজা।
পিতার সমান বীর বলে মহাতেজা॥
এই মতে রাজ্য করিল নিজ বলে।
গঙ্গা আরাধন হেতু তপস্যারে চলে॥

চিরকাল মহাতপ করিল বিশাল।
ভগীরথ নামে পুত্র হইল তাহার॥ ৮২০
ভগীরথ জন্ম অদ্ভুত কথন।
সংক্ষেপে কহিব কিছু পুরাণ বচন॥
অপুত্রক রাজার পুত্র নাহি সংসারে।
তপস্যারে গেল দুই স্ত্রী থুইয়া ঘরে॥
পুত্র হেতু দুই নারী পূজে দিবাকর।
অধিষ্ঠান হইয়া সূর্য্য দিলা সেই বর॥
মদনমোদক বড়ি দিলা খাইবারে।
এহারে খাইলে দুহা হইব কুমারে॥
এথ বলি দিবাকর গেলা নিজালয়।
বর পাইয়া দুই জন সানন্দ হৃদয়॥ ৮২৫
সেই বড়ি খাইআ মাত্র দুহা হৈলা ভোল।
মদনে পীড়িত হৈয়া দুহে দেহি কোল॥
দুহার সঙ্গমে এক জন্মিল কুমার।
ভগীরথ নাম করি থুইল তাহার॥
অস্থি নাহি ভগীরথ তনু সুকোমল।
মাংসের শরীর অতিশয় মনোহর॥
এক দিন অগস্ত্য আইলা দেখিবারে।
তাহান পরশে হৈল অস্থির সঞ্চারে॥
দিলীপে করিলা তপ বহু উপবাসে।
দেহ ছাড়ি পশ্চাতে পাইল স্বর্গবাসে॥ ৮৩০
ভগীরথ হৈলা রাজা পৃথিবীমণ্ডলে।
মুনি ঋষি দেবগণ আইসে দেখিবারে॥

চিন্তিয়া চৈতন্ত-চন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

পাহি রাগ।

এক দিন নারদ মুনি　　হরিস হইয়া পুনি
গেলা মুনির সদন।
দেখিলেন্ত ধর্ম্ম রায়　　কর্ম্মভোগ ভোগাএ
পাপ জথ জীবের সঞ্চয়॥
চারি ভিতে চারি দ্বার　　দিব্য পুরী অন্ধকার
ঘোর নরক স্থানে স্থানে।
মহারৌরব পুরে　　জীবে কোলাহল করে
আসিয়া দেখিল বিদ্যমানে॥
দেখিআ নারদ মুনি　　যমে মনে মনে গুনি
কি কারণে আইলা মুনিরাজ।
সুরপুর নরলোক　　কার কিবা দুঃখ শোক
স্বরূপে কহিবা মোরে কাজ॥ ধ্রু॥　　৮৩৫
কহিলা সকল কথা　　জেই জেন মতে তথা
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন।
মুনির বচন শুনি　　হরসিত যম পুনি
নিবেদিল প্রণতি কারণ॥
সেই ত পুরীর মাঝে　　জথেক নারকী আছে
সকল দেখিল মুনিবর।
অসিপত্র কুম্ভীপাকে　　ঘোর নরকেত থাকে
জীব সব হইছে বিকল॥

তপ্ত লোহা দেহি দেহে ধরি ধরি কেহো লেহে
তাম্রশলাকা দেহি কার চক্ষে।
অগ্নির কুণ্ডেত পেলি উপরে লোহার বারি
মুখে অগ্নি ঝলকে ঝলকে॥
মহারৌরবেত থাকি বিপরীত ডাকাডাকি
নরকে পচিয়া জীব পড়ে।
কীট পতঙ্গে খাএ মুষল মুদ্গর ঘাএ
পাতকী জীবন নহি ছাড়ে॥
নরকেত জথ জন হইয়া জে অচেতন
দেখি চিন্তিত মহামুনি।
সগরের তনয় ব্রহ্মশাপে ভস্মময়
সেই লোক দেখিল তখনি॥ ৮৪০
দেখিয়া তা সভার দুঃখ অন্তরে বিদরে বুক
কোন মতে হইব নিস্তার।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গামঙ্গল অবতার॥

—o—

পয়ার।

পুছিলেন্ত নারদে জে ধর্ম্মের বিচার।
কোন পাপী ভুঞ্জে পাপ দক্ষিণ দুআর॥
সেই সব কথা যম কহত নিশ্চয়।
জীবের দুর্গতি দেখি পরম সংশয়॥
যমে বোলে মুনিরাজ শুনহ কারণ।
পাপপুণ্য বিচারি আহ্মি মনুষ্য-জীবন॥

হইয়া মনুষ্য জন্ম নহি করে ধর্ম্ম।
আপনা ইচ্ছাএ সেই ভুঞ্জে নিজ কর্ম্ম॥ ৮৪৫
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পাপ করে জথ জন।
প্রায়শ্চিত্ত কৈলে পাপ হএ বিমোচন॥
বিনি প্রায়শ্চিত্তে পাপ না ঘুচে সংসারে।
সেই পাপী ভুঞ্জে আসি দক্ষিণ দুয়ারে॥
চৌরাশী সহস্র নরক আছে একে একে।
ভুঞ্জএ পাতক পাপী নরক এই লোকে॥
ব্রহ্মবধ সুরাপান করে জথ জনে।
ব্রাহ্মণের স্বর্ণ সেই হরএ সজ্ঞানে॥
গুরুপত্নী হরে জেই হইয়া দুষ্টমতি।
পঞ্চ মহাপাতকী জেবা এহার সংহতি॥ ৮৫০
এই পঞ্চ পাতকীর নাহি পরিত্রাণ।
প্রাণান্তি প্রায়শ্চিত্ত ইহার বিধান॥
ব্রহ্মবধি অগ্নিকুণ্ডে পোড়ে চিরকাল।
প্রাণ ছাড়ে পাপী বিষম প্রগার॥
সুরাপান করিয়া পাতকী জথ মরে।
অগ্নিসম মদ্য তাহার মুখেত জে ভরে॥
সুবর্ণ করএ চুরি পাতকী একবার।
লোহার মুষল ঘাতে তাহার প্রহার॥
গুরুপত্নী সকামে জেই করএ সঙ্গম।
তপ্ত লোহার দেহে দেহি আলিঙ্গন॥ ৮৫৫
এহার সংসর্গ পাতকী জেই জন।
অশেষ প্রকারে পাপ ভুঞ্জে সর্ব্বক্ষণ॥

গোবধ স্ত্রীবধ নরবধ করে।
অসিপত্র নরকেত শরীর বিদারে॥
আসাতত্ত (?) জেই জনে নহি করে দান।
দিতে জে নিষেধ করে নরকেত স্থান॥
স্ত্রী হইয়া স্বামীসেবা না করে জেই জন।
অঘোর নরকে তার অবশ্য গমন॥
পতিব্রতা ধর্ম্ম ছাড়ি করে দুরাচার।
সর্ব্ব কাল পাতকী সেই নাহিক নিস্তার॥ ৮৬০
স্বামী বিদ্যমানে জেই নারী করে জার।
ভুঞ্জএ অশেষ পাপ দক্ষিণ দুয়ার॥
দুঃখিত আতুর বৃদ্ধ স্বামী নারী ছাড়ে।
মহাপাপরাশি সে ভুঞ্জে যমদ্বারে॥
বন্ধু বান্ধব সুত না করে পালন।
কন কালে পাপ তার না হএ মোচন॥
ডাকিনী হইয়া জেবা রক্তপান করে।
অগ্নিবর্ণ জোকে খাএ কুণ্ডের ভিতরে॥
স্বামীরে লুকাইয়া স্ত্রী মিষ্ট দ্রব্য খাএ।
সেহো পাপী ভুঞ্জে পাপ আসিয়া এথাএ॥ ৮৬৫
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে বহে গঙ্গামঙ্গল॥
মিথ্যা সাক্ষি দেহি জেবা সীমা লঙ্ঘন করে।
নরকে পচিয়া পড়ে দক্ষিণ দুয়ারে॥
স্থাপ্য হরণ করে হরে পরধন।
ডাকা চুরি জীব বধ করে জেই জন॥

রণেত কাতর হইআ পলাইআ জাএ।
সেহো পাপী ভুঞ্জে পাপ আসিআ এথাএ ॥
অসন্ত লোকেত সঙ্গ করএ অধম।
অন্যায় করিয়া নাহি যুঝে সম ॥ ৮৭০
খুড়ী জেঠী পিসী মাতুলানী আর মাসী।
এ সব হরণে পাপ হএ রাশি রাশি ॥
ভ্রাতৃবধূ পুত্রবধূ ভগিনী।
এ সব হরণে পাপ ভুঞ্জএ পরাণি ॥
শাশুড়ি শালানি মাতা চাহে কামাতুরে।
এহার নিস্তার নাহি কোন পুরে ॥
আপনার কন্যা হরে অকুমারী নারী।
মহাপাপরাশি ভুঞ্জে এই যমপুরী ॥
শূদ্রে ব্রাহ্মণী হরে ব্রাহ্মণে শূদ্রজায়া।
দক্ষিণ দ্বারে নিয়া ভুঞ্জাএ পাপকুয়া ॥ ৮৭৫
গুরু ব্রাহ্মণ দেখি জেবা না করে প্রণাম।
পরিত্রাণ নাহি পাপে ভুঞ্জে অনুপাম ॥
গুরুজন নিন্দা করে করে অবজ্ঞান।
ঘোর নরকে তার অবশ্য পয়ান ॥
গুরু ব্রাহ্মণ সঙ্গে জে করে বিবাদ।
অশেষ প্রকারে পাপ বড়হি প্রমাদ ॥
গুরু ব্রাহ্মণদিগে ক্রোধদৃষ্টি চাহে।
তাম্রশলাএ চক্ষু বিদরে সদাএ ॥
ব্রহ্মশাপে মরে জেবা হএ ভস্মময়।
তাহার সমান পাপী নাহিক নিশ্চয় ॥ ৮৮০

সগরের তনয় হইল ভস্মরাশি ।
নরকে পচিয়া পড়ে কথ কাল আসি ॥
আর সব পাপীর পাপ হএ বিমোচন ।
ভুঞ্জিলে ত কর্ম্মভোগ অবশ্য খণ্ডন ॥
ব্রহ্মশাপ হোতে নাহি অব্যাহতি ।
বিনি গঙ্গা দরশনে নাহিক মুকতি ॥
সংক্ষেপে কহিল কিছু পাপের কথন ।
পুণ্যকথা কহি কিছু পবিত্র কর মন ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল ।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল ॥ ৮৮৫

—০—

গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর জাএ পূর্ব্ব দ্বারে ।
যক্ষ সিদ্ধ গুহ্যক সব জথা তথা মরে ॥
দেবতা মন্দিরদ্বারে জেই নিত্য (নৃত্য) করে ।
পূর্ব্ব দ্বারে স্বর্গে জাএ বড় কুতূহলে ॥
নিরন্তর সত্য বাক্য বোলে জেই জন ।
জপ তপ দেব বিপ্র করে সন্তর্পণ ॥
শীতে অগ্নি জ্বালি দেহি বস্ত্র ওরন ।
উত্তর দ্বার স্বর্গ তাহার গমন ॥
পথশ্রম দেখি জেবা দেহি অন্ন পাহ্নি (পানি) ।
অতিথি দেখিআ বোলে মিষ্ট বাণী ॥ ৮৯০
দেব পিতৃমাতৃ সেবা জেবা নরে করে ।
সেই লোক মুক্ত জাএ উত্তর দুয়ারে ॥

সুবর্ণ ভূমি দান রজত কাঞ্চন।
অন্ন দান জল দান করে জেই জন॥
আসন পাদুকা ছত্র শৃঙ্গি দান করে।
সেই লোক মুক্ষ (মোক্ষ) জাএ উত্তর দুয়ারে॥
কুটুম্ব সোদর জ্ঞাতি জে করে পালন।
কন্যাদান গজ অশ্ব দেহি মহাধন॥
অনাথ দুর্ব্বল রাখে ভয়ঙ্কর জন।
উত্তর দুয়ারে স্বর্গ তাহার গমন॥ ৮৯৫
নানা ব্রত ধর্ম্ম করে ন্যায়-যুদ্ধে মরে।
সজ্ঞানে অজ্ঞানে কার বৃত্ত (বিত্ত) নাহি হরে॥
রণস্থলে মরে জেবা হএ সত্ববান।
গৌরীলোকে এই পথে তাহার পয়ান॥
জেই জনে হর-গৌরী দেব সেবা করে।
জেই জনে তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমে নিরন্তরে॥
বিষ্ণুচক্রে মরে জেবা পুণ্য দান করে।
ব্রহ্মাবিষ্ণুলোকে জাএ উত্তর দুয়ারে॥
স্বামী সঙ্গে অনুমৃতা হএ জেই নারী।
আউট কোটী বৎসরে সেই থাকে স্বর্গপুরী॥ ৯০০
পাতকী হইয়া জেবা তীর্থক্ষেত্রে মরে।
সর্ব্ব পাপমুক্ত হৈঞা জাএ সুরপুরে॥
বিষ্ণুরে প্রণাম করে তুলসী সেবন।
গো ব্রাহ্মণ হেতু জেবা ছাড়এ জীবন॥
দুঃখিত আতুর জেবা করএ পালন।
পশ্চিম দ্বারেত স্বর্গ তাহার গমন॥

শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

ডিঘি পুষ্করিণী দেহি আলি জাঙ্গাল।
সেই লোক মুক্ষ (মোক্ষ) জাএ পশ্চিম দুয়ার॥ ৯০৫
বিষ্ণুর মণ্ডপ দিয়া জে করে সেবন।
বিষ্ণুলোকে এই পথে তাহার গমন॥
বিষ্ণুভক্ত নাচে গাএ পুলকে আকুল।
পারিষদ হইয়া সেই থাকে বিষ্ণুপুর॥
শিবের মণ্ডপ দিয়া পূজা করে তারে।
শিবলোকে জাএ সেই উত্তর দুয়ারে॥
দুর্গার মণ্ডপ দিয়া জেবা করে পূজা।
গৌরীলোকে এই পথে জাএ মহাতেজা॥
বিষ্ণুর ভকত লোক জে করে সেবন।
পরম ভকতি শ্রদ্ধা হইয়া একমন॥ ৯১০
স্মরণ কীর্ত্তন আদি জেবা নরে করে।
সেই লোক মুক্ষ (মোক্ষ) জাএ পশ্চিম দুয়ারে॥
আপনার ধর্ম্ম জেই ন ছাড়ে ব্রাহ্মণ।
দান ধ্যান আদি করে যজন যাজন॥
নিজ ধর্ম্মে সর্ব্ব লোক জাএ সুরপুরে।
করিয়া উত্তম কর্ম্ম এ ভব সংসারে॥
দ্বাদশী পুণ্য তিথি করে ব্রতধর্ম্ম।
শাস্ত্রবিহিত কিছু না ছাড়ে কর্ম্ম॥

অশেষ পুণ্য জে করে সঞ্চয়।
স্বর্গলোকে গিয়া ভুঞ্জে পুণ্য অতিশয়॥ ৯১৫
এথেক শুনিয়া মুনি যমের মুখেতে।
সদয় হইয়া মুনি লাগিলা কহিতে॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

মল্লার রাগ।

চারি দ্বারের কথা শুনি উঠিলা নারদ মুনি
দেখিবারে শমন-নগরী।
এক লক্ষ যোজন চারি ভিতে আয়তন
বিচিত্র নির্ম্মাণ সেই পুরী॥ ধ্রু॥
বৈতরণী নদীতীরে বেড়ি আছে চারি ভিতে
তপ্ত শোণিত (ধার ?) বহে।
সহস্র যোজন আড়ে গহন গম্ভীর ধারে
মকর কুম্ভীর ঘর তাহে॥
সোনার প্রাচীর শোভে সহস্র যোজন উভে
সুবর্ণ কলস সারি সারি।
মণি মুকুতামালা নামিআছে ঝরা ঝরা
বিচিত্র পতাকা উপরি॥ ৯২০
দেখিলা জে পূর্ব্বদ্বার দিব্যরূপ প্রতিহার
হীরা মণি মাণিক্য নির্ম্মাণ।
নাচে বিদ্যাধরীগণ গন্ধর্ব্বে করে গায়ন
শতে শতে বিমান যোগান॥

শ্বেত চামর হাতে নিত্য নারী শতে শতে
চারি ভিতে চামর ঢুলাএ।
পরম আনন্দ বেশে যম তথা বসিআছে
মহামুনি মিলিয়া সভায়॥
উত্তর দুয়ার দেখি বিচিত্র ধাতু হেন লেখি
তেনমতে দেখিলা তথাএ।
শতে শতে ঘণ্টা বাজে গন্ধর্ব্ব কিন্নর রাজে
বিদ্যাধরী মিলিয়া নাচএ॥
ফটিক রুদ্রাক্ষ হাতে * * *
যম আছে আনন্দ স্বরূপে।
পশ্চিম দ্বার মাজে শঙ্খ দুন্দুভি বাজে
যম তথা আছে বিষ্ণুরূপে॥
পশ্চিম দ্বারে সুশোভন দেখিলা * *
ইন্দ্রনীলমণি স্থানে স্থানে।
বিদ্যাধর নাচে তাএ গন্ধর্ব্বে নাচে গাএ
হাতে শ্বেত চামর সাজনে॥ ৯২৫
দেখিলা বিচিত্র পুরী শতে শতে নগরী
অমরা জিনিয়া অতিশয়।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা-মঙ্গল রসময়॥

—o—

পয়ার।

তিন দ্বারে তিন-ভিতে দেখিল সুন্দর।
দক্ষিণ দ্বারেত আসি দেখিলা মুনিবর॥

ঘোর অন্ধকার পুরী নাহি রাত্রি দিন।
দ্বার নিকটে নদী বড়হি গহিন॥
রক্ত নদী বৈতরণী তরঙ্গ বিশাল।
তাহাতে ভাসিয়া জীব পড়িছে অপার॥
দুই কূলে ভুত সব আইসে সারি সারি।
মারিয়া কাটিয়া জীব পেলাএ বিস্তারি॥ ৯৩০
শতে শতে চিল কাক গৃধিনী শকুনী।
হরিআ গাএর মাংস খাএ টানি টানি॥
কাটা খোচা খুর পথে আছএ ভরিয়া।
হাটিয়া জাইতে জীব পেলিছে চিরিয়া॥
দ্বার জুড়িয়া আছে কুকুর শৃগাল।
মহিষ ভালুক গণ্ডা ব্যাঘ্র বিড়াল॥
বড় ভয়ঙ্কর পুরী দেখিল দক্ষিণ।
পরিত্রাণ হেতু তথা নাহি কিছু চিন॥
এইরূপে দেখিল মুনি সেই পুরীখান।
বিদায় করিয়া মুনি গেলা নিজ স্থান॥ ৯৩৫
সকল জীবের হেতু উপকার লাগি।
আপনি ত মহামুনি হৈলা অনুরাগী॥
পৃথিবীমণ্ডলে মুনি আইলা অলক্ষিতে।
সূর্য্যবংশে মহারাজা আইলা দেখিতে॥
আসিয়া নারদ মুনি রাজারে বুঝাই।
পুর্ব্বপুরুষের কথা তোহ্মা তরে কহি॥
ষাটি সহস্র পুরুষ ঠেকিল ব্রহ্মশাপে।
সে সব পুরুষ তুহ্মি মুক্ত কর পাপে॥

তুহ্মি গঙ্গা আরাধনা কর একমনে।
তোহ্মার তপে গঙ্গা দেবী আসিবেন আপনে॥ ৯৪০
শুনিয়া নারদের কথা বোলে ভগীরথ।
পূর্ব্বপুরুষের কথা তপ মনোরথ॥
কনে (কোনে) করিব তপ কেমন উপায়।
কেমনে হইব সিদ্ধি তপ অতিশয়॥
মুনি বোলে ভগীরথ শুনহ কারণ।
তবে আরাধিবা তুহ্মি দেব নারায়ণ॥
অষ্টাক্ষর মন্ত্র জাপ কর একমতি।
তুষ্ট হইয়া অধিষ্ঠান হৈব শ্রীঅপর্তি॥
রাজা বোলে মুনি মোরে কর অভিমত।
অষ্টাক্ষর মন্ত্র হএ কোন বর্ণগত॥ ৯৪৫
কোন রূপ নারায়ণ কেমন আকার।
তোহ্মার প্রসাদে মুঞি নিস্তারো সংসার॥
মুনি বোলেন শুন রাজা কহি সারোদ্ধার।
ভক্তি করি ধর যদি তরিবা সংসার॥
নমো আদি চতুর্ব্বর্ণ নারায়ণপদ।
ওঁকার পূর্ব্বক করি মন্ত্র মহৌষধ॥
এহাতে অখিল পাপী হএ বিমোচন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হএত সাধন॥
দূর্ব্বাদল শ্যাম তনু এ পীত বসন।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বনমালা বিভূষণ॥ ৯৫০
কিরীট মুকুট মণি মকর কুণ্ডল।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজধর॥

এইরূপ নারায়ণ দেখিবে জখনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি তোক্ষার হইব তখনে॥
এই কথা শুনি রাজা বড় হৃষ্ট মন।
পুনরপি পুছিতে লাগিলা তত ক্ষণ॥
তপের প্রভাব আক্ষি কিছুই না জানি।
কোন তপ কৈলে তুষ্ট হৈবেন চক্রপাণি॥
কোনখানে তপ কৈলে তপ সিদ্ধি হএ।
কেমতে করিব ভক্তি প্রণতি নিশ্চয়॥ ৯৫৫
কোন তপ কৈলে প্রভু হৈব অধিষ্ঠান।
কেমত নিয়ম তপ করিব বিধান॥
কথাএ আছেন গঙ্গা আসিবেন কোনমতে।
কেমতে দেখিমু গঙ্গা আপনা সাক্ষ্যাতে॥
তোক্ষার মুখেত কথা শুনিলাম অখন।
কেমতে হইব সিদ্ধ কহত কারণ॥
মুনি বোলে ভগীরথ শুনহ সকল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

ভাটিয়াল রাগ।

আরে ভগীরথ চল ঝাটে গঙ্গা আরাধনে।
তোরে উপদেশ দি শুভক্ষণে॥ ধ্রু॥ ৯৬০
হিমালয় তপের নিধান।
তথা তপ কর হইয়া সাবধান॥
দক্ষিণ শিখরে হিমালয়।
তথা তপ কৈলে তপ সিদ্ধি হয়॥

প্রথমে সেবিবে শ্রীহরি।
দেখা দিব শঙ্খচক্রধারী॥
প্রভুর ঠাই মাগিবে এই বর।
গঙ্গা দেবী দিবেন ঈশ্বর॥
বর কিছু না মাগিএ আর।
গঙ্গা হোতে পাইবা নিস্তার॥ ৯৬৫
প্রভু স্থানে পাইয়া এই বর।
ব্রহ্মার সেবা করিবা তৎপর॥
তপস্তাএ ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া।
তোরে বর দিবেন আসিয়া॥
তবে ত করিবে শিব সেবা।
তবে তুষ্ট হৈব তিন দেবা॥
আছএ গঙ্গা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
দ্রবরূপে প্রভুর শরীরে॥
ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডিল হরি নখে।
সেই পথে আইলা দেবলোকে॥ ৯৭০
আছেন গঙ্গা সুমেরু-শিখরে।
গহন গভীর খর ধারে॥
নাম ধরিলা মন্দাকিনী।
সুরপুরে আছেন আপনি॥
শিবের নন্দিনী মন্দাকিনী।
শিবের অংশ সমুদ্র আপনি॥
গঙ্গার ইচ্ছা আছে আসিবারে।

তোহ্মারে কহিল উপদেশ।
তপোবনে করহ প্রবেশ॥ ৯৭৫
গঙ্গা ভাবিয়া একমন।
দ্বিজ মাধব বিরচন॥

—০—

পয়ার।

এথেক বলিয়া মুনি চলিলা সত্বর।
পাইয়া মুনির আজ্ঞা চলে নৃপবর॥
শাসিয়া সকল রাজ্য না কৈলু পালন।
তপ করিবারে আহ্মি জাই তপোবন॥
পাত্র অমাত্যগণ আনিয়া মহাবল।
রাজ্যের পালন কথা কহিলা সকল॥
যার জেন মত কার্য্য নিয়োজিয়া রাখি।
পুরীর ভিতরে লোক না হইয় দুঃখী॥ ৯৮০
তপোবনে জাই আহ্মি সাধিবারে কাজ।
যার জেন মত কার্য্য নীতি ধর্ম্ম রাখিয় সমাজ॥
তপ সিদ্ধি হইলে আহ্মি আসিবাম দেশে।
তোহ্মারা পালিয় রাজ্য প্রকার বিশেষে॥
তপস্যা করিয়া যদি আসি আরবার।
তবে সে দেখিব আহ্মি বন্ধু পরিবার॥
তপ সিদ্ধি না হইলে দেহ ছাড়িব তথাএ।
ধৈর্য্য মনে রাজ্য পাল না করিয় ভয়॥
মুনি ঋষি গুরু জন করিয় প্রণতি।
সভা আশীর্ব্বাদে কার্য্য-সিদ্ধি হইব সম্প্রতি॥ ৯৮৫

শুভ ক্ষণ শুভ দিন করিয়া নিশ্চয় ।
তপ করিবারে যাত্রা কৈলা মহাশয় ॥
শুভসূচক কিছু দেখি নরপতি ।
পরম সানন্দে যাত্রা কৈলা শীঘ্রগতি ॥
তপের প্রভাব মনে জানিলা কারণ ।
কার্য্য সিদ্ধি হৈব হেন বুঝিল লক্ষণ ॥
ভুবনপাবন কথা পরম মঙ্গল ।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল ॥

—০—

কর্ণাট রাগ ।

ভগীরথ মহারাজ ছাড়িলা সকল রাজ
প্রথম বয়স নরপতি ।
পাত্র অমাত্যগণ আনিয়া ত নিয়োজন
পরিবার সমর্পিলা তথি ॥ ৯৯০
পালিয় রাজ্যের ধর্ম্ম না করিয় অপকর্ম্ম
নীতিশাস্ত্রেত জেই আছে ।
আহ্মি জাই তপোবনে পালিয় সকল জনে
দুঃখ পাই থাকে কেহো পাছে ॥
রাজার বচন শুনি লোক সব মনে গুণি
করিলা আপনা নিবেদন ।
রাজার মহিষীগণ হইয়া ত সকরুণ
আসিয়া করিলা দরশন ॥
রাজা জাএ বনবাসে লোক ধাএ চারি পাসে
দেখিবারে সকরুণমনে ।

লোকেরে বিদায় দিয়া নিজ রাজ্য এড়াইয়া
প্রবেশিলা গহন কাননে ॥
নিজ তপ বাহুবলে পর্ব্বত কাননে চলে
নিজ সুখে পরম নির্ভয় ।
ব্যাঘ্র ভালুক সিংহ দেখিআ ত নিশঙ্ক
তপোবনে জাএ মহাশয় ॥
জাএ রাজা তপোপথে মনে কিছু নাহি ব্যথে
পরম হরিস নিরন্তরে ।
করিমু উৎকট কর্ম্ম * * *
ভজিমু গিয়া দেব দামোদরে ॥ ৯৯৫
হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া পরম তপস্বী হইয়া
রহিলা রাজা দক্ষিণ শিখরে ।
হিমে তনু জর জর শুখাইল কলেবর
প্রভু ধ্যান করে নিরন্তরে ॥
ব্রহ্মা করিয়া মন নিরবধি আরাধন
ধ্যান ধারণা সাবধানে ।
তপ করে মহাশয় হইয়া ত নির্ভয়
মাধবে এহ রস গানে ॥

—০—

পয়ার ।

বরিষা বাতাস ঘর্ম্ম শীতে তাপিত ।
সহিয়া তপ করে পরম পিরীত ॥
শ্বাস শোধন প্রণাম নিরন্তর ।
অঙ্গন্যাস করিয়া শোধএ কলেবর ॥

ধ্যান ধারণা করি সমাধি দিল মন।
নিরবধি ভাবে এক প্রভুর চরণ॥ ১০০০
হিমালয় মহাগিরি তপের নিধান।
তপ কৈলে তপ সিদ্ধি কভো নহে আন॥
বিনি তপে তপ সিদ্ধি জে জন আশ্রয়।
হিম সহিলে ধর্ম্ম সকল সঞ্চয়॥
সর্ব্বগুণ ধরে পর্ব্বত হিমালয় দেশ।
এহারে সহিলে পাএ পরম সন্তোষ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব বৈসত শিখরে।
নানা ক্রিয়া নিত্য (নৃত্য) গীত গান মনোহরে॥
নানা পক্ষী পশু মৃগ বেড়াএ গহনে।
সিংহ ভালুক হস্তী গণ্ডা এক স্থানে॥ ১০০৫
হিংসকে না করে হিংসা তপোবনের বলে।
ভক্ষকে ভক্ষকে বাস একত্র সর্ব্বকালে॥
পর্ব্বতের জথ গুণ কি কহিতে জানি।
পর্ব্বতের চারি পাশে বৈসে ঋষি মুনি॥
সকল পর্ব্বত মধ্যে আপনে ঈশ্বর।
হিমালয় মহাগিরি গুণের সাগর॥
এহেন পর্ব্বতে ভগীরথ মহারাজ।
সর্ব্বভোগ ছাড়ি আছে সাধিবারে কাজ॥
বৃক্ষ বাড়িলে জেন বিস্তর ফল ধরে।
উৎকট তপস্তা করে সাম্য লভিবারে॥ ১০১০
জনমে জনমে তপ করিল বিস্তর।
তথির কারণে তপ স্থির বহুতর॥

ভাবিতে ভাবিতে মন হইল নির্ম্মল।
পরিধান পরিয়াছে বৃক্ষের বাকল॥
নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা প্রশান্ত শরীর।
অতিশয় কৃসান তনু বহুত গম্ভীর॥
আত্মা পরিচয় হৈল সম দরশন।
কোনহি জীবেরে রাজা নাহি ভাবে ভিন॥
একান্ত ভকত রাজা স্থিরন্তর মতি।
প্রভু দরশনে তপ করে নিরবধি॥ ১০১৫
একমনে তপ কৈলা দ্বাদশ বৎসর।
নিরবধি ভাবে রাজা দেব দামোদর॥
এমন রাজার তপ জানিআ নিশ্চয়।
দরশন দিতে প্রভু হইলা সদয়॥
তপ করে ভগীরথে আহ্মার লাগিয়া।
দিব দরশন আজু চতুর্ভুজ হৈআ॥
মনোরথ সিদ্ধি তার করিব আপনে।
জেই বর চাহে রাজা দিব বিদ্যমানে॥
এ বোল ভাবিআ প্রভু সেইত পর্ব্বতে।
গরুড় বাহনে দেখা দিলা জগন্নাথে॥ ১০২০
প্রভু দেখি ভগীরথে অতি সুসম্ভ্রমে।
শতে শত দণ্ডবত করিয়া প্রণামে॥
ভকতি প্রণতি করি ভাগ্য হেন মানি।
কি বলিব মহারাজা হেন নহি জানি॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

পটমঞ্জরী রাগ ।

ভকত লাগিয়া প্রভু হইলা অধিষ্ঠান ।
চতুর্ভুজ রূপে প্রভু হইলা বিদ্যমান ॥
নবজলধর শ্যাম কলেবর ।
কিরীট শোভিয়াছে মস্তক উপর ॥ ১০২৫
নানা বর্ণে বান্ধি ঝুটা অবতংস সাজে ।
অলকা তিলক ভালে সঘন বিরাজে ॥
পূর্ণিমার চান্দ জিনি বয়ানমণ্ডল ।
শ্রবণে মকর দোলে রতন-কুণ্ডল ॥
রতন বিচিত্র বলয়া চারি করে ।
বিচিত্র রতনমণি অঙ্গুরী অঙ্গুলে ॥
হৃদয়ে কৌস্তুভমণি শ্রীবৎস দীপতি ।
পীত বসন কটি তড়িতের জ্যোতি ॥
কটিতে শোভিয়া আছে রতন বসনা ।
হৃদয়ে বৈজয়ন্তী মালা অরুণকিরণা ॥ ১০৩০
রজত-জড়িত নপুর দুই পাএ ।
উপরে মকর দোসর শোভে তাএ ॥
পদতলে করণ শোভে অরবিন্দ ।
ভুখিল ভকত ভৃঙ্গ পিএ মকরন্দ ॥
এইরূপে অধিষ্ঠান হৈলা ভগবান ।
ভগীরথ মহারাজা দেখে বিদ্যমান ॥
পরম ভকতি স্তুতি করে একমনে ।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণে ॥

-০—

গান্ধার রাগ।

হরি বোল রে গোবিন্দ বোল রে
ভাই গোবিন্দ বোল রে॥ দিসা॥ ১০৩৫

সাক্ষাতে দেখিয়া ভগবান
উঠিয়া দাণ্ডাইলা বিদ্যমান।
অপরূপ রূপ গুণধাম
পরম ব্রহ্ম নিরুপাম।
অক্ষয় অব্যয় শরীর

কেবল শুদ্ধ সত্ত্বধাম
পরম কারণ গুণবান।
সৃজন-পালন-ক্ষয়কারী
তিন গুণে তিন রূপধারী। ১০৪০
অসীম করুণা জগন্নাথ
লক্ষ্মী পারিষদগণ সাথ।
হিমালয় পর্ব্বত উপর
প্রকাশ করিলা সেই স্থল।
অদ্ভুত দেখিয়া ভগীরথ
স্তুতি করে ভাবি মনোরথ।
তুহ্মি সর্ব্ব জগত-আধার
তোহ্মার এই সকল সংসার।
অশেষে বিশেষে করে স্তুতি
দণ্ডবত পরম ভকতি। ১০৪৫

মনে মনে ভাবিয়া কারণ
দ্বিজ মাধবে বিরচন ॥

বরাড়ি রাগ ।

আএ প্রভু ভগবান
মোর পানে কর অবধান ।
কর জোড় শিরে করি
দণ্ডবত ভূমিগত পড়ি
তোহ্মার চরণে পরণাম ॥ ধ্রু ॥

জনমে জনমে পাপ জথ কিছু সন্তাপ
দূর গেল তোহ্মা দরশনে ।
তুয়া পদকমল পরশনে নিরমল
আজি মোর সাফল জীবন ॥
জে জন পাতকী হয়ে তুয়া গুণনাম লয়ে
সর্ব্বপাপে হএ সে মুকুতি ।
তোহ্মারে ভজিয়া নর অন্তরে ত জর জর
বঞ্চিত হইয়া করএ বসতি॥ ১০৫০
পাইয়া দুর্ল্লভ জন্ম না করএ তোহ্মা কর্ম্ম
মায়াপাশে বিমোহিত হইয়া ।
জেন পশু অন্ধকূপে পড়িআছে কর্ম্মপাকে
সংসার দেখে আপনা করিয়া ॥
নৃপতি-বচন শুনি হাসিয়া ত চক্রপাণি
বোলেন প্রভু হইয়া সদয় ।

*   *   *   *

শুনিয়া প্রভুর বাণী ভগীরথ নৃপমণি
বর মাগে প্রণতি আলাপে।
পূর্ব্ব পুরুষ মোর ষাটি সহস্র নরবর
ভস্ম হইল কপিলের শাপে॥
ব্রহ্মশাপের পাকে পড়িআছে নরকে
পরলোকে নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা দেবী দেয় মোরে লইয়া জাইমু সাগরে
তাহা সব হউক উদ্ধার॥
এই বর মাগে রাজা করিয়া প্রভুর পূজা
একমনে দড়াইয়া নিশ্চয়।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা-মঙ্গল রসময়॥ ১০৫৫

পয়ার।

ভকতি প্রণতি করি উঠি ভগীরথ।
স্তুতি করি বোলে রাজা পুর মনোরথ॥
ষাটি সহস্র পুরুষ ঠেকিল ব্রহ্মশাপে।
ভস্ম হইয়া পড়িয়াছে নরক মহাকূপে॥
তাহার উদ্ধার প্রভু কর ভগবান।
গঙ্গার নিধান তুহ্মি দেয় গঙ্গাদান॥
পৃথিবীতে গঙ্গা দেবী দেয় গঙ্গাদান।
লইয়া জাইমু গঙ্গা সমুদ্র দরশন॥

এথেক রাজার কথা শুনিয়া নারায়ণ।
হাসিআ ত জগন্নাথ বলিলা তখন॥ ১০৬০
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

ভাটিয়াল রাগ।

আরে ভগীরথ
আর বর মাগ ভগীরথ
তুহ্মি কি জানিবা গঙ্গার মহত্ব।
আহ্মি ব্রহ্মা আর মহেশ্বর
গঙ্গা তিন দেবের দোসর।
আর সব দেবের ঠাকুরাণী
গঙ্গা দেবী হরের শিরোমণি।
ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডিল পদনখে
সেই পথে আইলা দেবলোকে। ১০৬৫
আছেন গঙ্গা দেবের সমাজে
নিত্য আসি সেবে দেবরাজে।
গঙ্গা দেবী দেবের প্রধান
কেহো তার ন জানে বাখান।
এই মত প্রভুর বচন
দ্বিজ মাধব বিরচন॥

পয়ার।

প্রভু বোলেন ভগীরথ কতো নহে আন।
গঙ্গা বহি আর বর মাগ তুহ্মি দান॥
কোন রূপ গঙ্গা দেবী না জানি কারণ।
দ্রবরূপে সাক্ষাতে আপনে নিরঞ্জন॥ ১০৭০
পূর্ব্বে ভরিল নীর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
ব্রহ্মাএ রাখিলা নীর ব্রহ্মলোকের উপরে॥
বামনরূপে অবতার কশ্যপ-তনয়।
বলি ছলিবারে গেলাম তাহার নিলয়॥
তিন পদ ভূমি দান পাই তার স্থানে।
ত্রিবিক্রম হৈলাম তবে এই তিন ভুবনে॥
তিন পদ কৈল তবে তিন লোকে স্থিতি।
এক পদ পাতালেত আর পদ ক্ষিতি॥
আর পদ উঠিল ব্রহ্মলোকে।
সপ্ত স্বর্গ এড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ডে তবে ঠেকে॥ ১০৭৫
ব্রহ্মাণ্ড আছিল সুমেরু অগ্রভাগে।
চরণ-কমল-নখে ব্রহ্মাণ্ড তথা ভাঙ্গে॥
সেই জল গঙ্গা দেখি পড়িলা আকাশে।
বড় বেগবতী হইয়া ধাএ দশ দিশে॥
তপলোক জনলোক হইআ একে একে।
মন্দাকিনী হইয়া গঙ্গা আছেন দেবলোকে॥
শিবের গানেতে দেবী হৈলা নারায়ণী।
কেমতে আহ্মার ঠাই চাহ সুরধুনী॥

ব্রহ্মা শিব দুই জন কর আরাধন।
তবে সে পাইবা গঙ্গা কহিল কারণ॥ ১০৮০
এথেক প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া নিষ্ঠুর।
কান্দিতে লাগিল রাজা চিত্তে হইয়া দুর॥
কেনে বা জন্মিলু নির্ম্মল সূর্য্যবংশে।
বিধি বিড়ম্বিত হৈআ পড়িলু নৈরাশে॥
এহেন উত্তম রহিল খেয়াতি।
ষাটি সহস্র পুরুষ ব্রহ্মশাপে অধোগতি॥
সে সব পুরুষ মোর না হইল স্বর্গবাস।
কি কারণে কৈলু তপ হইতে নৈরাশ॥
তপস্যা করিতে আইলু ছাড়িয়া সংসার।
নিরাহারে তপ কৈলু দ্বাদশ বৎসর॥ ১০৮৫
তপের সাফল হৈল প্রভু দরশনে।
কার্য্য সিদ্ধি না হইল মোর বিফল জীবনে॥
মুহচ্ছিত হইয়া রাজা পড়িলা পাষাণে।
মনেত বিষাদ ভাবি তপ আরাধনে॥
ভগীরথ অচেতন দেখি ভগবান।
সদয় হইয়া প্রভু কহিলা বিধান॥
আজ্ঞা শুনি ভগীরথ অচেতন মন।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণ॥

—০—

বরাড়ি রাগ।

শুন ভগীরথ তোহ্মার মনোরথ
পুরিব সকল আহ্মি।

গঙ্গার কারণ কৈলা আরাধন
সে বর পাইবা তুম্হি ॥ ১০৯০

এই তিন ভুবন পূর্ব্বের স্বজন
উপরে ব্রহ্মার জে পুরী।
ব্রহ্মলোক বিধি * * *
রাখিলা ব্রহ্মাণ্ড ভরি॥

সত্যলোক নীর বড়হি গম্ভীর
অক্ষয় অব্যয় ধারা।
পড়িলা আকাশে চরণ পরশে
ফুটিল ব্রহ্মাণ্ড মালা॥

সেই ত কারণ ব্রহ্মার সদন
গঙ্গার পয়ান স্থান।
ব্রহ্মা আরাধন কর গিয়া পুন
তবে সে পাইবা বর দান॥

প্রভুর আদেশ পাইয়া বিশেষ
ভগীরথ নরপতি।
মাগে বর দান প্রভু বিদ্যমান
পুনরপি করি স্তুতি॥

ভকত-বৎসল ত্রিদশ-ঈশ্বর
তুম্হি প্রভু জগতের সার।
শুনহ ভকত মাধব-রচিত
গঙ্গা দেবীর অবতার॥ ১০৯৫

—০—

পয়ার।

ভগীরথে বোলে গোসাঞি করোঁ পরিহার।
তুহ্মি গঙ্গা দিলা মোরে কর অঙ্গীকার॥
প্রভু বোলেন ভগীরথ কভো নহে আন।
আহ্মি গঙ্গা দিলাম তোহ্মারে কৈল সম্বিধান॥
ব্রহ্মার সদনে ঝাটে চল নরপতি।
তান সেবা কর গিআ হৈয়া একমতি॥
এথেক বলিয়া প্রভু হইলা অন্তর্দ্ধান।
ভগীরথে তপ করে হইয়া একমন॥
তিন মতে ব্রহ্মারে করিল আরাধন।
ধ্যান ধারণা করি সমাধি দিল মন॥ ১১০০
উৎকট তপে ব্রহ্মা হইলা সদয়।
দরশন দিলা তবে আপনে মহাশয়॥
রাজার সমুখে ব্রহ্মা হইলা অধিষ্ঠান।
বর মাগ করিয়া বলিলা সম্বিধান॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া রাজা হরিস অন্তর।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—o—

কামোদ রাগ।

চতুর-বয়ন অষ্ট-নয়ন
অষ্ট কুণ্ডলধারী।
মুকুট চারি শিরে অতি ঝলমল করে
পরম ব্রহ্ম অবতারি॥

চারি বেদ মুখে সঘন বরিখে
কর্ম্ম ব্রহ্ম বিরচনা।
রক্ত উৎপল লোহিত কলেবর
রতন-জড়িত ভূষণা॥ ১১০৫
কমণ্ডলু-কর অক্ষয় মালা-ধর
নির্ম্মল যজ্ঞসূত্র বাস।
হংস-বাহন ত্বরিত গমন
আসিআ করিলা প্রকাশ॥
নৃপতি ভগীরথ সেই রূপ অদভুত
করিয়া মনে অভিলাষ।
স্তবন করে সুখে দেখিয়া সম্মুখে
গদ গদ ভেল ভাষ॥
সৃজন কারণ তুমি সে রজ গুণ
করিলে সকলি সংসার।
আদি উতপতি তুহ্মি প্রজাপতি
ভাজিলে করসি আকার॥
অশেষ প্রকারে নৃপতি স্তব করে
ভকতি করি পরিপাক (পরিহার?)।
হইয়া তুষ্ট মন কমলা আসন
বোলেন নৃপতি গোচর॥
মাগ বর দান শুনহ রাজন
পরম তপের কারণ।
গাএন মাধব ওই সে সাধব
তেকারণে লইলু শরণ॥ ১১১০

পয়ার।

পাইআ ব্রহ্মার আজ্ঞা রাজা ভগীরথ।
করজোড়ে স্তুতি করি বোলে মনোরথ ॥
ষাটি সহস্র পুরুষ হইল এককালে।
ব্রহ্মশাপে ভস্ম হইয়া রহিছে পাতালে।
তাহার উদ্ধার আর নাহি কোন মতে।
গঙ্গার প্রসাদে য়ঙ্গে (স্বর্গে ?) জাএ দিব্য রথে ॥
পৃথিবীতে গঙ্গা দেয় মোরে দান।
সাগর-সঙ্গমে মুই করাইমু দরশন ॥
শুনিয়া নৃপতির বাক্য বোলেন প্রজাপতি।
কোন মতে দিব গঙ্গা আহ্মার শকতি ॥ ১১১৫
বিষ্ণুর শরীর সব আপনি দ্রবময়।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ছিলা সুমেরু নিলয় ॥
ত্রিবিক্রম পদঘাতে ব্রহ্মাণ্ড ফুটিল।
সে পথে কারণ্য নীর বাহির হইল ॥
আসিয়া রহিলা গঙ্গা সুমেরু-শিখরে।
মন্দাকিনী হইয়া দেবী আছেন শিখরে ॥
শিবের গানেত দেবী হৈলা নারায়ণী।
কেমতে আহ্মার ঠাই চাহ সুরধুনী ॥
মহেশের সেবা তুহ্মি কর নিরাহারে।
তবে সে পাইবা গঙ্গা কহিলু তোহ্মারে ॥ ১১২০
এথেক শুনিয়া ভগীরথ নরপতি।
কান্দিয়া ব্রহ্মার পাএ করিয়া মিনতি ॥

বিষ্ণুর সেবন কৈলু দ্বাদশ বৎসর।
তার ঠাই পাইলু গঙ্গা মাগিআ ত বর॥
তাহান আদেশ হৈল তোহ্মা সেবিবারে।
তোহ্মার সেবা কৈলুম এখন গঙ্গা দেয় মোরে॥
গঙ্গা না পাইলে আর না জাইমু দেশে।
শরীর ছাড়িমু মুই বিষম তপক্লেশে॥
ভগীরথের এথ শুনি চতুরানন।
ভাবিআ বলিলা ব্রহ্মা করিয়া বিধান॥ ১১
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

গান্ধার রাগ।

অএ ভগীরথ গঙ্গা দিলাম তোহ্মারে।
লই জাইবা দক্ষিণ সাগরে॥ ধ্রু॥
পূর্ব্বের কথা রাজা শুন
গোলোকে আপনি ভগবান।
লক্ষ্মী পারিষদগণ সঙ্গে
নানা ক্রিয়া করে নানা রঙ্গে।
আমি শিব দেবী এক কালে
গোলোকে গেলাম প্রভু দেখিবারে। ১১
তিন জন দেখি সেই পুরে
প্রভু আজ্ঞা কৈলা মহেশের তরে।
শিবে গীত গাএন করিয়া আলাপ
বড় ইচ্ছা হইল প্রভুর শুনিয়া কলাপ।

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তখন
ভাবিতে লাগিলা মনে মন।
পঞ্চ মুখে পুরিলা ওঁকার
শিঙ্গা ডমুরু ঘন তাল।
শুনিয়া আপনা গুণগান
ভাবে আবেশ ভগবান। ১১৩৫
দ্রবরূপে উনাই শরীর
সেইত কারণ্য মহানীর।
দেখি সবে হইলাম ফাফর
কমণ্ডলু ভরিয়া সকল।
কমণ্ডলু ব্রহ্মাণ্ড আকারে
মুদিয়া রাখিলা নিজ পুরে।
প্রভু মহেশের করিলা বিধান
গঙ্গা দেবী সভার প্রধান।
শিবে গঙ্গা পাইলা প্রভু স্থানে
দ্বিজ মাধবে রসগানে॥ ১১৪০

—০—

পয়ার।

গঙ্গা পাইলা ভগীরথ প্রভুর আদেশে।
আমিহো দিলাম গঙ্গা পরম হরিসে॥
তুহ্মি মহেশের তরে কর গিআ সেবা।
তবে বর দিব তুষ্ট হইয়া দেবা॥
বর দিয়া ব্রহ্মা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
তবে ভগীরথ রাজা করে অনুমান॥

তুই দেবতার সেবা কৈলু এথ কাল।
শিবের সেবা কৈলে হএ বংশের উদ্ধার॥
বড় তপ কৈলে জদি শরীর বিনাশ।
ইহলোকে যশ পরলোকে স্বর্গবাস॥ ১১৪
এ বোল ভাবিয়া রাজা তপে দিলা মন।
পুনরপি হৈলা রাজা মহা তপোধন॥
ভগীরথে তপ করে পরম সমাধি।
ধ্যান ধারণা আদি করে নানা বিধি॥
একান্ত করিয়া রাজা দেবসেবা করে।
শরীর শুখাইল হিমে তপ নিরন্তরে॥
দৃঢ়মতি তপ কৈল এক বৎসর।
অল্পে পরিতোষ হৈলা দেব মহেশ্বর॥
অধিষ্ঠান হৈলা হর ভগীরথের তরে।
পঞ্চ মুখ ত্রিলোচন বৃষের উপরে॥ ১১৫
দেখিয়া ত ভগীরথ শিবের আকার।
হরসিত হইয়া রূপ নিরক্ষে তাহার॥
চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

মালসী রাগ।

কৈলাস জিনিয়া শিব দেহের বরণ।
প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অভরণ॥ ধ্রু॥
চারু জটা মুকুট হিমাংশু অবতংস।
কোটি কন্দর্প জিনি লাবণ্য প্রশংস॥

ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধান বৃষভ আসন।
আজি সাফল ভেল তোমা দরশন॥ ১১৫৫
শিঙ্গা ডমরু পরুশু মৃগবর।
ভকতেরে বর দেহি দেব মহেশ্বর॥
সঘন আনন্দময়ি দেব মহাযোগী।
গলাএ রতন হার শোভএ বাসুকি॥
দেবতারে দেয় বর দেব তুহ্মি ত্রিলোচন।
ইন্দ্র আদি দেবে নিত্য করএ স্তবন॥
ভকতের কার্য্য সিদ্ধি কর বারে বার।
পুর মনোরথ গোসাঞি সকল সংসার॥
ভগীরথে করে স্তুতি বিবিধ বিধানে।
শুনিয়া সদয় শিব হইলা আপনে॥ ১১৬০
বর মাগ করিয়া করিলা সম্বিধান।
জেই বর চাহ তুহ্মি দিব নাহি আন॥
আজ্ঞা পাইয়া ভগীরথ হরসিত মন।
মনোরথ বর মাগে পরম কারণ॥
ষাটি সহস্র পুরুষ ঠেকিছে ব্রহ্মশাপে।
ভস্ম হইয়া আছেন নরক মহাকূপে॥
তাহার উদ্ধার প্রভু কর ভগবান।
গঙ্গার পরশে তার হএ পরিত্রাণ॥
পৃথিবীতে গঙ্গা দেবী দেয় মোরে দানে।
লইয়া জাইমু গঙ্গা সাগর-সঙ্গমে॥ ১১৬৫
শিবে বোলেন গঙ্গা তোরে দিল সব্বদাএ।
কোন মতে নিব গঙ্গা কেমন উপায়॥

ত্রিলোক্য ব্যাপিত গঙ্গা গম্ভীর গহন।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণ॥

—০—

পয়ার।

ভগীরথে বোলে গোসাঞি করো নিবেদন।
কেমতে পৃথিবী গঙ্গা করিবেন গমন॥
সেই কর্ম্ম কর গোসাঁই ত্রিদশ ঈশ্বর।
তোহ্মার প্রসাদে হউক পৃথিবীর মঙ্গল॥
শিবে বোলেন ভগীরথ কহি তোর ঠাই।
সংসারেত গঙ্গা ধরে হেন জন নাই॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জন অঙ্গ।
তিনেতে সংস্রব গঙ্গা বহিছে তরঙ্গ॥
কেবা ধরিব গঙ্গা শিখরের হোতে।
ব্রহ্মলোক হোতে ধারা বহে খর স্রোতে॥
বড় খরতর গঙ্গা আছেন শিখরে।
বিশম্ভরা হইয়া পড়িব মহীতলে॥
সেই ক্ষণে গঙ্গা দেবী জাইব পাতালে।
তোহ্মার পুরুষ উদ্ধার না হইব কোন কালে॥
শুনিয়া শিবের মুখে বচন নিষ্ঠুর।
কান্দিতে লাগিলা রাজা চিত্তে হইয়া দুর॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

কর্ণাট রাগ ।

মুনি মোরে দিলা উপদেশ
তপোবনে করিলু পরবেশ ।
তপের নিধান হিমালয়
তাতে তপ সিদ্ধি না হইল নিশ্চয় ।
ছাড়িয়া জাইমু গৃহবাস
তপ আরাধিলু শ্রীনিবাস ।
হিমে করিলু মুঞি সেবা
তবো তুষ্ট না হইল তিন দেবা ১১৮০
কান্দে রাজা হইআ ফাফর
তিন দেবে দিল মোরে বর ।
তবে কার্য্য না হইল মোর সিদ্ধি
আর করিমু কোন বুদ্ধি ।
মোর কোন হইব উপায়
দেবের মায়া বুঝন ন জাএ ।
তপ কৈলে অবশ্য ত বলে (বনে ?)

* * *

শুনি দেব রাজার করুণা
এক ঠাই হইলা তিন জনা । ১১৮৫
জানিয়া শিবে করিলা আদেশ
তপ আর নাহিক বিশেষ ।
সাফল হেন বাসে রাজার মনে
দ্বিজ মাধবে রস গানে ॥

—০—

পয়ার ।

তিন দেব দেখিআ নৃপতি মহাবল ।
এখনেত মোর কার্য্য হইল সাফল ॥
হরসিত হৈয়া রাজা করে নিবেদন ।
মোর কার্য্য সিদ্ধি গোসাঞি করহ এখন ।
আজ্ঞা কৈলা ভগবান ভগীরথ তরে ।
গঙ্গা নিতে চল রাজা সুমেরু-শিখরে ॥ ১১৯০
তিন দেবের বরে চলিলা ভগীরথ ।
তখনে জানিল সিদ্ধি হৈল মনোরথ ॥
সুমেরু-শিখরে গঙ্গা আছেন দেবলোকে ।
তথাএ চলিলা কেহো নহি দেখে ॥
সুমেরু-শিখরে সব দেবের আলয় ।
নানা ক্রীড়া করে দেব করিয়া বিজয় ॥
নানা রত্ন ধাতু সব বিচিত্র শিখর ।
দেবগণে কেলি করে সঙ্গে অপছর ॥
শতে শতে বক্র হইআ বহিছেন মন্দাকিনী ।
হিল্লোল কল্লোল করে কোলাহল শুনি ॥ ১১৯৫
দেখিয়া ত ভগীরথ ভয়ে চমকিত ।
গঙ্গার নিকটে গিয়া হৈলা উপনীত ॥
গঙ্গার মহিমা জথ দেখিল সাক্ষাতে ।
ইন্দ্র আদি দেবে স্তুতি করে জোড় হাতে ॥
হিল্লোল কল্লোল গঙ্গা তরঙ্গ বিশালে ।
রহি আছেন সুরধুনী বড় কুতূহলে ॥

এরূপ দেখিয়া রাজা উল্লসিত মন।
কর জোড় করি স্তুতি করএ তখন॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥ ১২০০

—০—

বসন্ত রাগ।

নম নমো নমো বন্দম গঙ্গার চরণে।
কোটি কোটি দণ্ডবত করিয়া প্রণমে॥ ধ্রু॥
ধর্ম্ম শরীর তুহ্মি (আছ) দ্রবরূপে।
ব্রহ্মাএ করএ স্তুতি প্রকৃতি স্বরূপে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ছিলা তেন মতে।
ভাঙ্গিয়া পড়িলা বিষ্ণু-নখঘাতে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জনের অঙ্গ।
তিনেতে সংস্রব তোহ্মার বহিছে তরঙ্গ॥
অজয় অমায়া ভাব সত্ত্বগুণ এত।
তুহ্মি ত সকল ধর্ম্ম সুখ-মোক্ষদাত॥ ১২০৫
পাতকনাশিনী মাতা পবিত্রকারিণী।
বিষ্ণুপদ পরশনে পবিত্র আপনি॥
তুহ্মি সতী তুহ্মি লক্ষী তুহ্মি মহামায়া।
তুহ্মি ত অভয়া দেবী তুহ্মি সর্ব্বজয়া॥
নানা মতে স্তুতি তার শুনিয়া তখন।
সদয় হৈয়া গঙ্গা বোলেন বচন॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

পয়ার।

এথেক স্তবন জদি কৈলা নরপতি।
সদয় হইয়া তবে বোলেন ভগবতী॥ ১২১০
কোন বর চাহ শুন নৃপতি-নন্দন।
আমারে এথেক স্তুতি কর কি কারণ॥
পাইয়া গঙ্গার আজ্ঞা বোলে ভগীরথ।
পূর্ব্ব পুরুষের মোর পুর মনোরথ॥
ষাটি সহস্র পুরুষ হইলা এককালে।
ব্রহ্মশাপে ভস্ম হৈয়া আছএ পাতালে॥
তাহার উদ্ধার আর নাহি কোন মতে।
তোহ্মার পরশে স্বর্গে জাএ দিব্য রথে॥
এই বর মার্গো মাতা তোহ্মার চরণে।
সে সব পুরুষ মোর উদ্ধার আপনে॥ ১২১৫
শুনিয়া রাজার বাক্য বোলেন ঈশ্বরী।
পৃথিবী জাইতে আমি কোন মতে পারি॥
সুমেরু পর্ব্বতে ভর করি আছি তাতে।
পরম আনন্দরূপে দেবের সাক্ষাতে॥
কোন মতে জাইব আমি পৃথিবীমণ্ডলে।
সহস্র যোজন উপর পর্ব্বতের তলে॥
পৃথিবী পড়িলে আমি জাইমু পাতাল।
তোমার পুরুষ উদ্ধার না হইব কোন কাল॥
গঙ্গার নিষ্ঠুর কথা শুনি ভগীরথ।
মনদুঃখে বোলে সিদ্ধ না হইল মনোরথ॥ ১২২০

ক্ষেণেক রহিয়া রাজা গেল প্রভুর ঠাই।
শিবের সহিতে জথা আছেন গোসাঞি ॥
প্রভুর চরণে রাজা কহিলা সকল।
গঙ্গার নিদেশ-বাক্য হইয়া কাতর ॥
আজ্ঞা কৈলা ভগবান মহেশের তরে।
গঙ্গা পাঠাইয়া দেয় সগর উদ্ধারে ॥
সেই আজ্ঞা পাইআ দুহে আইলা শীঘ্রগতি।
পুনরপি গঙ্গারে রাজা করিলা প্রণতি ॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল মাতা চলহ সত্বরে।
পৃথিবী জাইতে সব দেবের অনুবলে ॥ ১২২৫
এথেক শুনিয়া গঙ্গা দিলেন উত্তর।
তার বিবরণ কহি শুন মুনিবর ॥
ভুবন-পাবন কথা পরম মঙ্গল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল ॥

—০—

ভাটিয়াল রাগ।

অএ ভগীরথ পৃথিবী জাইমু কোন পথে।
আহ্মারে লইয়া জাইবা কথাতে ॥ ধ্রু ॥
আছিলাম আহ্মি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
দ্রবরূপে প্রভুর শরীরে ॥
ব্রহ্মাণ্ড খনিলা হরি নখে।
সেই পথে আইলাম দেবলোকে ॥ ১২৩০
আসিয়াছি সুমেরু শিখরে।
কিরূপে পড়িব ভূমি স্থলে ॥

পৃথিবী আহ্মার না সহিব ভার।
পড়িলে আহ্মি জাইমু রসাতল॥
পড়িবারে করহ সপান (সোপান ?)।
তবে আমি করিব পয়ান॥
গঙ্গা ভাবিয়া একমনে।
দ্বিজ মাধবে রসগানে॥

—০—

শিবে বোলেন শুন সুরেশ্বরি।
আমি ধরিব তোমা জটের উপরি॥ ১২৩৫
হও তুহ্মি বড় বেগবতী।
ভর সহিব কাহার শকতি॥
আমি জটা বাড়াইব বিস্তর।
তাহার উপরে কর ভার॥
জটা হোতে পড়িবা পর্ব্বতে।
সুমেরু বাহিয়া তিন পথে॥
নিকটেত গন্ধমাদন।
পারি ভর করিবা গমন॥
তাহার দক্ষিণে মাল্যবান।
তাহা বহি হইবা উজান॥ ১২৪০
বৃন্দ (বিন্ধ্য) পর্ব্বত তার পাশে।
তবে জাইবা নিদের (?) দেশে॥
পড়িবা গিআ হিমালয় পাশে।
জাইবার কহিল উদ্দেশে॥

হিমালয় পর্ব্বত-সিখরে।
পৃথিবী জুড়িআ আছে আরে॥
চল ঝাটে পৃথিবীমণ্ডলে।
আদেশ করিলা মহেশ্বরে॥
এই মতে শিবের বচনে।
দ্বিজ মাধবে রসগানে॥ ১২৪৫

—০—

পয়ার।

গঙ্গা বোলেন শিব আমা ধরিবা কেমতে।
আকাশ হোতে আমি পড়িব পৃথিবীতে॥
তোমার মাথাএ ভর করিব সকল।
ভাঙ্গিয়া পড়িব মেরু পর্ব্বত-শিখর॥
সেই ভরে আকুল হৈবা মহেশ্বর।
জলে ডুবাইব তোমার খট্টক ডমুর॥
ত্রিজগতে ভর কেহো সহিবারে নারে।
কেমতে ধরিবা জটের উপরে॥
শিবে বোলেন সুরেশ্বরি আহ্মি এহা দেখি।
পৃথিবী ধরিয়া আছে অনন্ত বাসুকী॥ ১২৫০
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত দ্বীপ সপ্ত পাতালে।
শিরেত ধরিয়া আছি কলঙ্ক আকারে॥
হেন ত বাসুকী দেখ আহ্মার গলার হার।
কোনমতে সহিবাম তোমার অঙ্গ ভার॥
গঙ্গাএ বোলেন বাক্য শুন মহেশ্বর।
আমার ভার সহিব জেই না হইব কাতর॥

তাহার সমান বলী নাহিক সংসারে।
সেই ত আমার পতি কৈল অঙ্গীকারে॥
এথেক শুনিয়া শিব হইলা বিশ্বকায়।
ব্রহ্মাণ্ড ধরিতে পারেন ইসত লীগাএ॥ ১২৫৫
জটা বাড়াইলা গোসাঞি সকল আকাশে।
ব্রহ্মাণ্ডে ঠেকিল কিছু নাহি অবকাসে॥
আকাশ ছাইয়া রহিলা পবনে পবনে।
বড় ভার শিব কৈলা সেই কালে॥
সকল দেবতাএ গঙ্গারে (করে) স্তুতি।
চৌদিগে জয়ধ্বনি মঙ্গল গাএ গীতি॥
তিন লোক বিজই হইব সুরেশ্বরী।
দুন্দুভি তুমুল বাজে স্বর্গে কুতূহলি॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥ ১২৬০

—০—

বড়ারি রাগ।

গঙ্গা জাইবা পৃথিবী পরে উদ্ধারিবা সগরে
শুনিয়া দুঃখিত দেবগণে।
ছাড়িয়া অমরাপুরী জাইবেন সুরেশ্বরী
দেখিবারে চলে সর্ব্বজনে॥
আসিয়া ত দুই কূলে গঙ্গারে স্তবনা করে
শুন দেবী ত্রিদশ ঈশ্বরি।
এই স্বর্গলোক বাসে সকল দেবতা বৈসে
ছাড়িয়া না জাইঅ এই পুরী॥

তুমি দেবী সুরধুনী দেবলোকে মন্দাকিনী
দ্রবরূপে প্রভুর শরীরে।
তোমার পরম পুণ্য তিন লোকে ধন্য ধন্য
স্বর্গ ছাড়ি না জাইর বাহিরে॥
শুনিয়া দেবের বাণী বোলেন অমরধুনী
না কর বিষাদ কিছু মনে।
জাইব মনুষ্য পুরে উদ্ধারিব সগরে
দেবলোকে থাকিব আপনে॥
স্বর্গে আসি মন্দাকিনী পৃথিবীতে নন্দিনী
পাতালেতে হৈব ভোগবতী।
এই তিন লোকে গতি না ছাড়িব অবিরতি
নিজ সুখে করহ বসতি॥ ১২৬৫
গঙ্গার এথেক গুণ শুনিয়া দেবতাগণ
হরসিত হৈলা দেবগণ।
জয় জয় কৈল ধ্বনি সকল ভুবনে শুনি
নির্ভয় হইলা সর্ব্বজন॥
এই মতে দেবলোকে পরম আনন্দ সুখে
গঙ্গা দেবী করিলা বিজয়।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গামঙ্গল রসময়॥

—০—

পয়ার।

প্রজাপতি বিষ্ণু শিব করিলা আদেশ।
পৃথিবীতে জাইতে গঙ্গা করিলা আদেশ॥

মলমূত্রধারী লোক পুরী সকল।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ বাড়ে নিরন্তর॥
সে সব পাতকী স্নান করিবেক জলে।
আমার পরশে পাপ ঘুচিব সকলে॥
সে সব পাপীর পাপ আমি ঘুচাইব।
কোন উপদেশে বোল আমি শুদ্ধ হৈব॥
শিবে বোলেন সুরেশ্বরি নাহি তোমার ভয়।
তোমার শরীরে পাপ না হইব নিশ্চয়॥
পৃথিবীর মহাপাপ খণ্ডাইবার তরে।
তোমা পাঠাইয়া দেহি পৃথিবীমণ্ডলে॥
ঘুচিব সকল পাপ তোমার পরশে।
তুহ্মি শুদ্ধ হৈবা নিত্য বৈষ্ণব পরশে॥
বিষ্ণু ভজনা জেবা ভজে একমনে।
হেলাএ তরিবা তুমি সংসার গৃহনে॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

কামোদ রাগ।

জয় জয় জয় গঙ্গা জয় শুভধনি।
মহা পরাক্রমে গঙ্গা করিলা উঠানি॥ দিসা।

—০—

পয়ার।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা গঙ্গা সুরেশ্বরী।
নিজগণ সঙ্গে লইয়া সুমেরু শিখরি॥

বড় মহাবেগে জল করিল উথাল।
দিগবিদিগ নাহি বড়হি পাথার॥
প্রলয়ের ঝড় জেন বাহিল বিশাল।
সপ্ত সাগরের জল জেন করিল উথাল॥ ১২৮০
হুর হুর হুর হুর বড়হি কল্লোল।
আকাশে উঠিআ লাগে জলের হিল্লোল॥
মহাবেগে ভগবতী ভাসাইলা শিখর।
আকাশে থাকিয়া পড়ে জটের উপর॥
জটের উপরে গঙ্গা বহে কথ ধারে।
মৎস্য কচ্ছপ আদি সঙ্গে জল চলে॥
মহেশের জটে গঙ্গা শোভিছে অম্বরে।
বিমানে থাকিআ দেবগণে স্তুতি করে॥
মহাবেগে গঙ্গা দেবী জটের উপরে।
পড়িয়া সকল নীর ধায়ে চারি ধারে॥ ১২৮৫
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

পুরবী রাগ।

নাচে গঙ্গাধর হরিসে প্রভু হর
দৃমিকি দৃমিকি ঘন তাল।
ডমুরু শিঙ্গা রব সুগন্ধ মনোহর
চারি দিগে বাজিছে রসাল॥
ডগমগি ডগমগি ডগমগি দৃমিকি
দৃমিকি দাংথো দিন্ত মিকিদাং।

ডমুরু বাজাএ মনোহরে।

শিরে জটা মুকুট চঞ্চল হিমকর

ভালি রঙ্গে নাচে দেব গঙ্গাধরে॥ ধ্রু॥

পাইয়া সুরেশ্বরী পরম যত্নে ধরি

শির উপরে বিশ্বনাথ।

প্রভুর দেহ দ্রব পরশিয়া উৎসব

অঙ্গ ভঙ্গে নাচে মনোরথ॥

করিয়া ভৃকুটি নাচে উমাপতি

হরিসে পুলকে সর্ব্ব অঙ্গে।

বিভোল হইআ ভাবে পরম সুখ লভে

নাচেন হর আনন্দ-তরঙ্গে॥ ১২৯০

দেখিয়া নটবর নাচএ বিদ্যাধর

গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গাএ।

আকাশে জয়ধ্বনি চৌদিগে ভরি শুনি

দুন্দুভি দেবগণে বায়ে॥

শিরে সুরেশ্বরী জটের উপরি

বহিছে তরঙ্গ বিশাল।

মৎস্য কচ্ছপ বল মকর কুম্ভীর ঘর

সঙ্গে রহিছে অপার॥

উনমত্ত বেশে নাচেন মহেশে

ভাব ভকতি অতিশয়।

শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব

গঙ্গা-মঙ্গল রসময়॥

—০—

পয়ার।

শিরে গঙ্গা ধরিয়া তখনে মহেশ্বর।
গঙ্গার এথেক ভর সহিলা সকল॥
হিল্লোল কল্লোল গঙ্গা তরঙ্গ বিশালে।
গঙ্গা পরীক্ষিতে মায়া কৈলা সেই কালে॥ ১২৯৫
বরিষেক ভ্রমণ করিলা সুরেশ্বরী।
বাহিয়া না পাইলা ওর জটের উপরি॥
সেই ত জটেত দেবী বেড়ান চারি ভিতে।
প্রকাশ ন পাএন জটা বাহিয়া পড়িতে॥
জটের উপরে ভাটি উজানি।
বরিষেক ভ্রমণ করিলা সুরধুনী॥
টুটিল সকল জল তরঙ্গ না উঠি।
জটের উপরে জল আছে ফুটি ফুটি॥
শুখাইল গঙ্গার জল স্রোত নহি বহে।
মৎস্য কচ্ছপ আদি কিছু নহি রহে॥ ১৩০০
শিবে বোলেন গঙ্গা দেবী শুন এক বোল।
এই বল ধরিয়া করসি উতরোল॥
কোন পথে জাইবে তুহ্মি বোল আগুসারি।
শুখাইমু জল সব করিমু ধুলা বালি॥
এথেক শিবের বাক্য শুনি সুরেশ্বরী।
ভয় পাইয়া স্তুতি করেন লজ্জা পরিহরি॥
আমি ত অবলা গোসাঞি তোমা নহি জানি।
আমারে এথেক মায়া তুমি কর কেনি॥

এথেক বলিয়া গঙ্গা নিজ রূপ হইয়া।
শিবের জটেত রৈলা ইসত হাসিয়া॥
গঙ্গার বচনে শিব হরিস হৃদয়।
নানা রঙ্গে কুতূহলে রাখিলা তথাএ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

বসন্ত রাগ।

কুন্দ ইন্দু হেম কর্পূর চন্দন
শঙ্খ ধবল তনু আভা।
মুকুট রত্নমণি শিরসি কবরী বেণী
শোভিত মালতী গাথা॥
অলকা রঞ্জিত ভাল সিন্দুর উজ্জ্বল
স্বর্ণ শিখি তথি রাজে।
শ্রবণ বিলম্বিত কুণ্ডল মণ্ডিত
কর্ণে তারবলি সাজে॥
ভগবতী গঙ্গে অপরূপ রঙ্গে
সুরগণ পরিজন সঙ্গে।
চকিত বিলোলিত ত্রিভুবন মোহিত
প্রকৃতিস্বরূপা নিজ রঙ্গে॥
শরদ ইন্দুবর জিনি মুখমণ্ডল
খগপতি চঞ্চু [সু] নাসা।
অধর বিম্ব জ্যোতি দশন মুকুতা ভাতি
হাসিতে বিজুলি বিকাসা॥

পীবর অঙ্কত (?) বর   সুললিত পয়োধর
বিরচিত কুঞ্চক দেহা।
রতন হার উর   গীমপাতি মনোহর
শোভিত ত্রিবলি দেহা॥
ক্ষীণ মধ্যদেশ   নিবিরন্ধ পরবেশ (?)
বিচিত্র বসন পরিধানা।
বসনা ঘটিত কটি   মনসিজ পরিপাটি
বিপুল নিতম্ব শোভনা॥
মৃণাল নিতম্ব   চারু চতুর শুভ
কঙ্কণ শঙ্খ বিচিত্রা।
কবর আরম্ভ উরু   গমন মন্থর চারু
সমোদয় অভয় চরিত্রা॥
শ্বেত মকর বর   বাহন সুন্দর
সঘন পবনগতি সারা।
সুর মুনি ঋষিগণ   স্তুতি করে অনুদিন
পরম ভকতি পরিহারা॥   ১৩১৫
অমল কমল-দল   শোভই পদতল
মঞ্জীর তনু পরিযুতা।
শুনহ ভকত সব   গায়ই মাধব
গঙ্গা-মঙ্গল রসগাথা॥

—০০০—

পয়ার।

এই মতে গঙ্গা দেবী রহিলা তথাএ।
ভগীরথে মনে মনে চিন্তিছে সংশয়॥

এইখানে আছিলা গঙ্গা হিল্লোল কল্লোলে।
কোনখানে লুকাইলা জটের ভিতরে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল জটা নাহি দিস পাস।
কোনখানে নাহি দেখি জলের প্রকাশ॥
তোমার তরঙ্গ-বেগ রহিল কোনখানে।
মৎস্য কচ্ছপ আদি রহিল সন্ধানে॥ ১৩২০
আর জথ নিজগণ তোমার সংহতি।
দেখিতে না পাম তোমার সে সব শকতি॥
উদ্দেশ না পাম মাতা আছ কোন রূপে।
মোরে দেখা দেও মাতা রহিয়া নির্লোপে॥
সকল দেবের দেবী তুহ্মি ঈশ্বরী।
প্রভুর শরীরে তুহ্মি দ্রবরূপ-ধারী॥
মোর মনোরথ গঙ্গা করহ সাফল।
ধারা হইআ পড় মাতা পর্ব্বত উপর॥
তোমারে দেখিলে মোর সাফল জীবন।
দরশন দেও মাতা লইলু শরণ॥ ১৩২৫
এইমতে আছেন গঙ্গা মহেশের জটে।
ভগীরথ মহারাজা পড়িল সঙ্কটে॥
করুণা করিয়া কান্দে শিবের চরণে।
তুহ্মি সে রাখিলা গঙ্গা রাখিআ যতনে॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

ভাটিয়াল রাগ।

মুই ত না জানো গঙ্গা রহিব হরজটে।
তবে কেনে আসিতু মুই এথেক সঙ্কটে॥
তিন দেবের সেবা করি তবে পাইলু বর।
তপোবলে গেলু মুই সুমেরুসিখর॥ ১৩৩০
কান্দে কান্দে ভগীরথ করিয়া বিষাদ।
দেবের সমাজে আছে এথ পরমাদ॥ ধ্রু॥
তথাএ পাইলু গঙ্গা আইলু লইয়া।
কোন বিধি নিল নিধি হাতথুন কাড়িয়া॥
একমনে দিলা বর দেব মহেশ্বর।
তবে কেনে দুঃখ মোর না হইল সাফল॥
সেবকবৎসল তুমি তিন গুণময়।
ক্ষেম অপরাধ গঙ্গা দেয় মহাশয়॥
গঙ্গা না পাইলে দেশে না জাইমু আর।
বিফল না কর তিন দেবের অঙ্গীকার॥ ১৩৩৫
করুণা শুনিয়া হর হইলা সদয়।
তিন লোকে গঙ্গা দেবী করিতে বিজয়॥
মনেতে ভাবিয়া হর জটের উপরে।
প্রবেশ করিলা গঙ্গা তরঙ্গ বিশালে॥
জটার উপরে গঙ্গা বহে কথ ধারে।
মকর কুম্ভীর সব সঙ্গে জলচরে॥
দেখিয়া ত ভগীরথ অতি হৃষ্ট মন।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণ॥

—০—

মালসী রাগ।

নিজ রূপ ধরিয়া রহিলা শিবজটে॥
রতন মুকুট মণি শিরসি মুকুটে॥ ১৩৪০
দিব্য ভূষণ অঙ্গে করে ঝলমলি।
ধবল সকল অঙ্গ কুঙ্কুম কস্তুরী॥
ভগীরথে করে স্তুতি পরম ভকতি।
শিবের জটা হোতে উলটে ভগবতী॥
মকরবাহিনী দেবী আদি চতুর্ভুজা।
তিন লোকেত দেবী তোমা করে পূজা॥
ব্রহ্মলোকে থাক দেবী হৈয়া মন্দাকিনী।
এবে সে জানিলু তুহ্মি হরশিরোমণি॥
এথেক করে স্তুতি শুনিয়া তখন।
বুলিলা ত সুরধুনী মধুর বচন॥ ১৩৪৫
শিবের চরণে মাগ এই বর।
পাঠাইয়া দেন জেন পৃথিবীমণ্ডল॥
শুনিয়া গঙ্গার বাণী রাজা ভগীরথ।
করজোড়ে স্তুতি করি বোলে মনোরথ॥
গঙ্গার চরণযুগ ভাবিয়া নির্ম্মল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

পটমঞ্জরী রাগ।

শিব কর অবধান দেয় মোরে বর দান
তুহ্মি দেব জগতের সার।

অখিল ভুবনে বিচারিলু মনে মনে
তুহ্মি বিনে নাহি দেখি আর ॥
সমুদ্র পবন চন্দ্র হুতাশন
তুহ্মি সূর্য্য নাগপতি ।
পরম কারণ তুহ্মি নিরঞ্জন
দেয় গঙ্গা উমাপতি ॥ ১৩৫০
শুনহ ভগবান কৈলু আরাধন
হিমালয়ে এথ কাল ।
কৈলা অঙ্গীকার গঙ্গারে দিবার
বিফল না কর আর ॥
প্রভুর বচন না কর লঙ্ঘন
ব্রহ্মা দিলা বর দানে ।
পাই সুরেশ্বরী জটের উপরি
রাখিলা পরম জ্ঞানে ॥
ভকত-বৎসল ত্রিদশ ঈশ্বর
তিন লোক অধিপতি ।
ব্রহ্মা সুর নর দেব পুরন্দর
তোমার শরণ গতি ॥
ক্ষেম অপরাধ কর পরসাদ
তুমি কৃপাময় জানি ।
অনাথ জে জন করহ পালন
পতিতপাবন তুমি ॥
কপিল-শাপে রহিল পাপে
পুরুষ নরক-কূপে ।

বিনি গঙ্গা দরশনে না হইব বিমোচনে
আর বা কেমন রূপে ॥ ১৩৫৫
ভগীরথে স্তুতি করে শুনি [পশু] পতি
মনে ভাবি দয়াময় ।
শুনহ ভক্ত মাধব-রচিত
গঙ্গা-মঙ্গল রসময় ॥

—০—

মালসী রাগ ।

রাজার করুণা শুনি সুরেশ্বরী ।
শিবে বোলেন কিছু লজ্জা পরিহরি ॥
তোমার মায়াএ আমা রাখিলা হাবিলাসে ।
জাইতে নারিল আমি সাগর উদ্দেশে ॥
দেয় রে বিদায় হর না রাখ আন্ধারে ।
জাইব অবশ্য আমি সগর উদ্ধারে ॥ ধ্রু ॥
তোমার গুণেত হর দিতে নাহি সীমা ।
পরম যতনে তুহ্মি ধরিয়াছ আমা ॥ ১৩৬
আমার জথেক ভর সহিলা সকল ।
তোমার অধিক নাহি ভুবনমণ্ডল ॥
তোমার মহিমা হর কি বলিতে জানি ।
হরিহর এক তনু তুমি ত আপনি ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ তোমার কিঙ্কর ।
এবে সে জানিলু তুমি ত্রিদশ ঈশ্বর ॥
শিবে বোলেন সুরেশ্বরি জাইবা নিশ্চয় ।
আমার মাথাতে থাক ধারা দ্রবময় ॥

বৃন্দ পর্ব্বত পাশে কাশী মহাস্থান।
সেই পথে দিয়া তুমি করিবা পয়ান॥ ১৩৬৫
শুনিয়া শিবের বাণী বোলেন অভয়া।
না কর বিলম্ব শিব ছাড় মহামায়া॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

পয়ার।

শিবে বোলেন সুরেশ্বরি রহ মোর শিরে।
পরম আনন্দে তোমা ধরিব আদরে॥
তোমার বিচ্ছেদে আমি নারিব সহিতে।
কেমতে পাঠাইয়া তোমা দিব পৃথিবীতে॥
আমার মাথাএ থাক না জাইয় এড়িয়া।
হইব উদাস আহ্মি তোমার লাগিয়া॥ ১৩৭০
এই তিন ভুবনে গঙ্গা তোমা সম নাই।
অযোনিসম্ভবা গঙ্গা তুমি সে গোসাঞি॥
পূর্ব্বে প্রভুর ঠাই পাইল সেই জল।
তখনি দেহ ধরিল সফল॥
করুণা করিয়া হর বোলেন গঙ্গার পায়।
পূজিয়া রাখিব তোমা না হইয় বিদায়॥
শিবের বচনে গঙ্গা দিলেন উত্তর।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

মালসী রাগ।

না কর আরতি হর না কর আরতি।
জাইব সাগরে তোমা করিব পিরিতি॥ ধ্রু॥

একরূপ তিন জন অজ হরিহর।
সেই ত্রবরূপ আমি নাহিক অন্তর॥
তোমা আমা কিছু নাহি ভিন্ন ভাব।
না ছাড়িয় কভো আমা এই সে স্বভাব॥
জাইব সাগরে আমি থাকিব এথাএ।
এক অংশ হৈয়া রৈব তোমার মাথাএ॥
জেথানে সেথানে শিব থাকে অভিলাষ।
থাকিব পর্ব্বত বনে তোমার আওয়াস॥
এই মতে বিদায় করিলা সুরেশ্বরী।
দেখিতে জাইব তোমা কাশী মহাপুরী॥
গঙ্গার চরণযুগ ভাবি একমনে।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণে॥

—o—

সিন্ধুরা রাগ।

তিন ভিতে তিন জটা সুমেরু পর্ব্বতে।
ঠেকাইয়া তিন ধারা বহে খর স্রোতে॥
পর্ব্বতের তিন পাশে বহে তিন ধারা।
কনকের মাঝে জেন ফটিকের ঝরা॥
সেইত পর্ব্বত রাজা দেখিয়া বিস্মিত।
উভে কোটী যোজন তার পথ পরিমিত॥

ষোল সহস্র যোজন তার গোড়া পরিসর।
ব্রহ্মাণ্ডর ঝটাএ মূল সমস্ত শিখর॥ ১৩৮৫
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত দ্বীপ এ সপ্ত পাতাল।
সকল লাগিয়া আছে বলয়া আকার॥
হেন হি পর্ব্বতে গঙ্গা বহে তিন ধারে।
পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ একবারে॥
সিতা বক্ষু ভদ্রা দুই দিগে ভগবতী।
দক্ষিণে অলকানন্দা ধাএ শীঘ্রগতি॥
দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা পর্ব্বত উপরে।
খরতর স্রোত বহে তাহার গর্ভরে॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥ ১৩৯০

পয়ার।

গঙ্গার তরঙ্গে পাথর ভাঙ্গি পড়ে।
হর হর করিয়া উঠে পর্ব্বতের আড়ে॥
পর্ব্বত বাহিয়া গঙ্গা পড়িছে বহু দূরে।
হুর হুর করি উঠে তাহার উপরে॥
হুর হুর হুর (হুর) জলের শব্দ উঠি।
ভাঙ্গিয়া জাঙ্গাল বৃক্ষ পাড়ে কোটী কোটী॥
পর্ব্বত পাষাণ ভাঙ্গিয়া পেলাএ জলে।
উভে পাষাণ তরু জাএ রসাতলে॥
খরতর স্রোতধারা তরঙ্গ বিশাল।
দুই জল দেখিতে নাহি বড়হি পাথার॥ ১৩৯৫

ঝপ ঝপ হোয়ন্ত জে জলের আঘাতা।
গরমর গরমর শব্দ শুনি কাম্পএ জে মাথা॥
মেঘের গর্জ্জন জেন সাগর সহিতে।
তেন মত মহা শব্দ হইল পর্ব্বতে॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—o—

সুমেরু বাহিয়া পড়িলা গণ্ডশৈলে।
তিন ভিতে তিন ধারা চলিল হিল্লোলে॥
গন্ধমাদন আর নিকট পর্ব্বতে।
বাহিয়া আইলা পারিভদ্র সেই পথে॥ ১৪০০
পারিভদ্র এড়াইয়া আইলা মাল্যবান।
বৃন্দ পর্ব্বত বাহে তাহার উজান॥
তবে ত নিষাদ-দেশে আইলা ভগবতী।
পর্ব্বতবাসী দেব ঋষি তথা করে স্তুতি॥
দেখিয়া স্তবন তারা করিলা বিস্তর।
গঙ্গা দরশনে দেহ মানিলা সাফল॥
নিষাদ বাহিয়া দেবী আইলা হিমালয়।
শঙ্খধ্বনি করে ভগীরথ মহাশয়॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥ ১৪০

—o—

মল্লার রাগ।

হিম-গিরিবর বড়হি মনোহর
সকল তপের নিধান।

আইলা ভগীরথ পূরিয়া মনোরথ
সাবটে হয়ে পরণাম ॥
পাইল কাম্য ফল পর্ব্বত উপর
প্রণতি করিছে সঘনে।
গঙ্গার চরণে ভকতি কারণে
হরিস হইল বড় মনে ॥
গঙ্গা আইল হিমালয় করিয়া বিজয়
সঙ্গে নিজগণ মেলি।
সিদ্ধা মুনিগণ আসিয়া ততক্ষণ
দেহি সবে কনক অঞ্জলি ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আইলেন্ত অপছর
নাচে গাএ পরম হরিসে।
আজু শুভ ফল হইল সকল
পাইল গঙ্গার পরশে ॥
শুনিয়া শুবন হাসিয়া সঘন
চলিছে ত্রিপথগামিনী।
ভাঙ্গিয়া জাঙ্গাল করিছে বিশাল
পঙ্ক বালুকাএ পানি ॥ ১৪১০
খেনে বহে খরতর স্রোত নিরমল
ভাঙ্গিয়া বৃক্ষ পাষাণে।
দুই কূলে মাতৃগণ ধাইছে জোগান
বিজয়া দেবী নিজগণে ॥
বিপুল পর্ব্বত বাহিয়া ভগীরথ
আইসেন পৃথিবীমণ্ডলে।

যোজন শতেক শত উপরি পর্ব্বত
দেখিয়া কম্পিত অন্তরে॥
রহিলা হিমালয় করিয়া বিজয়
ফিরিয়া উজান বঙ্কে।
গাএন মাধব অই সে সাধব
ভকতি বহু পদপঙ্কে॥

কহু রাগ।

ভগীরথ হিমালয় বড়হি গহন
এহাতে কারো নাহি গমন।
উভে শত যোজন পাথর
কেমতে গড়িয়া জাইব জল। ১৪:
কোন দিগে দক্ষিণ সাগর
সমুখে দেখি পর্ব্বতসিখর॥ ধ্রু॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম সাগর
মাঝে জুড়ি রহিছে গিরিবর।
চলিবারে নাহিক প্রকাশ
দক্ষিণ দেশে কিসের প্রয়াস।
বহি জাইব পশ্চিম সাগরে
বড় বেগ নারি রাখিবারে।
জলের গতি উচ্চ কবো নয়
দ্বিজ মাধবে রস গাএ॥ ১৪:

—০—

পয়ার।

বন পর্ব্বত বাহি আইলা মহাবেগে।
হিমালয়ে আসিয়া পর্ব্বতের গতি ঠেকে॥
নীচেত গড়িয়া জল আইসএ পর্ব্বতে।
সারিতে না পারে জল ধায়ে চারি ভিতে॥
ভরিল জোয়ার গঙ্গা চলিতে নাহি পথ।
গঙ্গা মুখি হইয়া কান্দে রাজা ভগীরথ॥
হিমালয়ের পাশে গঙ্গা ভরিল জোয়ারে।
চাহিতে বোলেন রাজা পর্ব্বত ছুয়ারে॥
কোন মতে জাইবেন গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে।
শতেক যোজন পথ পর্ব্বতের তলে॥ ১৪২৫
ডাকিয়া বোলেন গঙ্গা ভগীরথের তরে।
কোন মতে জাইব ইহা কহত আমারে॥
বন পর্ব্বত পথে নাহিক উদ্দেশ।
কেমতে গড়িয়া জল করিব প্রবেশ॥
এথানে থাকিলে আমি জাইব পাতালে।
তোহ্মার পুরুষ উদ্ধার না হইব কোন কালে॥
শুনিয়া গঙ্গার কথা বোলে ভগীরথ।
মনছুঃখে বোলে সিদ্ধি না হইল মনোরথ॥
পুনরপি বোলিলেন্ত ত্রিদশ ঈশ্বরী।
পর্ব্বত ভাঙ্গিলে আমি চলিবারে পারি॥ ১৪৩০
এথেক শুনিয়া রাজা বোলে গঙ্গার পাএ।
কোন মতে ভাঙ্গিব পর্ব্বত হিমালয়॥

কি বুদ্ধি করিমু মাতা কেমন উপায়।
দক্ষিণ দেশেত মাতা করহ বিজয়॥
যদি গঙ্গাদেবী না জাইবা মোর দেশে।
সাজাইআ আনল আজি করিমু প্রবেশে॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

গঙ্গা বোলেন ইন্দ্রস্থানে চল ভগীরথ।
মাগিয়া ত আন গিয়া গজ ঐরাবত॥
ভাঙ্গিয়া করউক গিয়া পর্ব্বত তুয়ার।
তবে সে জাইতে পারি হিমালয় পার॥
শুনিয়া গঙ্গার আজ্ঞা রাজা ভগীরথ।
মনেত ভাবিআ রাজা হইল নিশবদ॥
ক্ষণেকে রহিয়া চলে হইআ কাতর।
কেমতে ভাঙ্গিব এই পর্ব্বতের গড়॥
আসিয়া ইন্দ্রের স্থানে করিয়া প্রণতি।
তুমি চালাইলে গঙ্গা চলে বসুমতী॥
বন পর্ব্বত বাহি আনিলু গঙ্গাদেবী।
এখনে কোন মতে জাইবেন পৃথিবী॥
এই তিন ভুবনে ইন্দ্র তুমি দেবরাজ।
তোমা বিনে সাধন না হইব এই কাজ॥
পূর্ব্বপুরুষ মোর উদ্ধার দেবরাজ।
তোহ্মা বিনে সাধন না হইব এই কাজ॥

পূর্ব্বপুরুষ মোর উদ্ধার দেবনাথ।
তোমার চরণে মুই করো জোড় হাত॥
ইন্দ্রে বোলেন শুন নৃপতি-নন্দন।
আমার এথেক স্তুতি কর কি কারণ॥
শুনিয়া ত ভগীরথ বোলে জোড় হাত।
নিবেদন করো কিছু শুন সুরনাথ॥ ১৪৪৫
সুমেরুসিখর হোতে আনিলু গঙ্গাদেবী।
সগর উদ্ধার মাতা জাইবেন পৃথিবী॥
আনিলু গঙ্গাদেবী পর্ব্বত বন দিয়া।
হিমালয় হোতে গঙ্গা জাইবেন ফিরিয়া॥
পর্ব্বতে ঠেকিয়া জল হইল উজান।
ফিরিয়া ত ভগীরথ করেন পয়ান॥
রাখিতে না পারেন গঙ্গা আপনার বেগ।
ফিরিয়া জায়েন হেন দেখি পরতেক॥
ভাঙ্গিয়া ত দ্বার কর পর্ব্বতের মাজ (মাঝ)।
তবে গঙ্গা দেবী জানো মোর নিজ কাজ॥ ১৪৫০
ইন্দ্রে বোলেন ভগীরথ শুনহ বচন।
ঐরাবতে ভাঙ্গি;দিব পর্ব্বতের বন॥
ভাঙ্গিয়া ত দ্বার করিব ঐরাবত।
পৃথিবী জাইতে গঙ্গা হইব সেই পথ॥
ইন্দ্রে ঐরাবত তানে দিলেন আপনে।
ভাঙ্গিব পর্ব্বত বন গহন কাননে॥
তবে পড়িব গঙ্গা পৃথিবী উপরে।
একে একে উদ্ধারিব দক্ষিণ সাগরে॥

ইন্দ্রের আজ্ঞাএ ভগীরথ নৃপবর।
ঐরাবত লই আইলা পর্ব্বত-নিয়র॥ ১৪৫৫
গাছ পাথরে পথ নাহিক উদ্দেশ।
দেখিয়া ত ঐরাবত হইলা ক্রোধবশ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

পয়ার।

প্রমত্ত হইয়া তখন বোলে ঐরাবত।
কেমনে ভাঙ্গিব আমি এ হেন পর্ব্বত॥
আপনার মনে তুমি জাও ত চলিয়া।
আমার কিছু লভ্য নাহি পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া॥
এ বোল শুনিয়া রাজা বোলে ধীরে ধীরে।
পর্ব্বত ভাঙ্গিলে গঙ্গা জাএন সাগরে॥ ১৪৬০
তবে ঐরাবত গজে বোলে পুনর্ব্বার।
গঙ্গা পাঠাইয়া দিব কোন উপকার॥
যদি গঙ্গা আমারে ছুরতি দেহি দান।
তবে সে ভাঙ্গিব আমি পর্ব্বত পাষাণ॥
এই বোল দড়াইয়া রৈলা ঐরাবত।
নৈরাশ হইয়া রাজা কান্দে ভগীরথ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

গান্ধার রাগ।

জতি তাল।

এথ তপ কৈলু মুঞি কি কাজে আসিয়া।
বিষম সঙ্কটে মুঞি থাকিলু পড়িয়া॥ ১৪৬৫
ঠেকিয়া রহিলেন গঙ্গা না জাইবেন চলিয়া।
না হইল পুরুষ উদ্ধার নরকে থাকিয়া॥
কাদন্ত (কান্দন্ত) জে ভগীরথ করিয়া বিষাদ।
ঐরাবতের মুখের কথা শুনিয়া প্রমাদ॥
কোন মতে এই কথা কহিমু মাএর আগে।
জগতজননী সুরধুনী মহাভাগে॥
তার অবজ্ঞান কথা কহিমু কেমনে।
কি কার্য্যে আইলু ঐরাবত সম্ভাষণে॥
অশেষে বিশেষে রাজা করিয়া করুণা।
গঙ্গার নিকটে গেলা হইয়া বিমনা॥ ১৪৭০
ভগীরথে দেখি গঙ্গা বোলেন আপনে।
ঐরাবত আনিতে নারিলা কি কারণে॥
কান্দিয়া কহেন রাজা গঙ্গার চরণে।
ঐরাবত না আইল মোর দৈবের কারণে॥
হাসিয়া বোলেন তবে ত্রিদশ ঈশ্বরী।
আন গিয়া ঐরাবত লজ্জা পরিহরি॥
আমার তিন ঢেউ যদি সহিবার পারে।
তবে ত প্রতিজ্ঞা তার করিব সাফলে॥

তার অভিলাষ এইরূপে দড়াইয়া।
ঐরাবত আনি গড় দ্বার ভাঙ্গিয়া॥ ১৪৭৫
আজ্ঞা পাইয়া ভগীরথ গেলা আরবার।
ঐরাবত স্থানে কৈলা সে সব প্রকার॥
শুনিয়া ত হরসিতে আইলা কুঞ্জর।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

মালসী রাগ।

করি তাল।

চারু দন্ত মারি ঐরাবতে রোষে।
বিদারহি ঘন ঘন পর্ব্বতের পাশে॥
উভে শত যোজন জে পর্ব্বত বিশাল।
জুড়িয়া পৃথিবী আড়ে রহল অপার॥
মাতল ঐরাবত হিমগিরিরাজে।
রতন-জড়িত ঘণ্টা উরু মাল বাজে॥ ধ্রু ১৪৮০
করে বেড়ি ধরি বৃক্ষ তমাল বিশালে।
ভাঙ্গি পাড়ে হিমবন তরু পিয়ালে॥
লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ ভাঙ্গি পেলে মহীতলে।
উফারিয়া বৃক্ষ জথ পেলে ডালে মূলে॥
গঙ্গা গমনপথ না ছিল জেখানে।
ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত বন পেলাএ সঘনে॥
তিন লোক তারিবারে গঙ্গা অবতারা।
দ্বিজ মাধবে কহে প্রেম পরিহারা॥

—০—

পয়ার।

পর্ব্বত ভাঙ্গিআ আছে ঐরাবত।
তখনে গঙ্গার আগে কহে ভগীরথ॥ ১৪৮৫
ঐরাবত দেখিআ গঙ্গা বোলেন হাসিয়া।
তুহ্মি কি আমার ঢেউ সহিবে রহিয়া॥
শুনিয়া গঙ্গার কথা বোলে ঐরাবত।
বিক্রম করিয়া বোলে হইয়া উনমত॥
শুষিবারে পারো সপ্ত সাগরের জল।
উড়াইতে পারোঁ মুই এ মহীমণ্ডল॥
মেরু মন্দার গিরি মোত নহি লাগে।
স্ত্রী হইয়া এমত কথা কহ মোর আগে॥
গঙ্গা বোলেন ঐরাবত কহি আরবার।
আমার যদি তিন ঢেউ পার সহিবার॥ ১৪৯০
তবে সে তোমারে বলি বড় বলধর।
তোর অধিক নাহি সংসার ভিতর॥
তবে ঐরাবত গজে বোলে পুনর্ব্বার।
স্ত্রী হইয়া কেনে কর এথ অহঙ্কার॥
তোমা তিন ঢেউ যদি সহিবারে পারি।
তবে ত আমার বশ হৈবা সুন্দরি॥
এথেক শুনিয়া গঙ্গা বোলে কোপানলে।
পশু হইয়া এমত কথা কহ মোর আগে॥
বড় অহঙ্কারি বেটা করসি কোন বলে।
অখনে তোমার বল সহিব (দেখিব ?) সকলে॥ ১৪৯৫

—o—

মল্লার রাগ ।

জয় জয় গঙ্গা জয় সুরধুনি ।
মহাপরাক্রমি দেবী করিলা উঠানি ॥ ধ্রু ॥
প্রলয়ের ঝড় জেন বহএ বিশাল ।
সপ্ত সমুদ্রের জল জেন করিল উথাল ।
বহএ বিষম স্রোত তরঙ্গ বলাকে ।
গাছ পাথর সব কিছু নহি লাগে ॥
হুরু হুরু হুরু হুরু শব্দ গম্ভীর কল্লোল ।
আকাশে উঠিয়া লাগে জলের হিল্লোল ॥
অতি মহাবেগে গঙ্গা বহে মহানীর ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া দেবী হইছেন বাহির ॥
হিল্লোল কল্লোল গঙ্গা তরঙ্গ বিশালে ।
ঐরাবত-মাথে জল পড়ে কুম্ভ স্থলে ॥
গঙ্গার চরণযুগ ভাবি একমন ।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল ॥ ১৫৫

—o—

শুভ রাগ ।

সুরগজ ঐরাবত ন জানে গঙ্গার মহত্ত্ব
নিজ বলে করে অহঙ্কারা ।
কুপিলা সুরধুনী প্রমত্ত বচন শুনি
অবিরত তরঙ্গ অপারা ॥
অতি বেগে বহে ঝড় তরঙ্গ উঠিছে বড়
ঘন ঘন আবর্ত্ত আয়াতা ।
ঠেকি ঐরাবত মাথে শতে শতে গুণ তাতে
নীর ভার বহিছে পর্ব্বতে ॥
ফাফর হইল করিবর পাইয়া গঙ্গার জল
আবর্ত্ত আয়াত ঘন ঘনে ।
ডাকে গজ উচ্চস্বরে আকুল হইয়া জলে
রক্ষ রক্ষ করিয়া তখনে ॥
স্তুতি করে গজপতি হইয়া ত একমতি
পাইয়া পরম ভয় মনে ।
রক্ষ মাতা ভগবতি তোমার চরণে গতি
এক ভাবে লইলু শরণে ॥
তুমি দেবী ত্রিজগতি অখিল ভুবনের গতি
কেন শিব শিবের উপরে ।
তোমার মহিমা জথ তাহা বা বলিমু কথ
বারেক মাতা করহ উদ্ধারে ॥ ১৫১০
ঐরাবত মহা দুঃখী দেখিআ ত চন্দ্রমুখী
সদয় হইলা নারায়ণী ।

রাখি ঐরাবত জলে আপনি ত মহাবলে

গজের করুণা কিছু শুনি ॥

হিমালয় মহাবেগে তরঙ্গবলয়া লাগে

বড়হি গম্ভীর নীরধারা ।

মৎস্য কচ্ছপ কুম্ভীর জে জলচর

বিমল কমল অবিসারা ॥

এই মতে গজপতি করিছে প্রণতি স্তুতি

পরম ভকতি অতিশয় ।

শুনহ ভকতবর করিয়া নিশ্চল

দ্বিজ মাধবে রস গায় ॥

—০—

কহু রাগ ।

ঐরাবত ময়মত্ত আকুল হইলে ।

ডুবি করিবর সারি ফাফর

আকুল হইয়া বুলে ॥ ধ্রু ॥

চাপিয়া গোর না পায় ওর

ভাসিয়া ভাসিয়া বুলে ।

* * * ১৫১৫

আপনা মহত্ত্ব হইল গর্ব্ব চূর্ণ

বিষাদ ভাবে সেই কালে ।

সপ্ত সমুদ্রের জল জেন হৈল একবল

ঐরাবত মর্জ্জিলেক জলে ॥

অশেষ প্রকারে হাতী জলের না পাএ ওর ।

স্থির হইতে নারএ মাতঙ্গ তরঙ্গ মহা ঘোর ॥

পর্ব্বত আকার ঢেউ মহাভরে আইসে মহাবেগে।
ভাসাইআ বন পর্ব্বত ঘন কিছু নাহি লাগে॥
শুন ভকত পরম পিরিত
সে জল নির্ম্মল।
দ্বিজ মাধব অই সে সাধব
গায়ই গঙ্গা-মঙ্গল॥

—o-

পয়ার।

এক ঢেউ সহি হাতী আর ঢেউর কালে।
ফাফর হইয়া পড়ে শত যোজন অন্তরে॥ ১৫২০
উঠিয়া গঙ্গার পাএ করএ মিনতি।
ভকতি প্রণতি স্তুতি করএ মিনতি॥
নমো নমো মাতা জয় সুরধুনি।
দ্রবরূপে বিষ্ণুরূপে সংসার তারিণী॥
মুঞি কি জানম মাতা তোর মহিমা।
সুরমুনিগণে তোমার দিতে নারে সীমা॥
তিন লোকের অধিকারী দেব ত্রিলোচন।
শিরেত ধরিয়া তোমা করেন আরাধন॥
রক্ষ রক্ষ মাতা মোরে একবার।
তোমার চরণে এই করোঁ পরিহার॥ ১৫২৫
নানা মতে স্তুতি তার শুনিয়া তখন।
পৃথিবীমণ্ডলে তবে করিব গমন॥
সেই আজ্ঞা পাইয়া ঐরাবত মহাশয়।
ঘুচিল মনের চিন্তা পরম নির্ভয়॥

ঐরাবত রৈলা তবে পৃথিবী উপরে।
পর্ব্বতের তলে মাথা পাতিল নির্ভরে॥
মহাবেগে ভাগীরথী পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া।
পড়িলা হস্তীর কুম্ভে দ্বার করিয়া॥
গঙ্গাদ্বার হইল তবে সেই পুণ্যস্থান।
পৃথিবীতে তীর্থ সেই হইল প্রধান॥ ১৫৩০
পৃথিবীতে গঙ্গা দেবী আইলা সেই পঁথে।
ভাঙ্গিয়া পাষাণ বৃক্ষ আবর্ত্ত আয়াতে॥
জলভরে পৃথিবী ভাঙ্গিআ হএ পানি।
পাকে পাকে ফিরে নাহি ভাটি উজানি॥
বড়হি গম্ভীর দহ সেই হরিদ্বার।
পড়িয়া ত চারি ভিতে করিল পাথার॥
জলের মহা ঝপঝপি শুনি ভয়ঙ্কর।
পলাইয়া জন্তু সব জাএ দিগান্তর॥
এই মতে আইলা গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডল।
মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥ ১৫৩৫

পয়ার।

পৃথিবী পড়িলা গঙ্গা জল নির্ম্মল।
সেই হোতে পৃথিবীর হৈল (হইল) মঙ্গল।
সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি আইলা সকল।
গঙ্গার পরশে দেহ মানিলা সাফল॥
গঙ্গা স্থানে বিদায় করিয়া করিবর।
ইন্দ্রের নিকটে গেলা হইয়া কাতর॥

ঐরাবত দেখি ইন্দ্র বোলেন তাহারে।
কি কারণে দুঃখী তোমা দেখিএ শরীরে॥
কিবা অব(অপ)কর্ম্ম তুহ্মি করিলা তথাএ।
কোন অপরাধ তোমার হইছে গঙ্গার পাএ॥ ১৫৪০
শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য বোলে ঐরাবত।
করিলু গঙ্গারে নিন্দা ন জানি মহত্ত্ব॥
সেই অপরাধে শাস্তি করিলা আমারে।
ভাসাইয়া পেলাইল যোজন অন্তরে॥
এ কথা শুনিয়া ইন্দ্র বোলে আর বার।
গঙ্গা নিন্দা কৈলে আর নাহিক নিস্তার॥
তোর অপরাধে মোর হৈল দোষ।
আমারে গঙ্গার কিবা হইআছে রোষ॥
এ বোল বুলিয়া ইন্দ্র আইলা গঙ্গা স্থান।
স্তব করে ইন্দ্র দেব হইআ ব্যাকুল॥ ১৫৪৫
জয় জয় গঙ্গা জয় সুরধুনি।
বিষ্ণুপদ পর প্রকাশ আপনি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জন অঙ্গ।
তিনেত সংস্রব তোমার বহিছে তরঙ্গ॥
অভয়া অমায়া ভাব সত্ত্ব গুণমই।
তুমি সকল ধর্ম্ম সুখ মোক্ষদাই॥
পতিতপাবনী দেবী পাতকী বিনাশি।
তোমার পরশে খণ্ডে পাপ রাশি রাশি॥
এথেক স্তবন যদি কৈলা সুরপতি।
সদয় হইআ বোলেন দেবী ভগবতী॥ ১৫৫০

না করিয় চিন্তা ইন্দ্র তোমার নাহি ভয়।
ঐরাবতের অপরাধ ক্ষেমিল তোমায়॥
এমনে গঙ্গার পাএ অপরাধ মাগিয়া৷৷
চলি গেলা সুরপতি বিদায় করিয়া॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

পয়ার।

ধবল মকর সব রথের বাহন।
ধবল রতন মণি করিয়া সাজন॥
ধবল পতাকা তাহে উড়ে শতে শতে।
ধবল কলস সারি সারি চারি ভিতে॥ ১৫৫৫
চারি ভিতে লাগিয়াছে মণি মুকুতার ঝরা।
ঝলমল করে জেন আকাশের তারা॥
ধবল ভূষণ গঙ্গার ধবল সাজন।
ধবল রথের মাঝে রত্ন-সিংহাসন॥
পরম আনন্দে রথে করিয়া বিজয়।
ভূমি ভারতে দিয়া জাএন নিশ্চয়॥
দুই কুলে কোটি রক্ষক জোগান।
আগে ভগীরথ রাজা করিছে পয়ান॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥ ১৫৬০

—০—

মল্লার রাগ।

গঙ্গা বহি আইসে ভারত ভূমি দেশে
পরম উল্লাসিত মনে।
আগে ভগীরথ পরম মনোরথ
শঙ্খে পুরিছে সঘনে॥
পৃথিবী ভিতর পসিয়া গঙ্গাবর
অন্তরে ত খনিয়া মেদিনী।
ভাঙ্গিয়া (জাঙ্গাল ?) করিছে মিসাল
পঙ্ক বালুকাএ পানি॥
যোজন শতে শতে থাকিয়া ঐরাবতে
পড়িআ ছিল সেইখানে।
তরঙ্গ তরল গতি আপনি ত ভাগীরথী
দেখিল আসিয়া বিদ্যমানে॥
শুন রাজা ভগীরথ এইখানে ঐরাবত
পড়িছিল সেই মহাবল।
বিজই এই পুরী হইবেক নগরী
রাজধানী হইবেক এই স্থল॥
তাতে নাহি দুঃখ শোক পরম কৌতুক
থাকিবেক পুরী চিরকাল।
আমার প্রিয় স্থান এই সে আগুয়ান
পৃথিবীমণ্ডল আধার॥ ১৫৬৫
এই পুরীর বাখান হস্তিনাপুর নাম
থাকিবে সংসারে ঘোষণা।

রহিয়া সুরেশ্বরী আপনে সেই পুরী
শুনিলা আনন্দ-বাজনা ॥
হস্তিনা পুরী বাহিয়া জাএন গঙ্গা চলিয়া
ভাঙ্গিয়া বৃক্ষ পাষাণ ।
নানা দেশ দিয়া দক্ষিণ মুখী হইয়া
হরিসে করিল পয়ান ॥
এই মতে ভাগীরথী চলিলেন্ত বসুমতী
সাগর সঙ্গম ইচ্ছাএ ।
শুনহ ভকত মাধব-বিরচিত
গঙ্গা দেবীর বিজয় ॥

—০—

পয়ার ।

ভাটিয়াল রাগ ।

বৈআ জাএ গো মাতা মকরবাহিনী ভাগীরথী ।
বরুণ পবন ইন্দ্র করি সংহতি ॥ দিসা ॥
তাহাত বাহিয়া গঙ্গা হইলা দক্ষিণ ।
পূর্ব্ব উত্তর বাহিয়া হৈলা (হইলা) পশ্চিম ॥ ১৫৭০
পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা হইলা উজান ।
নানা দেশ দিয়া গঙ্গা করিলা পয়ান ॥
সূর্য্যের তনয়া জে যমুনা মহানদী ।
তেই ত মিলিলা আসি গঙ্গার সংহতি ॥
আর জথ নদ নদী দেবের তনয়া ।
দেশে দেশে জাএন সব সাগরে চলিআ ॥

পূর্ব্ব পশ্চিম আর নানা দেশ বাহিয়া
লবণ-সাগরে সব জাএন চলিয়া ॥
জলের অধিকার সব দেবগণ।
গঙ্গা সঙ্গে জাএন করিয়া সাজন ॥ ১৫৭৫
যমুনা সরস্বতী গঙ্গা হইলা একত্র।
ব্রহ্মাএ করিলা যজ্ঞ আসি সেই ক্ষেত্র ॥
সহস্র বৎসর ব্রহ্মা কৈলা যজ্ঞ দান।
প্রয়াগ করিয়া নাম হইল সেই স্থান ॥
বেণীমাধব তথা করিলা প্রকাশ।
পরম পাবন তীর্থ দেবের আওয়াস ॥
মুনি ঋষি তপস্বী ব্রহ্মচারী জথ।
চতুর্ আশ্রম তথা বৈসে অবিরত ॥
উত্তম মধ্যম পরাক্কত জথ আছে।
সকল উত্তম হএ প্রকার বিশেষে ॥ ১৫৮০
সেই মহাপুণ্যস্থান তীর্থের প্রধান।
তথাএ ক্ষেণেক গঙ্গা করিলা বিশ্রাম ॥
তথাএ বাহিয়া গঙ্গা আইসেন দেশে দেশে।
কাশীর নিকটে আসি করিলা প্রবেশে ॥
দশ যোজন চারি পাশে কাশী মহাস্থান।
তাহা ন জানিয়া গঙ্গা করিলা প্রয়াণ ॥
উত্তরবাহিনী তথা হৈলা মহাবেগে।
বৃন্দ নামে পর্ব্বত জাইতে তথা ঠেকে ॥
ডাকিয়া বোলেন গঙ্গা শুন ভগীরথ।
সমুখে ঠেকিল এই কেমন পর্ব্বত ॥ ১৫৮৫

ভগীরথে বোলে দেবী শুন গো ঈশ্বরী ।
এই ত পর্ব্বতের নাম বৃন্দ মহাগিরি ॥
গঙ্গা বোলেন ভগীরথ শুনহ উত্তর ।
কাশী নাম ক্ষেত্র ইহার কথেক অন্তর ॥
পূর্ব্বে কহিলা শিব এহার বিধান ।
সেই পথে দিয়া আহ্মি করিতে পয়ান ॥
এতেক শুনিয়া ভগীরথ নৃপবর ।
গঙ্গার চরণে বোলে জোড় করি কর ॥
কাশীক্ষেত্র এড়াইয়া আইনু বহু দূর ।
এখনে কোন মতে জাইব সেই পুর ॥ ১৫৯০
গঙ্গা বোলেন ভগীরথ শুন সাবধানে ।
জাইব অবশ্য আহ্মি কাশী মহাস্থানে ॥
মহেশের প্রিয় স্থান দেখিব নিশ্চয় ।
ফিরিয়া আসিব কিছু না করিয় ভয় ॥
শুনিয়া গঙ্গার কথা ভগীরথ রাজা ।
কাশীখণ্ড দেখাইতে চলিলা মহাতেজা ॥
শঙ্খ পুরিয়া রাজা গঙ্গার আগে ধাএ ।
কাশী মহাক্ষেত্রেতে চলিলা মহামাএ ॥
পরম হরিসে গঙ্গা আইলা এথায় ।
কাশী মহাক্ষেত্র দেখিলা ধর্ম্মময় ॥ ১৫৯৫
কোটী লিঙ্গ প্রকাশ হইলা সেই স্থানে ।
দেবলোকে কৈল পূজা বিবিধ বিধানে ॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল ।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল ॥

পটমঞ্জরী রাগ ।

কাশী নামে পুরী আইলা সুরেশ্বরী
পরম হরসিত মনে ।
আগে ভগীরথ পরম মনোরথ
শঙ্খ পুরিছে ঘন ঘনে ॥
ধন্য ধন্য ধন্য ভারত ভুমি পুণ্য
ক্ষেত্র এই সে প্রধান ।
শিবের প্রিয় স্থল পরম নিরমল
দেখি দেবী করিলা বাখান ॥ ধ্রু ॥
সিধ্যা (সিদ্ধ) মুনিবর সন্ন্যাসী সকল
ব্রহ্মচারী আদি জথ ।
চতুর্ আশ্রম বসএ অভিরাম (অবিরাম)
পঠন্তি পুরাণ ভাগবত ॥ ১৬০০
যজ্ঞ তপ দান ব্রহ্ম অনুধ্যান
জপ জাপ্য সর্ব্ব জনে ।
নিয়ম ব্রতচারী বসএ সেই পুরী
দেখিলা আসিয়া বিদ্যমান ॥
রহিয়া সেই স্থানে করেন বাখানে
বারাণসী এই পুরী ।
কোটী লিঙ্গ তাতে দেখিলা সাক্ষাতে
আপনে আছেন হর হরি ॥
সেইত পুরী মাঝে বিচিত্র রথ সাজে
সকল দেবগণ সঙ্গে ।

আইলা মহেশ্বর বৃষের উপর

গঙ্গা দরশন রঙ্গে ॥

দেখিয়া ভগীরথ সে রূপ অদ্‌ভুত

স্তবন করে একমনে ।

কহতি মাধব শুই সে মাধব

লইলু তুহার শরণে ॥

—০—

মালশী রাগ ।

দশকুসি তাল ।

কৈলাস জিনিয়া শ্বেত দেহের বরণ ।

প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অভরণ ॥ ১৬০

তিন নয়ানধারী পঞ্চম বয়ান ।

পূর্ণিমার চান্দ জিনিয়া নিরমল ।

হর মহাদেব হইলা অধিষ্ঠান ।

ফিরিয়া চাহিতে গঙ্গা দেখে বিদ্যমান ॥

চারু জটা মুকুট হিমাংশু অবতংস ।

কোটী কন্দর্প জিনি লাবণ্য প্রশংস ॥

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান বৃষভ আসন ।

আজু সাফল ভেল তোমা দরশন ॥

শিঙ্গা ডমুরু পরশু মৃগবর ।

ভকতের অভয় দেহি আর কর ॥ ১৬১

সঘন আনন্দময় দেব মহাযোগী ।

গলাএ রতনহার শোভএ বাসুকী ॥

এরূপ দেখিলা গঙ্গা শিবের আকার।
হরষিত হইয়া রূপ নিরক্ষে তাহার॥
পরম সানন্দে দুহার হৈল দরশন।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণ॥

—০—

পয়ার।

দুই জন এক ঠাই দেখিল নরপতি।
বিস্তর করিল পূজা প্রণতি ভকতি॥
সেই মহাপুণ্য স্থান শিবের নগরী।
সাক্ষ্যাতে দেখিলা রাজা দেব হরহরি॥ ১৬১৫
বারাণসী নামে পুরী হইল প্রধান।
বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া করিলা নির্ম্মাণ॥
শিবলোক কৈলাস জেন আপনা ভুবন।
তেন মত বারাণসী করিলা সৃজন॥
পরম আনন্দে লোক বৈসে চিরকাল।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি নিজ ধর্ম্মাচার॥
সন্ন্যাসী তপস্বী ব্রহ্মচারী জথ।
চতুর্ আশ্রম তথা বৈসে অবিরত॥
সেই মহাপুণ্য স্থানে রহিলা ভগীরথ (?)।
তাহার দক্ষিণ দেশে দেখহ নৃপতি॥ ১৬২০
এই মতে গঙ্গা তথা রহিলা বেড়িয়া।
পরম সানন্দে দেবী জাএন চলিয়া॥
আগে জাএ ভগীরথ শঙ্খ বাহিয়া।
পাছু ভাগীরথী জাএন দুই কূল ভাগিয়া (ভাজিয়া)॥

খরতর স্রোতধারা তরঙ্গ বিশাল।
ছুই কূল দেখিতে নাহি বড়হি পাথার॥
বড়হি গম্ভীর গঙ্গা জাএ খরধারে।
জহ্নু নামে মুনিএ জেখানে তপ করে॥
অবজ্ঞানে জাএন গঙ্গা মুনিরে দেখিয়া।
কুশ কুসুম দুর্ব্বা নিলেন ভাসাইয়া॥ ১৬২৫
দেখিয়া ত জহ্নু মুনি জ্বলে কোপানলে।
আর জন হৈলে নেও ভস্ম পাতালে॥
গঙ্গারে দেখিয়া আজি না কৈলু লঙ্ঘন।
বড়হি বিষম ক্রোধ না জাএ সহন॥
কি করিব মনে মনে ভাবে মুনি জন।
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশাপ ন জাএ খণ্ডন॥
বড় বেগ ধরে গঙ্গা না চিনে আপনা।
আমার অগ্রতে গঙ্গা দেখাএ সম্ভাবনা॥
তপস্তা করিতে আছি আপনার মনে।
ভাসাইল তপের সর্জ্জ (সজ্জা) বড় অবজ্ঞানে॥ ১৬৩০
চুমুকেত পিমু জল না করিমু আন।
উদরস্থ হইলে জেন না করে পয়ান॥
গঙ্গার তরঙ্গ বেগ রাখিমু সকল।
জেন হেন কর্ম্ম আর না করে অপর॥
এ বোল ভাবিয়া মুনি ক্রোধিত মন।
ভাটি মুখে হস্ত পাতিলা ততক্ষণ॥
গণ্ডুষ করিয়া জল পিবেক সকল।
হাহাকার দেবগণ হৈলা সকল॥

শুখাইল গঙ্গার স্রোত আর নহি বহে।
মৎস্য কচ্ছপ আদি কিছু নহি রহে॥ ১৬৩৫
এক বিন্দু জল নাহি পৃথিবী উপরে।
দেখিয়া ত ভগীরথ হইলা কাতরে॥
করুণা করিয়া কান্দে মুনির চরণে।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা আরাধনে॥

—০—

কহু রাগ।

মুনিরাজ দেয় গঙ্গা ক্ষেম অপরাধ।
মোর কি লাগিয়া এথ পরমাদ॥ ধ্রু॥
আছিলা গঙ্গা সুমেরু-শিখরে
তথাএ পাইলু সুরপুরে।
আইলু পর্ব্বত বাহিয়া
পৃথিবী আইলা হিমালয় দিয়া। ১৬৪০
বহিয়া আনিলু নিজ দেশে
তোমার ঠাই ন পাম উদ্দেশে।
এথ তপ কি কাজে করিলু
তোমা ঠাই গঙ্গা হারাইলু।
কান্দে রাজা গঙ্গা না দেখিয়া
মুনির পাএ বোলে নিবেদিয়া।
কোনখানে রাখিলা গঙ্গা দেবী
পাম গঙ্গা তুয়া পদ সেবি।
গঙ্গা মোর দেয় মুনিরাজ
সাধিমু পূর্ব্ব পুরুষের কাজ। ১৬৪৫

শুনিয়া রাজার করুণা
বোলিতে লাগিলা তুষ্টমনা।
গঙ্গা (মোরে) কৈলা অবজ্ঞান
তেকারণে কৈলু আমি পান।
আমি গঙ্গা দিব ত তোমারে
লৈয়া জাইঅ দক্ষিণ সাগরে।
হৌক গঙ্গা আমার নন্দিনী
তবে গঙ্গা দিব ত এখনি।
এথেক শুনিয়া ভগবতী
বোলেন গঙ্গা হৈমু সম্মতি। ১৬৫০
জহ্নুর তনয়া মহাদেবী
সেই নামে হইলা জাহ্নবী।
ভগীরথে আনিল তাহারে
ভাগীরথী ঘুসিব সংসারে।
অশেষ নাম হইল নানা গুণে
দ্বিজ মাধব বিরচনে॥

—০—

পয়ার।

প্রসন্ন হইয়া বোলে জহ্নু মুনি।
মুখ দিয়া এড়িলে উচ্ছিষ্ট হৈব পানি।
কোন পথে গঙ্গাজল এড়িব কারণ।
জানু চিরিয়া গঙ্গা এড়িলা তখন॥ ১৬৫৫
পৃথিবী পাইয়া গঙ্গা হৈলা বেগবতী।
খরতর স্রোতে চলিলা ভগবতী॥

অথ নদ নদী সঙ্গে আছিল মিলিয়া।
দেশে দেশে তাহা সব দিলেন পাঠাইয়া
পূর্ব্ব পশ্চিম আর নানা দেশ বাহিয়া।
লবণ-সাগরে সব গেলেন্ত চলিয়া॥
চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

আহিরি রাগ।

দশকুসি তাল।

জহ্নুর কন্যা হইয়া জাএন চলিয়া
ভাগীরথী খরতর ধারে।
পরম নব রূপ হৃদয় কৌতুক
চলিলা দক্ষিণ সাগরে॥ ১৬৬১
এই মতে সুরধুনী মকর-বাহিনী
হরিসে করিলা পয়ান।
হইল ঘোর নিশি নিশ্চয় নাহি দিশি
নৃপতি ধাএ আগুয়ান॥
গঙ্গা আইলা পুর্ব্বদেশে সাগর উদ্দেশে
দক্ষিণ দিগ হেন জানি।
রজনী অবশেষ জানিলা বিশেষ
সমুখে উঠিলা দিনমণি॥ ধ্রু॥
ফুটিল সরোবরে কমল-নিকরে
ভ্রমরকুল গাহে ছলে (বুলে ?)।

হইয়া বেগবতী চলিছেন ভাগীরথী
কমল ভাসিছে দুই কূলে ॥
তখনে ভগীরথ হইয়া উনমত
ডাকিআ বোলেন গঙ্গার পাএ ।
আইলাম পুর্ব্বদেশে সাগর উদ্দেশে
না হইল উদ্দেশ তথাএ ॥
শুনিয়া তার বাণী বোলেন সুরধুনী
আইলাম আপনার বেগে ।
নিশ্চয় করিতে নারিলাম এই পথে
কি কাজে ধাও তুমি আগে ॥ ১৬
কন (কোন) পথ দিয়া আইলু চলিয়া
কেমনে জাইব সেই দেশে ।
এথেক বলিয়া পথাবর্তি হইয়া
চলিয়া গেলা অভিলাসে ॥
ফিরিয়া ভাগীরথী চলিছে হরসিতি
সাগর সঙ্গম ইচ্ছাএ ।
শুনহ ভকত মাধব-রচিত
গঙ্গা দেবীর বিজয় ॥

—০—

পয়ার ।

এই মতে জাএন গঙ্গা দক্ষিণ সাগরে ।
ভগীরথ শঙ্খ পুরি ধাএ আগুসারে ॥
দিগ্‌নির্ণয় হেতু রাজা জথা রহে ।
সেইখানে বহি গঙ্গা একধারা বহে ॥

ফিরিয়া ত ভগীরথ বোলে আরবার।
এই পথে গঙ্গা দেবী হও আগুসার॥ ১৬৭০
বঙ্কে বঙ্কে জাএন গঙ্গা হইয়া বেগবতী।
খরতর ধারে বহে গঙ্গা ভাগীরথী॥
মহাবেগে চলেন ভাটি নাহিক উজানি।
হেট উপর করি উঠি জাএ পানি॥
এই মতে জাএন গঙ্গা সাগর উদ্দেশে।
তিন মুনি স্থানে আসি করিলা প্রবেশে॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

তপ করে তিন মুনি চিন্তিত জে সুরধুনী
সমুখে দেখিয়া তিন স্থানে।
আগে ভগীরথ জাএ ফিরিয়া ত রহি চাএ
কোন বুদ্ধি করিমু এখনে॥ ১৬৭৫
গঙ্গা বোলেন ভগীরথ সমুখে আমার পথ
জুড়িয়া রহিছে তিন জনে।
জাইব দক্ষিণ দেশে পুরুষের উদ্দেশে
মুনির হাতে হারাইমু পরাণ॥
ভাবেন গঙ্গা মনের ভিতরে।
মহন্ত মুনির ঠাই আমার নাহি বড়াই
গণ্ডূষেকে পিবেক সকলে॥ ধ্রু॥
এই ত বিষম পথে জাইব আমি কোন মতে
এই তিন মুনির মধ্যে দিয়া।

মুনির গাএ জল লাগে তরঙ্গেতে তপ ভাগে (ভাঙ্গে)
ব্রহ্মশাপে থাকিমু পড়িয়া ॥
এথেক ভাবিয়া মনে তিন ধারা তিন স্থানে
বহি দেবী চলিলা সাগরে।
পূর্ব্বেত চলিল ধারা যমুনা ত নাম সারা
সূর্য্যের তনয়া মহাবলে ॥
পশ্চিমের ধারা গতি নাম হৈলা সরস্বতী
বহি চলিলা সেই দেশে।
দক্ষিণে অলকানন্দা সকল তীর্থের কন্দা
মুনি দেখি চলিলা হরিসে ॥ ১
তিন মুনি করে স্তব পরম সমাধি জপ
না ভাঙ্গিলা মুনির ধেয়ান।
চলিলা সুরেশ্বরী তিন রূপে ধারা করি
তিন দেশে করিলা পয়ান ॥
ক্ষেণে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া ত সুরধুনী
ক্ষেণে ক্ষেণে পশ্চিম-বাহিনী।
দক্ষিণবাহিনী হইয়া নিজ গণ সঙ্গে লইয়া
আপনি চলিলা নারায়ণী ॥
জাএন দক্ষিণ দেশে পুরুষের উদ্দেশে
আগে ভগীরথ মহাশয়।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা-মঙ্গল রসময় ॥

—০—

পয়ার।

পাহি রাগ।

গঙ্গা লইয়া জাএ কি আর ভালা ভগীরথ নাএ ॥ দিশা ॥

পূর্ব্ব দিগে জাএ যমুনা নামে ধারা।
পশ্চিমেত সরস্বতী বড়হি গম্ভীরা ॥
মধ্যে জাহ্নবী ধারা জাএ মহাবেগে।
তরঙ্গ দেখিয়া মনে বড় ভয় লাগে ॥ ১৬৮৫
স্থানে স্থানে জথ পাপী আছিল পড়িয়া।
বঙ্কে বঙ্কে গঙ্গা দেবী গেল উফারিয়া ॥
কোন খানে ভাঙ্গি জলে ভরিলা জোয়ার।
কোন খানে ভাঙ্গি জলে করিল দেয়ার ॥
মধ্যে দ্বীপ জথ হৈল স্থানে স্থানে।
তার মধ্যে নবদ্বীপ করিয়া বাখানে ॥
তখনে আছিল দ্বীপ গঙ্গাজলমাঝে।
এবে সে প্রকাশ হৈল সংসারের মাঝে ॥
এই মতে আইলা গঙ্গা সাগর নিকটে।
* * * * ১৬৯০
ডাকিয়া বোলেন গঙ্গা ভগীরথের তরে।
নিশ্চয় করিয়া কহ সাগর কথ দূরে ॥
তোহ্মার পুরুষ ভস্ম হৈল কোন স্থানে।
সেইখানে জাইব আমি সাগরসঙ্গমে ॥
শুনিয়া ত ভগীরথ গঙ্গার বচন।
দড়াইতে নহি পারে স্থানের কারণ ॥

চিরকাল হইল কথা নারে দড়াইবারে।
জেখানে পুরুষ ভস্ম হইছে পাতাল ভিতরে॥
নিশ্চয় করিয়া এই বলিতে না পারি।
কহিতে না পারেন গঙ্গা ত্রিদশ-ঈশ্বরী॥ ১৬৯৫
স্থানে স্থানে জাগা দেখাএন গঙ্গার তরে।
এই পথে পথে মাতা হও আগুসারে॥
এমত বলিলা রাজা এক শত বার।
তেনমতে গঙ্গা দেবী হইল শতধার॥
শতমুখী হইয়া গঙ্গা পশিলা সাগরে।
দ্বিজ মাধবে কহে ভক্তি পরিহারে॥

—o—

শ্রীগান্ধার।

হরি বোল রে গোবিন্দ বোল ভাই রে
হেলাএ তরিয়া জাইবা বৈকুণ্ঠ নগরে॥ দিশা॥
দড়াইয়া ন পারি ভগীরথ
উদ্দেশিলা এক শত পথ। ১৭০০
সাগর নিকট হেন বাসি
কোন স্থানে আছেন ভস্মরাশি।
হৈলা গঙ্গা এক শত ধারা
বড়হি গম্ভীর নীর পারা।
শতমুখী হইয়া সঙ্গমে
সাগরে চলিলা নিজ রঙ্গে।
অনন্ত মূর্ত্তি মহিমা অপার
সকল তীর্থের মাঝে সার।

তিন লোক তারণ কারণ
দ্রবরূপে সেই নিরঞ্জন। ১৭০৫
সদয়া ত্রিদশ-ঈশ্বরী
পতিত তারিতে অবতরি।
ভূমি ভারত পুণ্য দেশে
দ্বিজ মাধবে রস ভাষে॥

পয়ার।

এই মতে গঙ্গা দেবী পশিলা সাগরে।
পঞ্চ যোজন পথ করি অভ্যন্তরে॥
সাগরে পড়িলা গঙ্গা জল নির্ম্মল।
নরকে থাকিয়া পুরুষ উঠিলা সকল॥
ভস্ম মিশ্রিত বালি ছিল কথ কালে।
তাহাতে পড়িল গঙ্গাজল নির্ম্মলে॥ ১৭১০
সেই ত গঙ্গার ধারাএ মর্জ্জে সেই বালি।
নরকে থাকিয়া পুরুষ উঠিলা সকলি॥
কপিলের শাপে তারা আছিল নরকে।
যমের সদনে পাপ ভুঞ্জি কুম্ভীপাকে॥
তাহার শ্মশান-ভস্ম আছিল পাতালে।
গঙ্গার পরশে তারা দিব্য দেহ ধরে॥
দেবরূপে হইলা ষাটি সহস্র কুমার।
বিমানে আইলা ষাটি সহস্র তাহার॥
ষাটি সহস্র রথে তারা উঠিয়া আকাশে।
দিব্য ভূষণ পরি তথাত প্রকাশে॥ ১৭১৫

পুষ্পবৃষ্টি কৈলা তবে দেবগণে মিলি।
গঙ্গার সমীপে দেব আইলা সকলি॥
ত্রিভুবনে জয়ধ্বনি হইল সকল।
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মনোহর॥
ভুবন-পাবন কথা পরম নির্ম্মল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

কামোদ রাগ।

জয় জয় ধ্বনি সকল ভুবনে শুনি
পৃথিবীতে গঙ্গার বিজয়।
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা আরাধনে
মহিমা ভেল অতিশয়॥
হইয়া শত ধার বহিছে নিরমল
সঘন দক্ষিণ-বাহিনী।
মিলিয়া সাগর-জলে কেলি কলা কুতুহলে
রভসে ত্রিপথগামিনী॥ ১৭২৫
দিব্য বিমান আইল বিদ্যমান
ষাটি সহস্র একবার।
দিব্য রূপ ধরি রথের উপরি
রহিল সগর-কুমার॥
দুন্দুভি বাজন কুসুম বরিষণ
করিছে দেবতা সকল।
তপস্বী মুনিগণ আসিয়া ততক্ষণ
স্তবন করিছে নিশ্মল

নৃপতি ভগীরথ পুরিয়া মনোরথ
হরিসে পুলকে শরীর।
পরম অভিলাষে নাটুয়া-বেশে নাচে
নয়ানে গলে প্রেমনীর॥
পশিয়া সাগরে চলিলা পাতালে
তথাএ হৈলা ভোগবতী।
অতল বিতল সুতল তলাতল
রসাতল মহাতল গতি॥
এ তিন ভুবনে বহিছে সঘনে
আপনে পরম কারণে।
দ্বিজ মাধব অই সে সাধব
লইনু গঙ্গার শরণে॥ ১৭২৫

—০—

পয়ার।

ভাটিয়াল রাগ।

পতিত-পাবনী গো দেবী সুরধুনী।
তোমার চরণ বিনে আন নহি জানি॥ দিশা॥
সগর রাজার ষাটি সহস্র কুমার।
ব্রহ্মশাপে ভস্ম হইআ আছিল পাতাল॥
সাগরের বালি ভস্ম আছিল পাতালে।
গঙ্গার পরশে সব দিব্য দেহ ধরে॥
দিব্য রূপ ধরি সব উঠে দিব্য রথে।
ষাটি সহস্র পুরুষ সব হইলা সাক্ষাতে॥

রথেত চড়িয়া সব দেখে গঙ্গাজল।
সাগর-সঙ্গম তথা তীর্থ নির্ম্মল॥ ১৭৩০
আকাশ ভরিয়া রথ সাগর উপরে।
চারি ভিতে দেবগণ গগনমণ্ডলে॥
জলের রূপ দেখি তারা বোলে হরসিত।
নিজ রূপ দেখাও মাতা পরম পিরীত॥
এথেক শুনিয়া গঙ্গা বোলেন হিল্লোলে।
এইরূপে আইলাম আমি পৃথিবীমণ্ডলে॥
এই দ্রবরূপ আমার দেখ নিজ তনু।
এই দেহ বিনে আর নাহি ভিন্ন তনু॥
এথেক বলিয়া গঙ্গা হইলা অধিষ্ঠান।
ধরিলা আপনা তনু দেবের প্রধান॥ ১৭৩৫
তবে রাজা ভগীরথে বোলে গঙ্গার পাএ।
নিজ রূপ ধরি দেখা দেয় (দেও) মহামাএ॥
এই তিন ভুবনে তুহ্মি দ্রবরূপধারী।
নিজ রূপ ধরি দেখা দেয় (দেও) মাহেশ্বরি
ভগীরথের স্তুতিবাক্য শুনি ভাগীরথী।
দরশন দিলা গঙ্গা হৈয়া মূর্ত্তিবতী॥
শঙ্খ-ধবল তনু দিব্য মনোহরে।
অতুল রতন মণি ঝলমল করে॥
ধবল ভূষণ গঙ্গার (ধবল) সাজন।
ধবল রথের মাঝে রত্ন-সিংহাসন॥ ১৭৪০
তাহাতে বসিয়া দেখা দিলা ভগবতী।
পরম ভকতি দেবগণে করে স্তুতি॥

চারি পাশে দেবনারী চামর ঢুলাএ।
শতে শতে বিদ্যাধরী সম্মুখে নাচএ॥
অধিষ্ঠান হৈলা গঙ্গা সাগর-সঙ্গমে।
অখিল ভুবনে সেই রূপ অনুপামে॥
এমত দেখিয়া তথা সগর-কুমার।
হরসিত হৈয়া রূপ নিরক্ষে তাহার॥
পরম ভকতি স্তুতি করে একমন।
দ্বিজ মাধবে কহে লইলু শরণ॥ ১৭৪৫

—০—

পটমঞ্জরী রাগ।

তুমি দেবী ভগবতী তোমার মহিমা স্তুতি
করে একমন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ নাহি জানে বিবরণ
শিরে করি বহে ত্রিলোচন॥
শুন দেবি ত্রিদশ-ঈশ্বরি।
তোঁমার মহিমা গুণ জে জনে স্মরে পুন
ভব-বাসে ন আইসে বাহুরি॥ ধ্রু॥
জে তোমা দেখিতে জাএ মুক্তিপদ সেই পাএ
জেই জনে জল করে পান।
তোমারে স্তবন করে গুণ গাএ উচ্চস্বরে
বিষ্ণুলোকে তাহার পয়ান॥
জে বা জনে তোমা দেখে যমে তাহা নহি লেখে
পরম মুকুতিপদ পাএ

তোমার জলেত পশি স্নান করে জেই পশি
জীবন-মুকুতি সেই পাএ ॥
দিবি ভূমি অন্তরীক্ষে জথ কিছু তীর্থ আছে
সকল তোমার অধিকার।
সকল তীর্থের সার দ্রবরূপ অবতার
তোমা বিনে কেহো নহি আর॥ ১৭৫০
সুখ মোক্ষ দেবী ধর্ম্ম অর্থ পাএ সেবি
তুয়া পদ ভাবিয়া নির্ম্মল।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা দেবীর মঙ্গল॥

—o—

কামোদ রাগ।

এই মতে একে একে স্তবন জে করি।
চলিল পুরুষ সব বৈকুণ্ঠ জে পুরী॥
সকল দেবতাগণ আকাশেত থাকি।
গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম দেখি॥
পুষ্পবৃষ্টি জয় মঙ্গল ধ্বনি।
সাগর হিল্লোল মিশ্রিত শুনি॥
দেব মুনি ঋষি করএ স্তুতি।
চৌদিগে ভরি শুনি মঙ্গল-গীতি॥ ১৭৫৫
হইল মঙ্গল ভুবন ভরি।
গঙ্গা-সাগরে কলাকলি॥
দেব পিতৃগণ উল্লসিত ভেল।
পাপ পাষণ্ড দূরে গেল॥

তিন লোকে ধন্য ভারত-ভূমি।

*　　　*　　　*　　　॥

ধন্য ধন্য ভারত করি স্তপ।
ভুবন ভরিয়া রহিল জপ॥
শুনহ ভকত মঙ্গল জয়ে।
গঙ্গা আরাধনা মাধবে কহে॥　　　১৭৬০

—০—

সুহি রাগ।

ভগবতি গঙ্গে　　　তরল-তরঙ্গে
　　গহন গম্ভীর গতি রঙ্গে।
বিষ্ণু এক জল　　　পরমহি নির্ম্মল
　　কলিকলুষ সব ভঙ্গে॥
সিদ্ধ অমরবর　　　কিন্নর অপছর
　　চৌদিগে গণ-পরিবারা।
সুর মুনি ঋষিগণ　　　স্তুতি করে অনুদিন
　　পরম ভকতি পরিহারা॥
কোটী কোটী ধনুর্দ্ধর　　　রক্ষক তোমার চর
　　দুই কূলে ধরিছে জোগানে।
তোমার অভক্ত জন　　　তাহা করে নিবারণ
　　আনিয়া মিলাএ নিজ জনে॥
দূরে থাকি জেই জন　　　স্মরএ তোমার গুণ
　　কোটী জন্মের পাতক বিনাশে।
জেবা নিকটে রহে　　　তোমার মহিমা কহে
　　নিরবধি ভকতি উদ্দেশে॥

দিবি ভূমি রসাতল বহিছে নির্ম্মল জল

ত্রিভুবনে বিজই পতাকে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পরশিয়া তিন দেব

পড়িয়া রহিলা তিন লোকে॥ ১৭৬৫

সুরলোকে মন্দাকিনী পৃথিবীতে নন্দিনী

পাতালে হইলা ভোগবতী।

তিন লোক উদ্ধারিতে অখিল জীবের হিতে

দ্রবরূপে আইলা ভাগীরথী॥

তিন লোকে এক পথ কে বা জানে মহত

সুরপতি মনে অভিলাষা।

তুয়া পদ দরশন ভাবই অনুদিন

মাধব এহ রস করে আশা॥

—০—

বড়ারি রাগ।

হরশির-জটাভার ভূষণ ভালে।

ত্রিভুবন জয় বীর-পতাকা মালে॥

হরিপদ-সরসিজ কর সুভাসে।

সুখ মোক্ষ লক্ষ দেই পরম বিলাসে॥

জয় জয় সুরধুনি নমো দেবি গঙ্গে।

গহন গম্ভীর নীর বিমল-তরঙ্গে॥ ধ্রু॥ ১৭৭০

কোটী কোটী শশধর জিনিয়া আভা।

অপরূপ রূপ অতি জিনি অঙ্গশোভা॥

সুরগণ ঋষিগণ জগজনে বন্দে।

তুয়া পদযুগ সেবি পরম আনন্দে॥

কলিকাল কলমষ অবিরত নাশে।
নিরমল জলবিন্দু তিলেক পরশে॥
গিরিরাজবর বিদারল বেগে।
পরব ভরণ কিছু নাহি লাগে॥
ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডিলা তুমি ঈসত লীলাএ।
সুরলোক গড়ি পড়ি আপনা ইচ্ছাএ॥ ১৭৭৫
সুমেরুশিখরে ধারা বহে মহাবেগে।
তিন লোক উদ্ধারিলা নব অনুরাগে॥
খরতর স্রোত গতি বহে কথ ধারে।
বসুমতী সুবলিত শৃঙ্গার-হারে॥
তুয়া জস গুণ গাই এই অভিলাষা।
দ্বিজ মাধব কহে গদ গদ ভাষা॥

—০—

পয়ার।

এই মতে স্তুতি করে দেব ঋষি মুনি।
নানা বাদ্য আনন্দে চৌদিকে জয়ধ্বনি॥
পৃথিবীর পাতক ঘুচাইতে অবতরি।
তিন লোকে এক পঁথ হইলা সুরেশ্বরী॥ ১৭৮০
দশমী জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষ তিথি।
এই শুভ দিনে গঙ্গা আইলা ভাগীরথী॥
দশবিধি পাপ হরএ সেই স্নানে।
আইলা গঙ্গা দেবী সাগর-সঙ্গমে॥
চৈত্রে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী হএ শনিবার।
শতভিষা নক্ষত্র শুভযোগে এককাল॥

মহা মহা বারুণী যোগ নাম তাহার।
স্নান মাত্র তিন কোটী কুলের উদ্ধার॥
আর জথ সব যোগ আছে সব কালে।
সেই সব স্নান-ফল মহিমা বিশালে॥ ১৭৮৫
সূর্য্যগ্রহণ শ:কোটী কালে গঙ্গা স্নান।
মহা মহা বারুণীর ফল তাহার সমান॥
মুসল বত (ব্রত ?) স্নান যদি করে গঙ্গাজলে।
মহাপাপ নাশ তার হএত তৎকালে॥
পূর্ণমাসী শুক্লান্তে অমাবস্যা পাইয়া।
গঙ্গাএ মর্জ্জিয়া স্নান জে করে আসিয়া॥
শত শত গুণ গঙ্গা স্নান হএ ফল।
প্রাতঃস্নান করে জেবা হইয়া অনুবল॥
গঙ্গার জলেত জেবা দেবপূজা করে।
অধিষ্ঠান হএ দেব তাহার নিয়রে॥ ১৭৯০
গঙ্গার জলেত জাপ্য করে জেই জন।
অল্পে অনন্ত গুণ হএ ততক্ষণ॥
গঙ্গাএ মর্জ্জিয়া জেবা স্তুতি পাঠ করে।
জার জেই মনোভীষ্ট পাএ বারে বারে॥
গঙ্গামৃত্তিকা ফোটা ধরে জেই শিরে।
সূর্য্যের সমান তেজ ধরে শিরোপরে॥
গঙ্গার তরঙ্গ ঢেউ লাগে জার অঙ্গে।
মুক্ত হইআ জাএ সেই পরিবার সঙ্গে॥
সাগরে গঙ্গাএ জথা হইল সঙ্গম।
পৃথিবীতে জথ তীর্থ তার নহে সম॥ ১৭৯৫

জার জেই কামনা করিয়া জলে মরে।
সেই সব কাম্য গঙ্গা করেন সফলে॥
প্রত্যক্ষ হইয়া গঙ্গা রহিলা তথাএ।
হর হরি দুই জনে করিলা আলয়॥
বেণীমাধব তথা করিলা প্রকাশ।
পরম পাবন তীর্থ দেবের আওয়াস॥
শতেক ধারার মধ্যে তীর্থ মহাস্থান।
জলে অন্তরীক্ষে মৈলে একহি সমান॥
অন্য স্থানে হএ মুক্তি মৈলে গঙ্গাজলে।
বারাণসী হএ মুক্তি জলে আর স্থলে॥ ১৮০০
গঙ্গাসাগরে মুক্তি হএ সর্ব্বলোকে।
জলে স্থলে মরে জেবা মরে অন্তরীক্ষে॥
শ্মশানের অস্থি যদি পড়ে গঙ্গার জলে।
কীট পতঙ্গ আদি সকল উদ্ধারে॥
গঙ্গাএ জার মৃতা তনু তরঙ্গে দোলাএ।
কাক কুকুর শৃগালে বেড়ি বেড়ি খাএ॥
দিব্য রূপ ধরি সেই বিষ্ণুপুরী জাএ।
চারি পাশে দেবনারী চামর ঢুলাএ॥
গঙ্গাতীরে বৈসে (জেই) চণ্ডাল অধম।
চতুর্ভুজ রূপ তারে দেখ দেব সম॥ ১৮০৫
কাক শৃগাল কুকুর বৈসে গঙ্গার কূল।
অন্য দেশের রাজা নহে তার সমতুল॥
গঙ্গার তরঙ্গ-বায়ু লাগে জার অঙ্গে।
মুক্ত হইয়া স্বর্গে জাএ পরিবার সঙ্গে॥

এক বিন্দু গঙ্গাজল জেই জীবে পাএ।
সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে জাএ॥
অশেষ পাতকরাশি হরে এক তিলে।
বৈকুণ্ঠে গমন এক বিন্দু গঙ্গাজলে॥
নিরুপক্ষ বিধি কারে করে বিড়ম্বনা।
সেই সে না পাএ গঙ্গাজল এক কণা॥
ভজ গঙ্গা পূজ গঙ্গা কর গঙ্গাস্নান।
গঙ্গার মহিমা শুন কর গুণ গান॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

ভগীরথ মহারাজা করিল সুকাজ।
গঙ্গারে প্রণাম করি গেল নিজ রাজ॥
দেশেরে আইলা রাজা পরম তপস্বী।
দেখিবারে তাহানে আইলা মুনি ঋষি॥
আসিয়া রাজারে সবে কৈলা আশীর্ব্বাদ।
ধন্য ধন্য করিয়া করিলা অনুবাদ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম তোমার হইল সফল।
তোমার অধিক নাহি পৃথিবীমণ্ডল॥
পরম তপস্বী তুমি ধর্ম্ম কৈলা সার।
ঘুচাইলা পৃথিবীর জথ পাপভার॥
আপনার গণ সব করিলা উদ্ধার।
তোমা হোতে তিন লোক পাইল নিস্তার॥

গঙ্গার মহিমা কিবা বলিবারে জানি।
অনন্ত অপার জার মহিমা কাহিনী॥
আউট কোটী তীর্থ আছে ভূমি অন্তরীক্ষে।
সকল গঙ্গার অংশ আছে তিন লোকে॥ ১৮২০
নন্দিনী নলিনী নাম দেবেতে বাখানি।
দক্ষা বিষ্ণুকায়া গঙ্গা পৃথিবী শিবানী॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমা শান্তিপ্রদা শান্তা জাহ্নবী মালিনী॥
ত্রিদশ-ঈশ্বরী দেবী বৈষ্ণবী পাবনী।
হরশিরভূষণ মহাপাতকনাশিনী॥
ত্রিপথগামিনী মন্দাকিনী ভোগবতী।
সকল ভুবনে সুখ মোক্ষ অব্যাহতি॥
পরিত্রাণ হেতু গঙ্গা কলুষ সাগরে।
ত্রিলোক্য নিস্তার হেতু আইলা মহীতলে॥ ১৮২৫
ত্রিলোক্যব্যাপিনী গঙ্গা আছিলা সিখরে।
হেন গঙ্গা কেমনে আনিলা মহীতলে॥
সেই সব কথা রাজা কহত নির্ম্মল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

-০—

কহু রাগ।

শুন মুনি দুঃখের কাহিনী।
বিষম দেবের মায়া বুঝন ন জাএ এহ্য
বড় পুণ্যে পাইলু (সুর) ধুনী॥

গেলু মুই তপোবন কৈলু প্রভু আরাধন
হিমালয় দক্ষিণ শিখরে।
কৈলু তপ উপবাস আরাধিলু শ্রীনিবাস
সাক্ষাতে দেখিলু গঙ্গাধরে ॥
ভজিয়া প্রভুর পাএ মাগিলু জে বরদায়
গঙ্গা দেবী দেয় ভগবান।
শুনি সেই মনোরথ মায়া কৈলা জগন্নাথ
গঙ্গা দেবী না দিলা কারণ॥ ১৮৩০
করিলু একান্ত ভাব তবে হৈল গঙ্গা লাভ
আপনে প্রভু কৈলা অঙ্গীকারে।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বর ভজ ব্রহ্মা দেব হর
তবে গঙ্গা পাইবে প্রকারে ॥
করিলু ব্রহ্মার সেবা তুষ্ট হৈলা সেহো দেবা
তান ঠাই পাইলুম বর।
শিবেরে সেবনা করি বর পাইলু সুরেশ্বরা
তবে গেলু সুমেরুসিখর ॥
তিন দেবের আজ্ঞা পাইয়া সুমেরুসিখরে গিয়া
গঙ্গা দেবী কৈলু আরাধন।
গঙ্গার মহিমা জথ সাক্ষাতে দেখিলু কথ
তবে গঙ্গা করিলা গমন ॥
পশিলা শিবের মাথে উদ্দেশ না ছিল তাতে
বরিষেক ভ্রমি তথাএ।
মহেশের জটা হোতে পড়িলা পর্ব্বত পথে
তিন ধারা হইলা ইচ্ছাএ ॥

পূর্ব্ব পশ্চিম ধারা সীতা বঙ্কু ভদ্রসারা
চলি গেলা লবণসাগরে।
দক্ষিণে অলকানন্দা সকলি তীর্থের কন্দা
তবে আইলা হিমালয় গিরিবরে॥ ১৮৩৫
তথা আসি ঐরাবত ভাঙ্গিয়া করিলা পথ
পড়িলেন গঙ্গা তাহান মাথাএ।
ভারত ভুবনে আইলা প্রয়াগ স্থানে
সরস্বতী যমুনা তথাএ॥
তবে আসি কাশীপুরী জথা আছেন হরহরি
সেই পথে করিলা পয়ান।
আইলা গঙ্গা নিজ রঙ্গে বিমল তরঙ্গ সঙ্গে
জহ্নু মুনি পথে কৈল পান॥
মুনির ঠাই গঙ্গা পাইয়া আইলু সাগরে লৈয়া
সমুদ্রমুখী হইলা তথাএ।
সাগরে পড়িল জল উদ্ধারিল সকল
দ্বিজ মাধবে রস গাএ॥

—০—

পয়ার।

গঙ্গা সাগর সঙ্গ হৈল জেইখানে।
মুর্ত্তিমন্ত হৈয়া তথা রৈলা দুই জনে॥
গঙ্গা দরশনেত সাগর উল্লসিত।
পাইআ আপনা প্রিয়া পরম পিরীত॥ ১৮৪০
পাইয়া আপনা পতি মন অভিলাস।
পরম স্বরূপ রূপ করিলা প্রকাশ॥

করিব সাগরে বিবাহ গঙ্গা ভাগীরথী।
পবন বরুণ ইন্দ্র আইলা বসুমতী॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আইলা তিন জন।
বসু প্রবর আদি আইলা সর্ব্বগণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি আইলা অপছর।
দেবনারী সব আইলা দেখিতে সাগর॥
নানা বাদ্য বাজে সঙ্গে দুন্দুভি তুমুল।
পরম উল্লাসে উঠে সাগর হিল্লোল॥ ১৮৪৫
দেব অনুরূপ বিবাহ হৈল দুহাকার।
তিন লোকে জয়ধ্বনি জয় জয়কার॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

কামোদ রাগ।

মিলিয়া দেবনারী মঙ্গল উচ্চারি
করিছে দুহার বন্দন।
আগিয়া পুরিয়া অভরণে ভূষিয়া
বিবাহ মঙ্গল কারণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরী নাচএ অপছরি
গাএ পরম হরিসে।
হরিসে নব ঘন কুসুম বরিষণ
সতত মঙ্গল বিলাসে॥
দেব অপরূপ বিবাহ কৌতুক
হইল পরম উৎসব।

আনন্দ জয়ধ্বনি　　　সাগর মাঝে শুনি
　　সাক্ষাতে গঙ্গার অনুভব ॥　　　১৮৫০
হিল্লোল কল্লোল　　　বহিছে মনোহর
　　রভসে ত্রিপথগামিনী।
বলিত নিজ পতি　　　করিয়া আরতি
　　শিবের অংশ হেন জানি ॥
পরমত বিলাসে　　　কেহো নাহি দেখে
　　করিলা ত্রিলোক্য বিজয়।
স্থাবর জঙ্গম　　　আদি জথ জন
　　দেখিয়া পাইলা অভয় ॥
সাগর সঙ্গম　　　হইল মহাপুণ্য
　　পরম নির্ম্মিত নির্ম্মল।
শুনহ সাধব　　　গানে মাধব
　　গঙ্গা দেবীর মঙ্গল ॥

পয়ার।

ভাটিয়াল রাগ।

পতিতপাবনি গো মা সুরসুবদনি।
তোমার চরণ বিনে আর নহি জানি ॥ দিসা ॥
ধর্ম্ম ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র প্রভাস পুষ্কর।
গয়া প্রয়াগ আদি তীর্থ নীলাচল ॥　　　১৮৫৫
সরযূ গণ্ডকী শ্বেতগঙ্গা গোদাবরী।
বারাহী ভৈরবী আদি তীর্থ মাহেশ্বরী ॥

সিন্ধু মহাভৈরব আর শোণ মহানদী।
চন্দ্রভাগা মহদা কৌসিকী কুমুদী॥
ব্রহ্মপুত্র কাশী:ক্ষত্র জথ তীর্থ আছে।
গঙ্গারে দেখিতে সব গেলা দেশে দেশে॥
চলিলা সকল তীর্থ গঙ্গা দেখিবারে।
যমুনা সরস্বতী দুই গেলা আগুসারে॥
মূর্ত্তিমন্ত হইআ সব গেলা অংশে অংশে।
গঙ্গার নিকটে গিয়া আপনা প্রশংসে॥ ১৮৬০
আজি সফল সবে হইলাম তীর্থ নাম।
তোমার পরশে সব হৈলাম পুণ্যবান॥
তোমার সঙ্গেতে তীর্থ থাকিব সকল।
সভার ঈশ্বরী তুহ্মি দেয় অনুবল॥
এই মতে তীর্থ সব রহিলা গঙ্গাএ।
সব তীর্থময়ী গঙ্গা হইলা মহামাএ॥
ভুবনপাবন কথা পরম নির্ম্মল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

ধানশী রাগ।

তরঙ্গ চপল নীর জলজন্তু নহে স্থির
আবর্ত্ত আয়ত শতে শতে।
সঘন জয়াল ভাগে দেখিতে চমক লাগে
উদ্ভিত তরুতলে জাএ তাতে॥ ১৮৬৫

পশিয়া পৃথিবীতল ভাঙ্গিয়া পৃথিবী জল
মিলাইয়া বহে মহাবেগে।
অন্তরে বিদারি ক্ষিতি নিজ বল সংহতি
ত্রিভুবন জয় অনুরাগে ॥
চৌদিগে জয় জয় তিন লোক বিজয়
পরম হরিসে সুরধুনী।
খরতর শ্রোতধার নাহি জলের পারাপার
হিল্লোল কল্লোল বড় শুনি ॥ ধ্রু ॥
এ কূল ও কূল গতি দুই কূলে ভাঙ্গে ক্ষিতি
কোনখানে পড়িছে দেয়ার।
পঙ্ক বালুকা জল অন্তরে নিরমল
ক্ষেণে ক্ষেণে ভরিছে জোয়ার ॥
বড়হি উনমত্ত বেশে পৃথিবী ভাঙ্গি আইসে
ত্রাসিত হইলা বসুমতী।
আইলা গঙ্গার ঠাই আপনা রাখিতে চাই
করজোড়ে করেন মিনতি ॥
শুন দেবী সুরধুনি মোর নাম মেদিনী
সহি আমি জগতের ভার।
দুই কূল ভাঙ্গিয়া জবে গড়িয়া পড়িব তবে
মর্জ্জিলে আমি জাইব রসাতল ॥ ১৮৭০
শুনিয়া পৃথিবীর বাণী বোলেন তবে সুরধুনী
না ভাঙ্গিব দুই কূল আর।
এক কূলে পড়িব চর আর কূলে মহাজল
ভাঙ্গিব আমি বড়হি জয়াল ॥

প্রতিজ্ঞা শুনি বসুমতী হরসিত হইলা অতি
চলি গেলা আপনা নিলয় ।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা-মঙ্গল রসময় ॥

—o—

পয়ার ।

পূর্ব্বে সুদাসের পুত্র সৌদাস নামে রাজা ।
সূর্য্যবংশেত সেই আছিল মহাতেজা ॥
বশিষ্ঠ নামে মুনি তার কুলপুরোহিত ।
রাজার সাক্ষাতে আইলা পারণা নিমিত্ত ॥
মুনিরে দেখিআ রাজা উঠিলা সম্ভ্রমে ।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তানে বৈসাইলা আসনে ॥ ১৮৭৫
প্রণাম করিয়া বোলে বিনয়বচন ।
আজু কেনে আচম্বিত এথা আগমন ॥
শুনিয়া রাজার কথা বোলে মুনিবর ।
কালি উপবাসী ছিল হরির বাসর ॥
পারণা করাও আজি করিএ রন্ধন ।
জাবত করিএ আমি স্নান তর্পণ ॥
শুনিয়া মুনির বাক্য হরিস প্রচুর ।
পুনরপি বোলে রাজা বচন মধুর ॥
ব্রাহ্মণনন্দন সূর্য্যবংশ-কুলগুরু ।
আমার ভাগ্যেতে গোসাঞি আইল কল্পতরু ॥ ১৮৮০
আজ্ঞা কৈলা পারণা কারণে আমারে ।
পারণার বেলা এথা হইছে তোমারে ॥

তাহার উদ্যোগ মুই করো গিয়া ঘরে।

* * * ॥

স্নান করি গোসাঞি আইসহ সত্বর।
পারণার বেলা এথা হইছে তোমার ॥
আজ্ঞা দিয়া মুনি গেলা স্নান করিবার।
এথাএ করাএ রাজা রন্ধন প্রকার ॥
বৈরী রাক্ষস এক আছিল সেই দেশে।
রাজার সাক্ষাতে আইল হইয়া মুনিবেশে ॥ ১৮৮৫
সেই মুনি হেন জানি না কৈল বিস্ময়।
কি কারণে ফিরিয়া আইলা মহাশয় ॥
শুনিয়া রাজার বাক্য বোলে মহামুনি।
পারণা করাইবা এথা কহিলা আপনি ॥
এথ কালে নিরামিষ্য করি সম্বৎসরে।
মাংস ভোজন আজি করাইবা আমারে ॥
এ বোল বোলিয়া মাত্র গেলেন তৎকাল।
মুনি জ্ঞানে মনে রাজা না কৈলা বিচার ॥
মৃগমাংস দিয়া রাজা করাইলা রন্ধন।
সুবর্ণ-থালেত থুইলা অন্ন ব্যঞ্জন ॥ ১৮৯০
এই মতে আছে রাজা পারণার কাজে।
স্নান করিয়া আইলা মুনি মহারাজে ॥
পারণা করিতে ঘরে গেলা মুনিবর।
বসিয়া আসনে মুনি চাহেন সকল ॥
আচমন করি অন্ন ব্যঞ্জন পরশি।
খাইব কেমনে অন্ন আমিষ হেন বাসি ॥

অন্ন এড়িয়া ব্যঞ্জনে দিলা হাত।
মাংসের ব্যঞ্জন সব দেখিলা সাক্ষাত॥
অস্থে ব্যস্থে হস্ত ছাড়ি পাখালিয়া উঠি।
উদরে আনল জলে চাহে কোপদৃষ্টি॥ ১৮৯৫
কি করিব (মুনিবরে) ভাবে মনে মন।
বড়হি বিষম ক্রোধ না জাএ সহন॥
পারণা করিতে আমি কৈল সন্বিধান।
তেকারণে আমারে করসি অবজ্ঞান॥
মাংস ভোজন আমি করি দুরাচার।
আমারে আনিয়া দিছ আমিষ্য আহার॥
এই ত কারণে রাজ্য ঘুচিব তোমার।
রাজ্য ছাড়ি বনে জাও পাপ দুরাচার॥
এই শাপ দিয়া মুনি ক্রোধ নহি টুটে।
আর শাপ দিতে মুনি ক্রোধদৃষ্টি উঠে॥ ১৯০০
রাক্ষস হইআ বনে থাক চিরকাল।
রাক্ষসের ভক্ষ্য আমা দিয়াছ আহার॥
এই শাপ দিলা মুনি হইয়া নিষ্ঠুর।
কান্দিতে লাগিলা রাজা চিত্ত হইয়া দুর॥
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—০—

কর্ণাট রাগ।

রাজা আপনা করম দোষে বসিয়া মুনির পাশে
মনে মনে করিছে বিচার।

অবিচারে ব্রহ্মশাপ বিষম সঙ্কট তাপ
অকারণে হইল আমার ॥
এক অপরাধ কৈলু তোমা ঠাই না পুছিলু
মাংস ভোজন কি কারণ।
আপনি কৈলা অঙ্গীকার আসিয়াত পুনর্ব্বার
করিবারে মাংস ভোজন ॥ ১৯০৫

তুমি মুনি বড় নিদারুণ।
নাহি জানি অপরাধ তবে কেনে পরমাদ
ব্রহ্মশাপ দিলা কি কারণ ॥ ধ্রু ॥

বিনি অপরাধে শাপ এ বড় বিষম তাপ
এ দোষে তোমার হএ পাপ।
যদি এক অপরাধী করিল আমারে বিধি
তবে কেনে দিলা দুই শাপ ॥

এথেক নিষ্ঠুর বলি দুই করে অঞ্জলি
জল লৈয়া প্রকোপিত হইআ।
ব্রহ্ম অস্ত্র হইয়া জল পড়িবেক সকল
জার অঙ্গে দিবে ত পেলিয়া ॥

এথেক প্রমাদ দেখি দেবগণ হৈল দুঃখী
হাহাকার করে সর্ব্ব জন।
ব্রহ্মার তনয় জানি বশিষ্ঠ নামেত মুনি
শাপ দিলে মরিব এখন ॥

তবে সকল সৃষ্টি মজ্জিব ব্রহ্মার দৃষ্টি
স্বর্গ মর্ত্ত্য মজ্জিব পাতাল।

না থাকিব কোন জন ব্রহ্মবধ কারণ
বশিষ্ঠ রাখিব এইবার ॥ ১৯১০
এমত দেবের বাণী শুনিয়া ত নৃপমণি
মনে (মর্মে) করে অনুমান।
এই ত শাপের জল এড়িবাম কোন স্থল
ভস্ম হৈব সেই বিদ্যমান ॥
এই মতে ব্রহ্মশাপ হৈলা রাজা অনুতাপ
ভাবি মনে করিলা নিশ্চয়।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা-মঙ্গল রসময় ॥

—০—

পয়ার।

কোপে লইলা রাজা অঞ্জলি করিয়া।
বশিষ্ঠেরে শাপ দিতে আইলেন্ত ধাইআ ॥
হাহাকার করে দেব মুনি ঋষিগণ।
বড়হি প্রমাদ হৈল বাসে সর্ব্বজন ॥
বিনয় করিয়া বোলে রাজার সাক্ষাতে।
না কর প্রমাদ ব্রহ্মবধ জল হোতে ॥ ১৯১৫
শুনিয়া দেবের বাণী নিবর্ত্তিলা কোপ।
অধিক হইয়া দুঃখ মনে অনুতাপ ॥
জাহার উপরে এই এড়ে শাপ-জল।
সেই ত পুড়িয়া ভস্ম হইব সকল ॥
পৃথিবী এড়িলে জল জাইব পাতাল।
পুড়িয়া ত ভস্ম হইব রসাতল ॥

পর্ব্বতে এড়িলে জল পুড়িবেক বন।
হস্ত হোস্তে খসি হস্ত হইব দাহন॥
নাহি দিলেন শাপ মুনি পেলিয়া।
পরম ধার্ম্মিক রাজা মনেত ভাবিয়া॥ ১৯২০
আপনার পাএ জল এড়িল সকল।
পুড়িয়া দুইখানি পাও হইল কোসল (কোমল ?)॥
সাধু সাধু বলিয়া দেবগণে করে স্তুতি।
আপনার শাপ-জলে পোড়ে নরপতি॥
কল্মাষ্প নাম হইল তাহার।
পরম ধার্ম্মিক রাজা বিদিত সংসার॥
দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করিল সকল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥

—o—

পয়ার।

লজ্জিত হইয়া রৈলা বশিষ্ঠ মহামুনি।
রাজারে বোলেন মুনি প্রবোধ কিছু বাণী॥ ১৯২৫
অকারণে ব্রহ্মশাপ দিলাম তোমারে।
রাক্ষসের মায়া না পারিলাম বুঝিবারে॥
আপনার শাপে তুমি পুড়িলা আপনে।
আহ্মারে রাখিলা ব্রহ্ম বধের কারণে॥
সূর্য্যবংশে জন্ম তোমার হইল সাফল।
তোমার অধিক নাহি ভুবনমণ্ডল॥
জেই ব্রহ্মশাপ আমি দিয়াছি তোমারে।
ভুঞ্জিবা অবশ্য তুমি রাক্ষস-শরীরে॥

দ্বাদশ বৎসর থাকিবা তুমি রাক্ষস হইয়া।
বৈকুণ্ঠেত জাইবা গঙ্গাজল বিন্দু পাইআ॥ ১৯৩০
এথেক কহিলা মুনি শাপ বিমোচন।
চলিল আপনা স্থানে ব্রহ্মার নন্দন॥
মুনি গেলে সেই রাজা হইল রাক্ষস।
জথেক ইন্দ্রিয়গণ হইল অবশ॥
রাক্ষস আকৃতি হৈলা রাক্ষস আচার।
রাক্ষসের ভক্ষ্য সব করএ আহার॥
দেশ ছাড়িয়া রাজা গেলা বনবাসে।
নানা পশু মৃগ খাএ মনের হরিসে॥
বনে বনে বেড়াএ রাক্ষস মহাবল।
সিংহ ভালুক হস্তী পলাএ সকল॥ ১৯৩৫
এই মতে রাক্ষস বেড়াএ মহাবনে।
দেখিলেন্ত এক মুনি সেইত কাননে॥
ব্রাহ্মণী সহিতে বিপ্র আছে বনবাসে।
পরম তপস্যা হেতু ফল অভিলাসে॥
মনিস্ত দেখিআ রাক্ষস আইলা ধাইয়া।
পরম আনন্দ হইলা মনুষ্য পাইয়া॥
ধরিয়া খাইল রাক্ষস সেই মুনিবর।
কান্দিয়া ব্যাকুল হইল তার স্ত্রীবর॥
ব্রহ্মশাপ দিবারে চাহে উঠিয়া ব্রাহ্মণী।
আমার স্বামী খাইলা তুহ্মি আমা নহি জানি॥ ১৯৪০
শাপের কথন শুনি বলিলা রাক্ষস।
শাপের উপর শাপ দিবা তোমার নাহি জস॥

ব্রহ্মশাপে রাক্ষস তুহ্মি মনে আমা জাগে।
শাপের উপর শাপ দিলে কভো নহি লাগে॥
আমি সে তোমারে বলি এই অভিশাপ।
রাক্ষসী হইয়া তুহ্মি ভুঞ্জসিয়া পাপ॥
এথেক শুনিয়া সেই মুনির ব্রাহ্মণী।
দেখিতে দেখিতে রাক্ষস হইলা তখনি॥
চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গা-মঙ্গল॥ ১৯৪৫

—০—

মল্লার রাগ।

রাক্ষসী করিয়া সঙ্গে নানা কুতূহল রঙ্গে
বনে বনে বেড়াএ দুই জন।
হরিণ শূকর পাএ ধরিয়া ধরিয়া খাএ
মনিস্য গরু ন পাএ জখন॥
রাক্ষস-শরীর পাইয়া পতি পত্নী তার হইয়া
দুই জন আছে বনবাসে।
শেষ দণ্ড এক জন রাক্ষস হইয়া বন
প্রবেশিয়া গেলা তার পাশে॥
তিন জন এক সঙ্গে বেড়াএ পরম রঙ্গে
প্রমত্ত হইয়া মহারোষে।
রাক্ষস শরীরে সুখ নাহি কিছু দুঃখ শোক
শাপ হেতু করে অভিলাসে॥
এই মতে গেল কাল শাপ বিমোচন তার
হইবেক কোন হি সময়।

তিন জন এক স্থানে গহন কানন বনে
মনুষ্যের গন্ধ জথা পাএ ॥
তিনে এক মুখ হইয়া আছে পথ জুড়িয়া
সমুখে দেখিল একজন ।
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে একশ্বর বনপথে
চর্ম্মাম্বর করি (পরি) ধান ॥ ১৯৫০
নখ লোম রুক্ষ কেশ ব্রহ্মচারীর বেশ
বনপথে আইসন্ত নির্ভয় ।
সমুখে রাক্ষস পথে দেখিয়া ত মন বেথে
আজু মৃত্যু হইব নিশ্চয় ॥
মরিব রাক্ষস হাতে পরিত্রাণ নাহি তাতে
এড়াইবারে নাহিক প্রকার ।
এই মতে একমনে স্মরিয়া ত নারায়ণে
পথ মেলি হএ আগুসার ॥
আইসে মুনিজন সমুখে রাক্ষসগণ
ভাবি মনে করিছে নিশ্চয় ।
শুনহ ভকত সব গায়ই মাধব
গঙ্গা-মঙ্গল রসময় ॥

—০—

পয়ার ।

মনুষ্য দেখিআ রাক্ষস আইল ধাইয়া ।
পরম আনন্দ হৈল মনুষ্য পাইয়া ॥
হৃষ্টমতি হইয়া রাক্ষস তিন জন ।
ধাইয়া আইল শীঘ্রে রাক্ষসের গণ ॥ ১৯৫৫

হরসিতে অন্যে অন্যে বোলে জনে জন।
মনুষ্য মারি মাংস আজি খাইব এখন॥
খাইবার আশে তারা রহিলা বেড়িয়া।
জথা সেই দ্বিজবর আছেন ভয় পাইয়া॥
তিন রাক্ষসে দেহ খাইব আমার।
রক্ত মাংস নাহি দেহে অস্থি চর্ম্ম সার॥
এথ কাল বেড়াই তীর্থে করিয়া ভ্রমণ।
কভো নাহি হএ আমার এমত ঘঠন॥
রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু করাইলেন বিধি।
এই মনে ভাবি বিপ্র বোলে নিরবধি॥ ১৯৬০
বেড়িলা রাক্ষস সবে খাইবার আশে।
ছুইতে না পারে অঙ্গ রহিল তার পাশে॥
বিক্রম করিয়া তারা চাহে একে একে।
জলন্ত আনল সূর্য্যতেজ হেন দেখে॥
তিন রাক্ষসে মিলি করে অনুমান।
দেখ দেখ আরে ভাই কহি বিদ্যমান॥
মনুষ্য হইলে এথক্ষণ নাহি রাখি।
কোন দেব ঋষি আইল হেন তাক দেখি॥
এই * * সঙ্গে আছে মহাধন।
তাহার প্রভাব এই বুঝিএ লক্ষণ॥ ১৯৬৫
কোন বিদ্যা জানে এই কি * *।
এসব প্রকার কথা জিজ্ঞাসি সকল॥
তিন রাক্ষসে মিলি বোলে তার তরে।
এক বাক্য সত্য করি কহ (আমারে)।

আমারা রাক্ষস জাতি বড়হি বিষম।
রক্ষা নাহি পাএ কেহো আমা দরশন॥
খাইতে আইলাম তোমা ছুইতে না পারি।
বড়হি দুঃসহ তেজ ধর ব্রহ্মচারী॥
তোমার রূপ দেখিয়া মনেত লাগে ভয়।
কিবা সুর নর তুমি দেয় পরিচয়॥ ১৯৭০
কোন বিদ্যা জান তুমি কিবা তপোধন।
এ সব কারণ কথা কহ মুনিজন॥
এথেক শুনিয়া মুনি বোলে ধীরে ধীরে।
শুনহ রাক্ষস সব কহিএ তোমারে॥
নহি সুর নর আমি দেশ দেশান্তরি।
নানা তীর্থে বেড়াই আমি হইয়া ব্রহ্মচারী॥
কোন বস্তু নাহি সঙ্গে না জানি প্রলাপ।
কহিএ জথেক কথা আপনা স্বভাব॥
এই কথা শুনি রাক্ষস হইলা বিকল।
পুনরপি পুছিতে লাগিলা মুনিবর॥ ১৯৭৫
শুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল॥

—০—

কহু রাগ।

কহ মুনি স্বরূপে আমারে।
তোমার এ সব রূপ দেখিয়া কাঁপিছে বুক
তেজরাশি ফিরে চারি ধারে॥ ধ্রু॥

দিনমণি সুরলোকে উদয় হইছে সুখে
পরম ব্রহ্ম হেন বাসি।
না কর বিস্ময় মনে আমা সবের দরশনে
কি কারণে ধর * *॥
কোন বস্তু আছে সঙ্গে বিচারিয়া চাহ অঙ্গে
আপনি না কর কিছু ভয়।
না মারিব তোমা প্রাণে তপের প্রভাব গুণে
মনের কথা বুচাও নিশ্চয়॥
শুনি রাক্ষসের বাণী বোলে সেই দ্বিজমণি
কোন বস্তু নাহিক সংহতি।
গিয়াছিলাম গঙ্গাতীর সঙ্গে আছে সেই নীর
এই ধন পরম শকতি॥ ১৯৮০
শুনিয়া গঙ্গার কথা স্মরণ হইল তথা
মুনি-বাক্য শাপ বিমোচনে।
বড় হরসিত মনে সেই কথা স্মরে মনে
গঙ্গাজল মাগে তিন জনে॥
গঙ্গা জল দেয় মুনি পরম কারণ জানি
শুনিয়া খসাইলা গঙ্গা জল।
তুলসী মঞ্জরী হাতে গঙ্গাজল-বিন্দু তাতে
ছিটা দিলা রাক্ষস উপর॥
সেই গঙ্গাজল-বিন্দু পাইআ নরক সিন্ধু
তরিল রাক্ষস তিন জন।
ছাড়িয়া রাক্ষস রূপ দিব্য দেহ অপরূপ
ধরিয়া রহিল তখন॥

তিন ভিতে তিন জন করে নানা স্তবন
আমা সভা কৈলা পরিত্রাণ।
হইছিল ব্রহ্মশাপ ঘুচাইলা সে সব পাপ
তিলেক করিয়া অবধান॥ ১৯৮৪

অতঃপর গ্রন্থখানি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে

—o—

পরিশিষ্ট

'গঙ্গা-মঙ্গলে' ব্যবহৃত প্রাচীন ও দুরূহ শব্দাদির অর্থ

এই গ্রন্থের ভাষা (style) অত্যন্ত দুরূহ। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে ইহাতে আলোচনার যোগ্য অনেক কথা আছে। ইহার রচয়িতা একজন গভীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনায় সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সংস্কৃতের অনুকরণে তিনি ইহাতে যেরূপ রচনাপ্রণালী ও ছন্দের অনুসরণ করিয়াছেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অত্যল্পসংখ্যক গ্রন্থেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। সংস্কৃতানুসারী বলিয়াই ইহার ভাষা অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; নতুবা কয়েকটি কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত ইহাতে প্রাচীন অপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার বড় বেশী নাই। ইহার ভাষা আলোচনা দ্বারা অনেক নূতন তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করা যায়; কিন্তু সময়ের অপ্রতুলতাবশতঃ আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে অক্ষম স্থূলচক্ষে ইহার যে কয়েকটি বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, এ স্থলে আমরা কেবল তাহাই দেখাইয়া দিতেছি। যথা,—

(১) অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি কোথাও 'আ' এবং কোথাও বা 'য়া' দিয়া লিখিত; যথা,—করিয়া, হইআ ইত্যাদি।

(২) 'য' স্থলে প্রায় সব স্থলেই 'জ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) 'স'র ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্র।

(৪) মায়া, কায়া, জয় প্রভৃতি শব্দগুলি মাআ, কাআ, জঅ রূপে লিখিত হইয়াছে।

(৫) কেমনে ও কেমতে স্থলে কেহ্মনে ও কেহ্মতে লিখিত দেখা যায়।

(৬) 'আমরা' স্থলে আহ্মারা বা আমারা, 'তোমরা' স্থলে তোহ্মারা প্রয়োগ প্রায় সব স্থলেই পাওয়া যায়। আমি ও তুমি শব্দ দুটিও স্থানে স্থানে আহ্মি ও তুহ্মিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৭) উত্তমপুরুষে যাগোঁ, জানো, করো বা করোঁ প্রভৃতিরূপ ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। কোথাও বা পাম (পাই), কহম (কহি) প্রভৃতিরূপ প্রয়োগও দেখা যায়।

(৮) করন্তি, পঠন্তি, এড়ন্তি, করসি এবং 'লইলুম্' স্থলে 'লইলু' প্রভৃতিরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

(৯) চট্টগ্রামে পঞ্চমী বিভক্তির 'হইতে' স্থলে অদ্যাপি 'তুন' বা 'থুন' ব্যবহৃত হয়। এই গ্রন্থের এক স্থানেও 'হাত হইতে' অর্থে 'হাতথুন' প্রয়োগ দেখা যায়। (১৪৩ পৃষ্ঠা, ১৩৩২ পদ দ্রষ্টব্য।)

(১০) সপ্তমী বিভক্তিতে 'তে' স্থলে 'রে' প্রয়োগ; যথা,— "দেশেরে আইলা রাজা পরম তপস্বী।" (১৯৪ পৃষ্ঠা, ১৮১৪ পদ।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে প্রাচীন দুরূহ বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার বড় বেশী নাই। যে কয়েকটি শব্দ কিছু দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের অর্থাদি প্রদত্ত হইল,—

অপছর—১২৮ পৃঃ—অপ্সরা।

আউদল—৪১ পৃঃ—আলুথালু।

আওয়াস—৭ পৃঃ—আবাস। পাদপূরণের সুবিধার্থই শব্দটি এরূপ সম্প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উক্ত উদ্দেশ্যেই

বাঙ্গালায় এরূপ শব্দ সম্প্রসারণ হইয়া থাকে ; যেমন,—করএ (করে), রাখোআল (রাখাল), আউট (আট), আউগে (আগে), থাকউক (থাকুক) প্রভৃতি ।

আসোয়ার—২১ পৃঃ—অশ্বারোহী ।

ইসত—১৩৪ পৃঃ—ঈষৎ ।

উঝল—১৯ পৃঃ—উজ্জ্বল ।

ওহা—১ পৃঃ—উহার ।

ওর—১৩৯ পৃঃ—সীমা ।

• কবো—১৫২ পৃঃ—কভু । কোন কোন স্থানে 'কভো' রূপেও লিখিত দেখা যায় ।

কলময—১৯১ পৃঃ—কল্মষ, (এখানে) মলিনতা ।

কেনি—২৮পৃঃ—কেন । এরূপ প্রয়োগ আরও অনেক স্থানে আছে ।

কল্মাপ্প—২০৭ পৃঃ—'কল্মাষ' হইলেই ঠিক হইত । উহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ ; রাক্ষসবিশেষ ।

কৃসান—১১০ পৃঃ—কৃশ ।

খারু—৩১ পৃঃ—অলঙ্কার ।

ছুরতি—১৫৬ পৃঃ—সুরতি ।

জস—৩৮ পৃঃ—যশঃ ।

জুঝে—২৩ পৃঃ—যুদ্ধ করে ।

ঝাটে—১৩৩ পৃঃ—শীঘ্র ।

ঝোটা—৩৩ পৃঃ—চুলের খোপা ।

তথির—৪ পৃঃ—তাহার ।

তবো—১২৭ পৃঃ
তমু—৭৪ পৃঃ } —তবু, তথাপি ।

তোরপার—২২ পৃঃ—তোলপার।

দিঘল—৪০ পৃঃ—দীর্ঘ।

নিবিত—৮৮ পৃঃ—নিমিত্ত।

নিয়র—১৫৬ পৃঃ—নিকট।

পরতেক—১৫৫ পৃঃ—প্রত্যক্ষ।

বআন—৩৭ পৃঃ—বদন।

বাহুরি—১৮৭ পৃঃ—ফিরি।

বিনি—২৬ পৃঃ—বিনা।

বুলে—৮১ পৃঃ—বেড়ায়।

বেথে—২১০ পৃঃ—ব্যথিত হয়।

ভাসে—১১ পৃঃ—বাসে, ভাল লাগে।
এই অর্থে শব্দটি সাধারণতঃ 'বাসে'রূপে ব্যবহৃত দেখা যায়।

ভিতে—১৪৮ পৃঃ—দিকে।

ভুখিল—৩১ পৃঃ—ক্ষুধার্ত্ত।

ভুঞ্জসিয়া—২০৯ পৃঃ—ভোগ কর গিযা।

মুরছাএ—৩৯ পৃঃ—মূর্চ্ছিত হয়।

মুহুশ্চিত—৪৯ পৃঃ—মূর্চ্ছিত।

হাবিলাসে—১৪৬ পৃঃ—অভিলাষে।

হোন্ত—১৯ পৃঃ—হয়।

হোয়—৭৮ পৃঃ—হও।

এতদ্ভিন্ন কয়েকটি শব্দের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি নাই বলিয়া এস্থলে তাহাদের আর কোন উল্লেখ করিলাম না।

ভূমিকাংশে একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। গঙ্গামঙ্গল ও জাগরণ প্রভৃতি ছাড়া দ্বিজ মাধবের ভণিতিযুক্ত আরও কয়েকখানি

পুথি পাওয়া গিয়াছে। যথা,—অনন্তব্রত-কথা, কণ্ব মুনির পারণা ও রাধিকার বারমাস। এতদ্ভিন্ন রামবনবাস ও হরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ নামক দুইখানি পুথিতে 'মাধব' নামক কবির ভণিতি পাওয়া যায়। এই সকল মাধব ভিন্ন, কি অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা নির্ণয় করিবার অবশ্যই কোন উপায় নাই।

পরিশেষে ইহার পাঠোদ্ধার-কার্য্যে দু একটি কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব। পুথির প্রতিলিপিকারকের নাম জানা না গেলেও তিনি যে একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখাগুলি অতি সুন্দর ও মুন্সীয়ানা ধরণের। তাঁহার পক্ষে একটি প্রশংসার কথা এই যে, সে কালের ধরণে তিনি প্রায় নির্ভুলরূপেই পুথিখানি নকল করিয়াছিলেন। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা স্থানে স্থানে কোন কোন শব্দের বিশেষতঃ তৎসম শব্দগুলির আধুনিক বর্ণ-বিন্যাস দিয়া ফেলিয়াছি। তাহাতে পুথিখানি কতকটা আধুনিক জিনিষ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। বাস্তবিক পক্ষে পুথির রচনা যেমন প্রাচীন, উহার লেখাও তেমন প্রাচীন। ঐরূপ "সংশোধন" করা যে আমাদের পক্ষে ঠিক হয় নাই, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? এখন তাহার প্রতীকারের কোন উপায় নাই।

আবদুল করিম

—o—

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৫৩	সকলি ত	সকলিত
১৭	১৫৮	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড
২৩	২১৩	অজ্র	বজ্র
২৫	২২৯	সুরপুর	সুরপুরে
৪৪	৪৫৩	বড়	বড়ু
৪৬	৪১৮	স্থবর্ণ	সুবর্ণ
১৩২	১২৪১	নিদের (?)	নিষাদের
১৭৪	১৬২৪	জহ্নু	জহ্নু
২০৬	১৯১১	(মমে)	(মনে)
২০৮	১৯৩৩	য়াক্ষসের	রাক্ষসের
২১০	১৯৫৪	পাইয়	পাইয়া
২১৩	১৯৭৯	কধা	কথা

এতদ্ভিন্ন পুথির কয়েক স্থানে 'কারণ্য' শব্দটি ভ্রমক্রমে 'কারুণ্য' রূপে ছাপা হইয়া গিয়াছে।